Contents

৩য় বর্ষ

২য় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

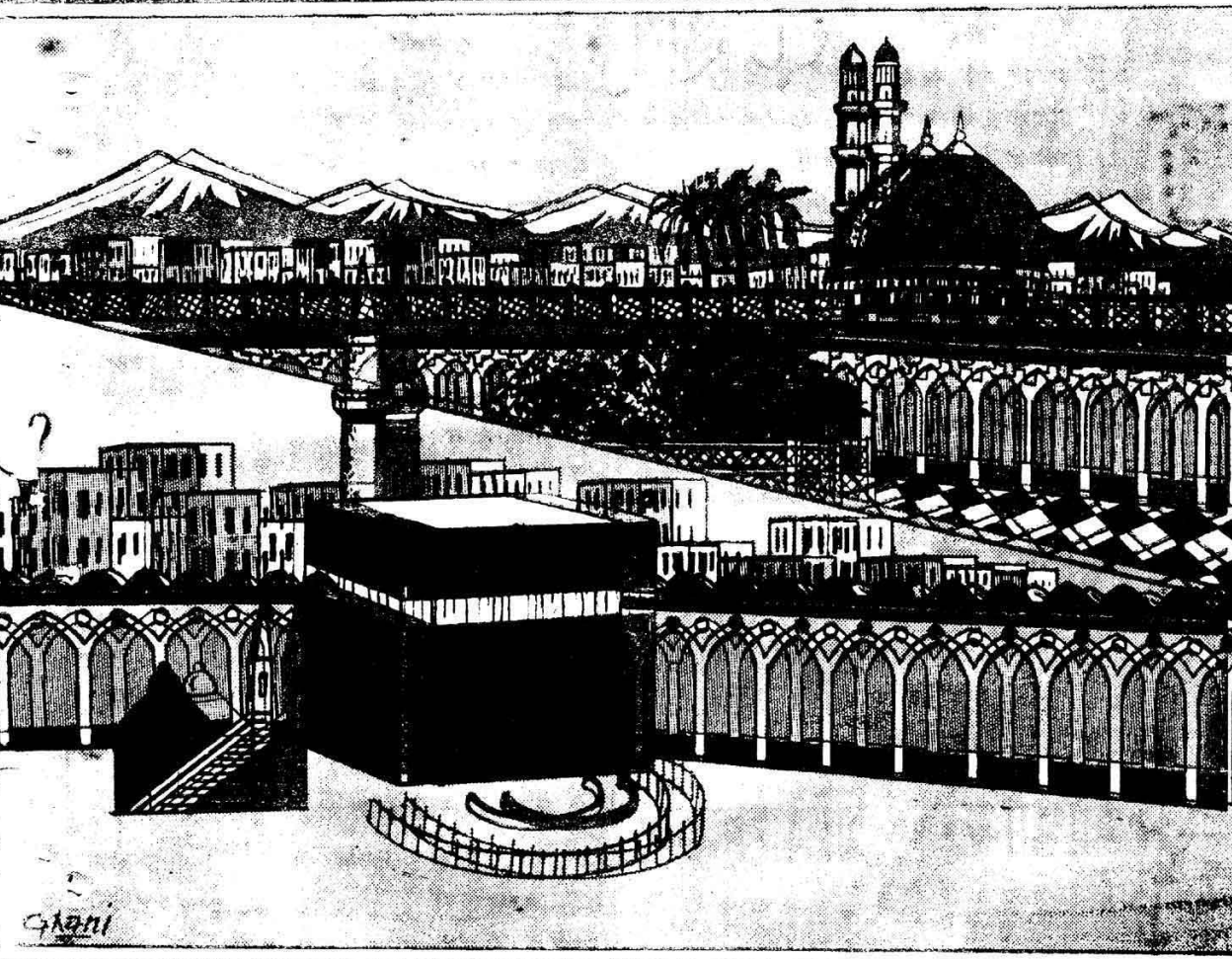

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlenadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রবীউচ্ছানী—১৩৭১ হিঃ।

পৌষ ও মাঘ ১৩৫৮ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর		৪৯
২। চুক্তি ...	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৫৮
৩। হজরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) মানুষরূপে ...	মোজাম্মেল হক ...	৬০
৪। হিন্দে ইছ্‌লামের আর্বিভাব	... ...	৬৪
৫। নারীর অধিকার ও পদমর্যাদা ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান ...	৬৯
৬। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস		৭৫
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ	... ...	৯১

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

তাহ্‌রীকে হাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ	রবীউছ্‌ছানী—১৩৭৭ হিঃ। পৌষ ও মাঘ ১৩৫৮ বাং।	দ্বিতীয় সংখ্যা

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(২০)

শেষ প্রশ্ন আর শেষ উত্তর,

কবরে মৃতদেহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পড়িয়া থাকে,—অথচ কেহই দেখিতে পায়না যে, তাহাকে সর্পে দংশন করিতেছে বা তাহাকে হাতুড়িপেটা করা হইতেছে। সুতরাং যাহা প্রত্যক্ষীভূত নয়, কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়া লওয়া হইবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নের চতুর্বিধ জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম, জড়দেহের চক্ষুর সাহায্যে মধ্যলোক ও ফিরিশ্‌তা-জগতের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। স্বয়ং জড়জগতেই এমন অনেক জিনিষ বিদ্যমান রহিয়াছে যেগুলি খালি-চোখে (Naked eye) দেখা নাগেলেও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বা দূরবীনের সাহায্যে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়াযায়। যাহার—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এসকল যন্ত্রপাতি নাই, তাহার পক্ষে সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবেনা। মাইক্রসকোপ বা টেলিসকোপ ছাড়াও কেহ কেহ এত দূরবর্তী বা নিকটের এমনতর সূক্ষ্মবস্তু দেখিতেপায় যে, তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহা দেখিতে পায়না এবং তার অস্তিত্বও অস্বীকার করেনা। জিব্রীল রছুলুল্লাহর (দঃ) কাছে আসা-যাওয়া করিতেন, ছাহাবাগণ কোন দিন তাঁর প্রকৃত-রূপ দর্শন করেননাই, অথচ রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট তাঁহার গমনাগমন সম্বন্ধে একজন ছাহাবীর মনেও মুহূর্তের তরে সন্দেহের উদ্রেক হয়নাই। ছাহাবারা যাহা দেখিতে পাইতেননা, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা দর্শন করিতেন, একথা অস্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই, যাহার পক্ষে ইহা স্বীকারকরা সম্ভবপর নয়, সে যদি শুধু বস্তুতান্ত্রিক হয়, তাহাহইলে অজ্ঞতার অহংকার পরিত্যাগ করিয়া তাহার পক্ষে অস্বীকৃতির যুক্তিসম্মত কারণ প্রদর্শন করা উচিত। আর যদি সে মুছলমান হয়, তাহা হইলে ইছলামী আকীদার অপরিহার্য অংগ 'ফিরিশ্‌তা' ও 'ওয়াহী' সম্পর্কে তাহাকে স্বীয় ঈমান সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যদি একথা বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হয় যে, অন্যান্য ব্যক্তিরা যাহা দেখিতে ও শুনিতে অসমর্থ ছিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা নিশ্চিত রূপে দর্শন ও শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা যেসকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে—পারিতেছিনা, ইহলোক পরিত্যাগ করার পর মৃত-ব্যক্তির পক্ষে সেসব দর্শন ও শ্রবণ করা যে সম্ভবপর তাহাও অমান্য করার কোন হেতুবাদ নাই এবং আমরা দেখিতেছিনা বলিয়া কবরের সাপ আর উহার দংশনকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি বিদ্যমান নাই।

দ্বিতীয়, ফেরেশ্‌তাদের সহিত জড়জগতের জীব-জন্তুর যেমন সৌসাদৃশ্য নাই, তেমনি মধ্যলোকের—সাপ, আগুন ও হাতুড়ি ইত্যাদির সহিতও জড়জগতের সর্প, অগ্নি ও লৌহদণ্ডের কোন মিল নাই। বরযখ বা মধ্যলোকের বস্তুসমূহ দর্শন করার ও উহাদের—ক্রিয়া অনুভব করার জন্য মাধ্যলৌকিক দর্শনেন্দ্রিয় ও অনুভূতি আবশ্যক।

তৃতীয়, নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পায়, সাপ তাহাকে তাড়া করিতেছে, তাহাকে ছোবল মারিতেছে। জাগ্রত-লোকে সর্পাহত ব্যক্তি যেমন সাপের দংশনে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, স্বপ্নলোকে সে—অবিকল সেইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! সর্প—তাড়িতের মতই ভীত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে, সে চীৎকার করিতেছে, তাহার সর্বাংগ ঘর্মসিক্ত হইতেছে, এমন কি লাফাইয়া সে শয্যা হইতে ছিটকাইয়া পড়িতেছে। এসব ব্যাপার সে মানস-নয়নে দর্শন ও কল্পদেহে উপলব্ধি করিতেছে, হু-ব-হু জাগ্রত মানুষের মতই!—অথচ তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি দেখিতেছে, সে চুপ করিয়া শুইয়াই আছে, তাহার কাছে সাপ, বাঘ কিছুই নাই। নিদ্রিত ব্যক্তি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহার শয্যাসহচর কিছুই অনুভব করিতে—পারিতেছেনা, তাই বলিয়া স্বপ্নদ্রষ্টা যে সর্প দংশনের জ্বালা ভোগ করিতেছেনা একথা বলার উপায় আছে কি? আর সর্পাঘাতের কষ্ট ও জ্বালা যখন নিদ্রিত-ব্যক্তি ভোগ করিতেছে, তখন সর্প জড়জগতের না স্বপ্নলোকের, সে প্রশ্নে কি আসে যায়? নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় জাগ্রত ব্যক্তি সাপ দেখিতে পাইতেছেনা বলিয়াই কি সে নিদ্রিত ব্যক্তির যন্ত্রণা অস্বীকার করিবে?

চতুর্থ, ইহা সর্ববিদিত যে, যন্ত্রণার কারণ শুধু সাপ নয়, সর্পাহত ব্যক্তি যে জ্বালা অনুভব করে,—তাহা সাপের বিষের! আর শুধু বিষও যন্ত্রণাদায়ক নয়, যদিনা উহার ক্রিয়া দেহের ভিতর শুরু হয়! সুতরাং বিনা বিষেই যদি বিষের ক্রিয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে উহার যন্ত্রণাও যেমন নিদারুণ হইবে,—তেমনি সে কষ্ট অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যে-ওকুফীর পরিচায়ক হইবে!

আমার নিজের এক ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলি, মধ্যলোকের নয়, এই জড়জগতেরই! এক সভায় আমন্ত্রিত হইয়া আমি কোন গ্রামে যাই। রাত্রিকালে গৃহস্বামী হঠাৎ সাপে কামড়াইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, অন্যান্য লোকের সংগে আমিও তাঁর শয়নঘরে প্রবেশ করি। তাঁহার যন্ত্রণার অবস্থা দেখিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি অতিশয় মর্মাহত হইয়া পড়ি, ইতোমধ্যে ওঝার দল আসিয়া তাঁহার বিষ নামাইবার কাজে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যায়, তারা কোন্ ভয়াবহ মারাত্মক সাপের নাম লইতেছিল, আজ তাহা আমার মনে-নাই, কিন্তু তাহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, গৃহস্বামী ক্রমশঃ অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হন, তাঁর মুখ, চোখ বিবর্ণ হইয়াযায় এবং মুখ হইতে ফেন নিসৃত হইতে থাকে। আমার কিন্তু সর্বাপেক্ষা—আশ্চর্যবোধ হয় যে, সাপ বা তাহার কোন চিহ্নই সে-ঘরে বিদ্যমান ছিলনা, ঘরটার আর তাঁহার শয্যার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বারম্বার সর্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগ্রত হইতেছিল। অবশেষে আমি সাহস করিয়া তাঁহার খাট ও বিছানা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করি এবং তোষকে একটী বৃহৎ সূচ আবিষ্কার করিয়াফেলি। আমি ওঝাদিগকে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেই এবং গৃহস্বামীকে যে সাপে কামড়ায় নাই, আবিষ্কৃত সূচটীই তাঁহার দেহে ফুটিয়াছে এইকথা খুব উচ্চৈঃস্বরে এবং গৃহস্বামীর কাণের কাছে বারম্বার ঘোষণা করিতে থাকি। আমার কথায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়াযায়, কিন্তু যখন গৃহস্বামী ক্রমে ক্রমে চৈতন্যলাভ করিয়া চক্ষু উন্মিলিত করেন আর আমি সূচটী তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরি, তখন সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়ে, দেখিতে দেখিতে শোকাচ্ছন্ন পরিবারে আনন্দের রোল পড়িয়া যায়। গৃহস্বামী বাঁচিয়া-গেলেও তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাওয়ার জন্য কিছুকাল শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহা জাগ্রত এবং জড়জগতের ঘটনা এবং সর্পাহত হইবার কল্পনা সম্পূর্ণ অমূলক, কিন্তু যে মৃত্যুযন্ত্রণা এই কাল্পনিক দুর্ঘটনার জন্য গৃহস্বামীকে ভোগকরিতে হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া অস্বীকৃত হইবে?

প্রকৃতপ্রস্তাবে পৃথিবীর জ্ঞানসাধনা এযাবৎ—বহির্জগতের অভিজ্ঞতালাভের কার্য্যেই নিয়োজিত রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ জড়বস্তুর প্রকৃতি ও গুণ নির্ণয় করার চেষ্টাতেই মশগুল আছেন। অথচ বহির্জগত ছাড়াও একটী তদপেক্ষা বৃহত্তর জগত মানুষের—অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, কোরআন ইহাকে আনফুছ (انفس) বা 'আত্ম-জগত' নামে অভিহিত করিয়াছে। আত্ম-জগত বা অধ্যাত্মলোকের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানসাধনা এখনও অতি-শয় সীমাবদ্ধ। আমাদের মনোবিজ্ঞান এযাবৎ উহার প্রাথমিক স্তরেই রহিয়াছে, জীবাত্মার বিদ্যা—(Spiritualism) আজও মধ্যযুগীয় ভুতুড়ে বিদ্যার কুসং-স্কার এবং জাদু আর ফাঁকির কারাগারেই আবদ্ধ! শুধু একটা কথাই ধরাযাক,— কোন বস্তুর বিশ্বাস আর বহির্জগতে উহার বিদ্যমানতা, এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? সোজাকথায়——কল্পনার জন্য পরিকল্পিত বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আবশ্যক কিনা? এই প্রশ্ন আজ-পর্যন্ত এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হইয়াই আছে! অনেক হিন্দু দার্শনিক, কতিপয় মুছলমান ছুফী এবং আধু-নিক জগতের বিখ্যাত পণ্ডিত বার্কলে (Berkeley) প্রভৃতির বিবেচনায় বস্তুর সত্তা ও কল্পনা অর্থাৎ—বহিস্থ ও আভ্যন্তরিক অস্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বার্কলের প্রধান কথা— That the only things that are real are ideas of what is presented to our senses. আসল বস্তু হইতেছে আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বাস আমাদের ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকটিত হইয়াথাকে।

মোটকথা, অধ্যাত্মলোক সম্বন্ধে আমাদের—অভিজ্ঞতা পূর্ণতালাভ করিতে নাপারিলেও অন্ততঃ ইহা সংশয়াতীতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বিশ্বাসের পরিকল্পনা এবং উহার বাহ্যিক রূপ অতি ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। এই মতবাদ অবলম্বন করিয়াই মেস্‌মিরিজ্‌মের (Mesmerism) বিজ্ঞান—গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উক্ত মতবাদের বাস্তবতা দ্বারা ইহাও বুঝিতে পারাযাইতেছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে অন্তরলোকের বিশ্বাস বা ঈমানের উপর অকা-রণে এতখানি যোর অর্পণ করা হয়নাই।

কোরআনে দ্বিবিধ বিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, সাপেক্ষ বিশ্বাস (ইল্‌মুল ইয়াকীন) ও চাক্ষুষ বিশ্বাস (আইনুল ইয়াকীন)। কোন বিষয়ের প্রমাণ বা আনুসংগিক লক্ষণাদি অবগত হইয়া যে বিশ্বাস অর্জিত হয়, উহার নাম সাপেক্ষ বিশ্বাস—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[Relative Faith], আর যাহা আমাদের অনুভব এবং দৃষ্টির গোচরে আসিয়া সমুদয় সন্দেহ ও প্রশ্নের অবসান ঘটাইয়াদেয়, সেইরূপ বিশ্বাসকে চাক্ষুষ [Visual Faith] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ছুরত-আত্তকাছুরে আল্লাহ বলেন, ধনসম্পদের—

প্রাচুর্য তোমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছে, এমনকি তোমরা কবরগুলিও দর্শন—করিয়া গণনা করিলে! কিন্তু এখন নয়, শীঘ্রই তোমরা জানিতে—পারিবে! না, এখন নয়, অচিরেই জানিয়া লইবে! যদি সাপেক্ষ বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিতে, তাহা হইলে অবশ্যই 'দুযখ' দেখিতে পাইতে! অতঃপর প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা উহা অবলোকন করিবে!

الهكم التكاثــر ' حتى زرتم المقابر ! كلا سوف تعلمون ' ثـم كلا سوف تعلمون ! كلا لو تعلمون علم اليقين ' لتــرون الجحيم ! ثــم لترونها عين اليقين !

মানুষ যদি চাক্ষুষ বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিত, তাহাহইলে সে তার অন্তরদৃষ্টি দ্বারা তাহার 'দুযখ' জড়জগতেই দেখিয়া লইত। কিন্তু ঈমান ছাড়া এই চাক্ষুষ বিশ্বাস অর্জন করার অন্যকোন উপায় নাই ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়না, বরং অনেকেই উহা অস্বীকার করিয়া থাকে, কাজেই তার 'দুযখ' তার নযরে পতিত হয়না, কিন্তু যে মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী, যেদিন উহা দেহের দ্বারে করাঘাত করিবে, সেদিন জড়দেহের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবরণ চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে আর সেই মুহূর্ত হইতে অদৃশ্যমান জগতের (আলমে গইব) গোপন রহস্যগুলি একে একে ব্যক্ত হইতে থাকিবে। আচরণের সৌসাদৃশ্যিক প্রতিফল শুরু—হইয়া যাইবে, পুরস্কার ও তিরস্কার, বেহেশ্ত ও দুযখের অনেক দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিবে এবং ধ্রুব বিশ্বাসের দৃষ্টি মেলিয়া মানুষ এই সকল ব্যাপার—কতকাংশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। ছুরত-আত্তকাছুরে যে 'আইনুল ইয়াকীন' অর্থাৎ ধ্রুব-বিশ্বাসের চক্ষুর কথা কথিত হইয়াছে, তাহা উক্ত 'আলমে-বর্যখ' মধ্যলোক সম্পর্কেই!

বর্যখের কর্মফলের আলোচনা এই স্থলে শেষ—করিয়া অতঃপর আমরা চরম-বিচার দিবসের আলো-চনায় প্রত্যাবর্তিত হইব!

ক্বিয়ামতের শেষ প্রতিফল।

ইয়ামুদ্দীনের উদ্দেশ্য,

প্রথমেই ইহা স্থির করা উচিত যে, মানুষ তার ইহলৌকিক জীবনে, মৃত্যুর প্রাক্কালে এবং মধ্যলোকে যখন কৃতকর্মের ফল ভোগ করেই, তখন তাহার আচ-রণের বিচার এবং তদনুসারে প্রতিফল বিতরণ করার জন্য চরমভাবে একটী নির্দিষ্ট দিবস ইয়াওমুদ্দীন অবধারিত হইবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

চরম-বিচার-দিবসের উদ্দেশ্য পূর্বেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে সেগুলি পুনর্বার পাঠ করিয়া লওয়া উচিত—(দেখ তর্জুমান, ২য় বর্ষ, ২৩৮ ও ৩৫৫ হইতে ৩৫৯ পৃষ্ঠা)। এই স্থানের আলোচ্য যে, ইহলোকে কর্মফলের যে বিধান প্রযোজ্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে কার্য ও কারণের যোগসূত্রযেমন অস্পষ্ট, তেমনি বিচার পদ্ধতিও পূর্ণাংগ নয়, জড়জগতে পূর্ণ-বিচার-ব্যবস্থা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। আমরা এরূপ সাধুসজ্জন ব্যক্তি নিত্যই দেখিতে পাই, যাহাদের—জীবন দুঃসহ ও সীমাহীন ক্লেশের মধ্য দিয়া অতি-বাহিত হইতেছে, আবার এরূপ দুশ্চরিত্র যালিমেরও অভাব নাই, যাহারা অনাবিল সুখশান্তির জীবন—উপভোগ করিতেছে! ইহলৌকিক জীবনে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিগত অপরাধ ও সদাচরণের কাহিনী এবং সেগুলির প্রতিফলের বিবরণ আমরা ইতিহাসের—পৃষ্ঠায় পাঠ করিতে পারি, কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত জীবনকথা এবং উহার ফলাফল অবগত হওয়া অন্যের পক্ষে সম্ভবপর হয়না! আর ব্যক্তিগত জীবনের যে আলেখ্য লোক-চক্ষুর সম্মুখে সচরাচর উন্মুক্ত থাকে, তার ভিতরপিঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণিত হয়। মধ্যলোকে ব্যক্তিগত আচরণের—প্রতিফল প্রদত্ত হয় বটে, কিন্তু আচরণের সহিত সং-শ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিরা সে প্রতিফলের বিবরণ অব-গত হইতে পারেনা। শোষিত ও নির্যাতিত ব্যক্তিরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাদের উৎপীড়ক ও শোষকদলের পরিণামফল দেখিতে পায়না, তাহাদের ন্যায়সংগত দাবী মিটাইবার ও তাহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করার কোন ব্যবস্থাই 'আলমে বর্যখে' নাই। ব্যক্তিগত দাবী দাওয়ার মধ্যে অনেক সময়ে এমনও ঘটিতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পক্ষই স্বীয় দাবী ও স্বকীয় আচরণকে শেষ পর্যন্ত ন্যায্য ও উচিত মনে করিতেছে, ইহলৌকিক বিচারকে অবিচার ধারণা—করিতেছে এমন কি কেহ কেহ আল্লাহর ন্যায় বিচারেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেনা!—পার্থিব বিচারাগারগুলিতেও ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া যাইতেছে। মতবাদ [Faih] ও আচরণের [Attitude] বহুলাংশ গতানুগতিক ভাবে স্থিরীকৃত ও আচরিত হয়, প্রত্যেকটীর সমীচীনতায় প্রত্যেক দল নিঃসন্দেহ থাকে আর যেগুলি প্রমাণসাপেক্ষ, সেগুলির পরস্পর বিরোধী প্রামাণিকতায় প্রত্যেক সমাজকে পরিতুষ্ট দেখা যায়। যে মিথ্যাবাদী তাহাকে নিরস্ত করার বা তাহার মুখবন্ধ করার কোন উপায় নাই, ফলে কোন্ মতবাদ ও জীবনাদর্শ যে প্রকৃত—সঠিক, সে সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ও গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। অনেক সময়ে যাহা সম্পূর্ণ-অমূলক ও ডাহা অসত্য, অনুকূল পরিবেশের সুযোগে সাময়িক ভাবে তাহাই জয়যুক্ত হইয়া পড়িতেছে আর তাহার প্রতাপ ও নিষ্পেষণে বাস্তব সত্য যাহা, তাহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। রছুলগণ এবং তাঁহাদের পদাংকানুসারীরা জড়জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে আন্দোলন—পরিচালনা করিয়াছিলেন, আর যাহারা অহংকার ও ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, উভয় দলের আচরণের প্রতিফল পরস্পরের অসাক্ষাতে প্রদান করার কোন সার্থকতা নাই। এই বিষয়গুলি গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহলোক ও মধ্যলোক—ব্যক্তিগত কর্মের সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিচারের স্থান নয়। অতএব চরম ও পূর্ণাংগ বিচারের জন্য একটী বিশেষ দিবস অবধারিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, এসকল ব্যাপারকে কোন্— لاى يوم اجلت ? দিবসের জন্য প্রতীক্ষিত রাখা হইয়াছে? মীমাংসা দিবসের জন্য!—আল্মুর্ছালাত, ১২ আয়ত। ছুরত-আন্নবাতে বলা হইয়াছে,—নিশ্চয়— ان يوم الفصل كان ميقاتا — মীমাংসার দিবস অবধারিত রহিয়াছে।

ইয়াওমুদ্দীনের বৈশিষ্ট্য,

কোরআনে বিচারদিবসের যেসকল বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কতকাংশ উল্লেখ করা হইল। এই তালিকা লক্ষ করিলে স্পষ্টভাবে জানাযাইবে যে, বিচার ও প্রতিফলের এই পদ্ধতি জড়জগত বা মধ্যালোক কোনস্থানেই অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়—

১। সেদিবস যাবতীয় কৃত্রিম ও অস্থায়ী প্রভুত্ব এবং অধিকার অবলুপ্ত হইয়া কেবল প্রবল প্রতাপান্বিত ও একক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিরাজ করিবে। কোরআনে কিয়ামতের দিবস সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আজ সার্বভৌমত্ব কাহার? চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিবে, অতঃপর আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করিবেন, একমাত্র একক পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্যই! আল্মু'মেন, ১৬ আয়ত।

لمن الملك اليوم ? لله الواحد القهار !

২। সেদিবস আদেশের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও থাকিবেনা। ছুরত-আল্ইন্ফিতারে বলা হইয়াছে, তুমি কি জান 'ইয়াওমুদ্দীন' কি? যেদিবস কাহারও কোনরূপ স্বত্বাধিকার থাকিবেনা এবং সেদিবস আদেশ শুধু আল্লাহর হইবে! ১৯ আয়ত।

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله !

৩। সেদিবস সমস্ত মৃত উত্থিত হইবে। এসম্পর্কে ছুরত-আল্মুমিনুনে বলা হইয়াছে,—অতঃপর তোমরা নিশ্চয় কিয়ামতের দিন উত্থিত হইবে,—১৬ আয়ত। ছুরত-আল্হজ্জে আছে—এবং যাহারা কবরে আছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়

ثم انكم يوم القيامة تبعثون — وان الله يبعث من فى القبور —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাদের উৎপীড়ক ও শোষকদলের পরিণামফল দেখিতে পায়না, তাহাদের ন্যায়সংগত দাবী মিটাইবার ও তাহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করার কোন ব্যবস্থাই 'আলমে বর্‌যখে' নাই। ব্যক্তিগত দাবী দাওয়ার মধ্যে অনেক সময়ে এমনও ঘটিতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পক্ষই স্বীয় দাবী ও স্বকীয় আচরণকে শেষ পর্যন্ত ন্যায্য ও উচিত মনে করিতেছে, ইহলৌকিক বিচারকে অবিচার ধারণা—করিতেছে এমন কি কেহ কেহ আল্লাহর ন্যায় বিচারেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেনা!—পার্থিব বিচারাগারগুলিতেও ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া যাইতেছে। মতবাদ [Faih] ও আচরণের [Attitude] বহুলাংশ গতানুগতিক ভাবে স্থিরীকৃত ও আচরিত হয়, প্রত্যেকটীর সমীচীনতায় প্রত্যেক দল নিঃসন্দেহ থাকে আর যেগুলি প্রমাণসাপেক্ষ, সেগুলির পরস্পর বিরোধী প্রামাণিকতায় প্রত্যেক সমাজকে পরিতুষ্ট দেখা যায়। যে মিথ্যাবাদী তাহাকে নিরস্ত করার বা তাহার মুখবন্ধ করার কোন উপায় নাই, ফলে কোন্ মতবাদ ও জীবনাদর্শ যে প্রকৃত—সঠিক, সে সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ও গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। অনেক সময়ে যাহা সম্পূর্ণ-অমূলক ও ডাহা অসত্য, অনুকূল পরিবেশের সুযোগে সাময়িক ভাবে তাহাই জয়যুক্ত হইয়া পড়িতেছে আর তাহার প্রতাপ ও নিষ্পেষণে বাস্তব সত্য যাহা, তাহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। রছুলগণ এবং তাঁহাদের পদাংকানুসারীরা জড়জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে আন্দোলন—পরিচালনা করিয়াছিলেন, আর যাহারা অহংকার ও ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, উভয় দলের আচরণের প্রতিফল পরস্পরের অসাক্ষাতে প্রদান করার কোন সার্থকতা নাই। এই বিষয়গুলি গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহলোক ও মধ্যলোক—ব্যক্তিগত কর্মের সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিচারের স্থান নয়। অতএব চরম ও পূর্ণাংগ বিচারের জন্য একটী বিশেষ দিবস অবধারিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, এসকল ব্যাপারকে কোন্— لاى يوم اجلت ? দিবসের জন্য প্রতীক্ষিত রাখা হইয়াছে? মীমাংসা দিবসের জন্য!—আল্‌মুর্ছালাত, ১২ আয়ত। ছুরত-আন্‌নবাতে বলা হইয়াছে,—নিশ্চয়— ان يوم الفصل كان ميقاتا — মীমাংসার দিবস অবধারিত রহিয়াছে।

ইয়াওমুদ্দীনের বৈশিষ্ট্য,

কোরআনে বিচারদিবসের যেসকল বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কতকাংশ উল্লেখ করা হইল। এই তালিকা লক্ষ করিলে স্পষ্টভাবে জানাযাইবে যে, বিচার ও প্রতিফলের এই পদ্ধতি জড়জগত বা মধ্যলোক কোনস্থানেই অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়—

১। সেদিবস যাবতীয় কৃত্রিম ও অস্থায়ী প্রভুত্ব এবং অধিকার অবলুপ্ত হইয়া কেবল প্রবল প্রতাপান্বিত ও একক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিরাজ করিবে। কোরআনে কিয়ামতের দিবস সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আজ সার্বভৌমত্ব কাহার? চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিবে, অতঃপর আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করিবেন, একমাত্র একক পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্যই! আল্‌মু'মেন, ১৬ আয়ত।

لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار !

২। সেদিবস আদেশের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও থাকিবেনা। ছুরত-আল্‌ইন্‌ফিতারে বলা হইয়াছে, তুমি কি জান 'ইয়াওমুদ্দীন' কি? যেদিবস কাহারও কোনরূপ স্বত্বাধিকার থাকিবেনা এবং সেদিবস আদেশ শুধু আল্লাহর হইবে! ১৯ আয়ত।

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله !

৩। সেদিবস সমস্ত মৃত উত্থিত হইবে। এসম্পর্কে ছুরত-আল্‌মুমিনুনে বলা হইয়াছে,—অতঃপর তোমরা নিশ্চয় কিয়ামতের দিন উত্থিত হইবে,—১৬ আয়ত। ছুরত-আল্‌হজ্জে আছে—এবং যাহারা কবরে আছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়

ثم انكم يوم القيامة تبعثون — وان الله يبعث من فى القبور —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লাহ উত্থিত করিবেন,— ৭ আয়ত। ছুরত-আল্আন্আমে আদেশ করাহইয়াছে,— মৃতদিগকে আল্লাহ উত্থিত— والموتى يبعثهم الله করিবেন,—৩৬আয়ত। ছুরত-আলকমরে কথিত হইয়াছে—সেদিবস মানব- يخرجون من الاجداث গণ কবর হইতে বিক্ষিপ্ত كانهم جراد منتشر مهطعين পংগপালের মত নির্গত الى الداع হইবে এবং আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াইতে থাকিবে, —৮ আয়ত।

৪। সেদিবস সমস্ত মানবকে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ছুরত-আল্মুতাফ্ফেফীনে উক্ত হইয়াছে. সেদিবস يوم يقوم الناس لرب মানুষেরা সকল বিশ্বের العالمين অধিপতির জন্য দণ্ডায়মান হইবে, ৬ আয়ত। ছুরত-আল্আন্আমে আছে ويوم يحشرهم جميعا — এবং সেদিবস সকলকেই আল্লাহ একত্রিত করিবেন,— ১২৮ আয়ত। ছুরত-আন্নমলে আছে,— সেদিবস প্রত্যেক উম্- ويوم نحشر من كل মতকে দলবদ্ধভাবে امة فوجا আমরা একত্রিত করিব,—— ৮৩ আয়ত। ছুরত-আন্নিছায় বলাহইয়াছে,— আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই! الله لا اله الا هو ليجمعنكم তিনি নিশ্চয় কিয়া- الى يوم القيامة মতের দিবস তোমা- لاريب فيه দিগকে সম্মিলিত করিবেন, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই,— ৮৭ আয়ত। ছুরত-হুদে কথিত হইয়াছে— ইহা সেই ذلك يوم مجموع له দিবস, যেদিন সমস্ত الناس وذلك يوم مشهود মানুষকে সম্মিলিত করা হইবে এবং ইহা হাযিরীর দিবস,— ১০৩ আয়ত।

৫। সেদিবস জনে জনে প্রত্যেককে বিচারের জন্য এককভাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হইতে হইবে। ছুরত-মর্য়মে সতর্ক وكلهم آتيه يوم القيامة করা হইয়াছে এবং فردا — তাহারা সকলেই কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকট— পৃথক পৃথকভাবে আগমনকারী হইবে,—৯৫ আয়ত।

৬। সেদিবস সমস্ত মানবকে তাহাদের নেতাগণ সমভিব্যহারে আহ্বান করাহইবে। আল্লাহ বলেন, সেদিন আমরা يوم ندعوا كل اناس সমুদয় মানুষকে তাহা- بامامهم দের অগ্রনায়কদের সংগে আহ্বান করিব,—— আল্আছ্রা, ৭১ আয়ত।

৭। সেদিবস সমুদয় আচরণকে প্রত্যক্ষীভূত করাহইবে, আচরিত কর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন অস্পষ্টতার অবকাশ থাকিবেনা। ছুরত-আয্যিল্যালে উক্ত হইয়াছে,— فمن يعمل مثقال ذرة যেব্যক্তি পার্থিব জীবনে خيرا يره ومن يعمل অণু পরিমাণ সৎকার্য مثقال ذرة شرا يره — করিবে, সে তাহা দর্শন করিবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকার্য করিবে, সেও তাহা দর্শন করিবে,— ৭ ও ৮ আয়ত। ছুরত-আল্কহফে কথিত হইয়াছে,— পার্থিব জীবনে যে- ووجدوا ما عملوا حاضرا ব্যক্তি যে আচরণ করিয়াছিল, উহাকে সমুপস্থিত পাইবে,—৪৯ আয়ত।

৮। সেদিবস যাবতীয় কৃতকর্ম্মের বিবরণী— লিখিত আকারে (আমলনামা—Minute Book) উপস্থাপিত করা হইবে। এ-সম্বন্ধে ছুরত আল্কহফে কথিত হইয়াছে,— এবং সে- ووضع الكتاب فترى দিবস (আমল-নামার) المجرمين مشفقين مما বহি উপস্থাপিত করা فيه ويقولون يا ويلتنا হইবে এবং হে রছুল مال هذا الكتاب لايغادر (দঃ) আপনি দেখিতে- صغيرة ولا كبيرة الا পাইবেন যে, অপ- احصاها — রাধীর দল উহার — অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আতংকগ্রস্ত হইয়া— পড়িতেছে। তাহারা বলিয়া উঠিবে. হায় সর্বনাশ! এ কিরূপ দফ্তর! একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিষয়ও ইহাতে পরিত্যক্ত হয়নাই, সমস্তগুলিকেই তালিকাভুক্ত— করিয়াছে! —৪৯ আয়ত।

৯। সেদিবস কার্যবিবরণীর বহি সজ্জনগণের দক্ষিণ হস্তে এবং অসৎ ব্যক্তিদিগকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশে প্রদত্ত হইবে। ছুরত-আল্ইন্শিকাকে বলাহইয়াছে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতএব যাহার দক্ষিণ-হস্তে তাহার বহি প্রদত্ত হইবে, তাহার হিছাব সহজভাবে গ্রহণকরা হইবে এবং সে উৎফুল্ল হইয়া তাহার দলে ফিরিয়া যাইবে, আর যাহাকে তাহার পৃষ্ঠদেশে তাহার বহি দেওয়া হইবে সে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে, ৭—১১ আয়ত।

فاما من اوتى كتابه بيمينه ' فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ـ واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ـ

১০। সেদিবস সমুদয় কৃতকর্ম তুলাদণ্ডে ওজন করা হইবে। আল্লাহ বলেন. আমরা কিয়ামতের দিবসে সঠিক বিচারের জন্য তুলাদণ্ডসমূহ স্থাপন করিব,—আল্‌আম্বিয়া—৪৭ আয়ত। ছুরত-আল্‌আ'রাফে বলা হইয়াছে,—সে দিবসের ওজন—ধ্রুবসত্য। সুতরাং যাহার সৎকর্মের তুলাদণ্ডসমূহ ভারী হইবে. তাহারাই কল্যাণপ্রাপ্ত আর যাহার ওজনগুলি লঘু হইবে তাহারাই নিজেদের সর্বনাশসাধন করিল;—৮ ও ৯ আয়ত।

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ـ

والوزن يومئذن الحق' فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون' ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم!

১১। সে দিবস কৃতকর্মের সাক্ষ্যও উপস্থিত—করা হইবে। ছুরত-আস্‌মুমিনে উক্ত হইয়াছে এবং সে দিবস সাক্ষ্যদাতারা দণ্ডায়মান হইবে—৫১ আয়ত।

ويوم يقوم الاشهاد ـ

১২। সেদিবস মানুষের জিহ্বা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ছুরত-আন্‌নুরে বলা হইয়াছে— সেদিন অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাহাদের রসনা সাক্ষ্য-প্রদান করিবে,— ২৪ আয়ত। ছুরত-হামীম ছিজদায় উক্ত হইয়াছে যে, সে দিবস মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক, — তাহাদের বিরুদ্ধে, তাহারা পার্থিবজীবনে যে সকল অসৎকর্ম করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে—

يوم تشهد عليهم السنتهم ـ

شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون ـ

২০ আয়ত। ছুরত ইয়াছীনে আছে, আল্লাহ বলেন, সেদিবস তাহাদের হাতগুলি আমাদের সহিত কথা বলিবে আর তাহারা জড়জীবনে যাহা অর্জন করিয়াছিল,—তাহাদের পাগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে,—৬৫ আয়ত।

وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ـ

১৩। সেদিবস বাগাড়ম্বর থামিয়া যাইবে এবং বাকপটুতা স্তব্ধ হইবে। ছুরত-তাহায় বলা হইয়াছে,—সেদিন কণ্ঠস্বরগুলি রহ্‌মানের—প্রতাপে অতিশয়—অবনত হইয়া যাইবে, ফিস্ ফিস্ শব্দ ছাড়া কিছুই শ্রুতগোচর হইবেনা,—১০৮। সমুদয় দর্পিত মুখ সেদিবস চিরঞ্জীবী ও চিরবিরাজিত আল্লাহর জন্য মলীন হইবে,— ঐ, ১১১ আয়ত। ছুরত ইয়াছীনে আছে,— আজিকার দিবসে আমরা তাহাদের মুখে শীলমোহর লাগাইয়া দিব,—৬৫ আয়ত।

وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ـ

وعنت الوجوه للحى القيوم ـ

اليوم نختم على افواههم ـ

১৪। সেদিবস সমস্ত গোপন কথা ফাঁক হইয়া যাইবে। ছুরত আত্‌তারিকে উক্ত হইয়াছে,— সে দিন গুপ্ত বিষয়গুলি পরীক্ষিত হইবে,—৯ আয়ত।

يوم تبلى السرائر ـ

১৫। সেদিবস জনবল ও অর্থবলের চির—অবসান ঘটিবে, ওকালতী ও ঘুষের ব্যবস্থা রহিত হইয়া যাইবে। আল্লাহ বলেন,— তোমরা সেই দিবস — সম্পর্কে সতর্ক হও, যেদিন কেহ কাহারও জন্য যথেষ্ট হইবেনা, যেদিন কোন ছুফারিশ গ্রাহ্য হইবেনা এবং যেদিন কোন— ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবেনা এবং তাহারা কেহই — সাহায্য প্রাপ্ত হইবেনা,— আল্‌বাকারাহ, ৪৮। উক্ত ছুরতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সে দিবস

واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ـ

يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবসা এবং বন্ধুত্ব এবং অনুরোধ থাকিবেনা,—— ২৫৪ আয়ত।

১৬। সেদিবস রক্তও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। ছুরত-লুকমানে আল্লাহ আদেশ — করিয়াছেন,— হে মানব-সমাজ, তোমাদের প্রভু সম্বন্ধে — সাবধান হও এবং — সেই দিবসকে ভয়— কর, যেদিন পিতা তার পুত্রের পক্ষে উপকারী হইবেনা এবং পুত্রও তাহার পিতার পক্ষে কিছুই উপকার করিতে পারিবেনা,— নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ধ্রুবসত্য,— ৩৩ আয়ত। ছুরত-আল'মুমিনুনে কথিত হইয়াছে যে, সেদিবস মানুষের মধ্যে কোন রক্তসম্পর্ক থাকিবেনা--১০১ আয়ত। ছুরত-আবাছায় উল্লিখিত হইয়াছে,— সেদিন মানুষ তাহার ভ্রাতার, তাহার — জননী ও তাহার— পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিবে,— তাহার স্ত্রী এবং তাহার পুত্রের নিকট হইতেও!— তাহাদের প্রত্যেকেই সেদিন স্বস্ব অবস্থায় ব্যস্ত—— থাকিবে,—৩৪—৩৭ আয়ত।

يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق !

فلا انساب بينهم يومئذ

يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه

১৭। সেদিবস মত ও পথের যাবতীয় দ্বন্দ্ব— চরমভাবে মীমাংসিত হইবে। ছুরত-আছ্ছিজ্দায় বলা হইয়াছে,— হে রছুল (দঃ) যে-সকল বিষয়ে তাহারা পার্থিব জীবনে মতভেদ করিতেছিল, নিশ্চয় আপনার প্রভু কিয়ামতের দিবসে তাহাদের মধ্যে সেগুলির মীমাংসা করিয়া দিবেন,—২৫ আয়ত। ছুরত আল্-বাকারায় আছে,— অতএব তাহারা যে-সকল বিষয়ে মতভেদ করিতেছিল, আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে তাহাদের-মধ্যে সেগুলির বিচার করিবেন,—১১৩ আয়ত।

ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون -

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون -

১৮। সেদিবস রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতিপক্ষ-দল অনুশোচনায় অধীর হইয়া উঠিবে। আল্লাহ — বলেন, সে দিন — অত্যাচারী অনুশোচনায় তাহার হস্তদ্বয় কামড়াইতে থাকিবে আর বলিবে, হায় আফ্ছোছ! যদি আমি রছুলের সংগে পথ ধরিতাম,— ছুরত-আল্ফুর্কান, ২৭ আয়ত। ছুরত-আত্তহ্রীমে উক্ত হইয়াছে, সেদিবস আল্লাহ্ নবী (দঃ) কে এবং তাঁহার বিশ্বাসপরায়ণ সহচরদিগকে অপদস্থ করিবেননা.— ৮ আয়ত।

و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا -

يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه -

১৯। যেসকল ঈমানদার পার্থিব জীবনে — তাঁহাদের সত্যপরায়ণতার জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, কিয়ামতের দিবসে তাঁহারা জয়যুক্ত হইবেন এবং প্রাধান্য লাভ করিবেন, তাঁহাদের ঈমান ও সত্যবাদিতা পরিণামে কখনও ব্যর্থ হইবেনা। আল্লাহ— বলেন, সে দিবস সত্যজীবীদের সত্যপরায়ণতা উপকারে লাগিবে,—আল্মায়েদা ১১৯ আয়ত। ছুরত-আলবাকারায় বলা হইয়াছে,— কাফেরদের জন্য শুধু জড়জীবনেই — সমৃদ্ধি দান করা হইয়াছে এবং বিশ্বাস— পরায়ণদের মধ্যে— যাঁহারা দুঃখ ও কষ্টে কালাতিপাত করেন, তাঁহাদিগকে তাহারা উপহাস করিয়া থাকে, আর যাঁহারা সংযমশীল, তাঁহারাই কিয়ামতের দিবসে উহাদের শীর্ষস্থানীয় হইবেন,— ২১২ আয়ত।

يوم ينفع الصادقين صدقهم -

زين للذين كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة !

২০। সেদিবস প্রতিফল পূর্ণাংগ হইবে, বিচার, পুরস্কার এবং তিরস্কার কোন বিষয়েই অণুমাত্র ত্রুটি করা হইবেনা। ছুরত-আলে ইমরানে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, এবং—

وانما توفون اجوركم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকৃতই কিয়ামতের দিনে يوم القيامة — তোমাদের প্রতিফলসমূহকে পুরাপুরি করা হইবে,—১৯৪ আয়ত। ছুরত-আন্নবায় বলিয়াছেন, বদ্লা দেওয়া হইবে সমান جزاء وفاقا — সমান। —২৬ আয়ত।

কোরআনের পৃষ্ঠা হইতে অনুসন্ধান করিয়া—বিচারদিবসের যে কুড়িটী বৈশিষ্ট্য বাছিয়া লওয়া হইয়াছে সেগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (ক) বিচারপতির ক্ষমতা ও অধিকার, (খ) বিচারপদ্ধতি ও (গ) বিচারফল। চিন্তাকরিয়া দেখিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হইবে না যে, পূর্ণ ও সূক্ষ্মবিচারের জন্য উল্লিখিত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য অপরিহার্যভাবে আবশ্যক এবং এগুলির—সমষ্টিগত রূপায়ণ ইহলোক ও মধ্যলোকে সম্ভবপর নয়।

পার্থিবজীবনে সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী সর্ববিধ ক্ষমতা ও অধিকারের অবলোপন সম্ভবপর নয়, এরূপ ঘটিলে জড়জগতের সমুদয় ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইবে, অথচ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও অস্থায়ী অধিকার প্রয়োগ করিয়া চিরস্থায়ী ও পূর্ণ কর্মফল প্রদান করা কোনক্রমেই ঘটিয়া উঠিতে পারেনা। তাই চরমবিচার দিবসে সমুদয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও অধিকার চরমভাবে নিঃশেষিত করা হইবে। সেদিবস বিচারপতি আল্লাহ, যিনি একাধারে বিশ্বের প্রকৃত অধিপতিও বটেন এবং যিনি স্বভাবতঃ দয়াময় (رحمن) এবং যিনি সর্বদা জীবজগতে স্বীয় দয়া বিকীর্ণ করিয়া থাকেন (رحيم), একমাত্র তিনিই সীমাহীন ও—সার্বভৌম রাজরাজেশ্বর ও প্রভুত্বকারী এবং আদেশকর্তা হইবেন। নিখুঁত ও পূর্ণাংগ বিচারের জন্য বিচারদিবসে মোটামুটি দশটী পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে :—১। সমুদয় মৃত মানব বংশের পুনরায় দৈহিক জীবনলাভ এবং উত্থান। (২ বিচারপতি আল্লাহর দরবারে অখণ্ড মানব ও দানব বংশের সম্মিলন। (৩) জনেজনে আল্লাহর নিকট উপস্থিতি। (৪) প্রত্যেকের স্বস্ব আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন। (৫) আমল-নামার স্থাপনা। (৬) কৃতকর্মের ওজন। (৭) সাক্ষ্যগণের উপস্থিতি। (৮) ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষ্যদান। (৯) সমুদয় গুপ্ত মনোভাব ও আচরণের সম্প্রচার। (১০) ওকালতি, ছুফারিশ, উৎকোচ ও বিনিময় ইত্যাদির অবসান। ইহলোকে বা মধ্যলোকে উল্লিখিত বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব, অথচ চরম ও পরিপূর্ণ বিচারের জন্য এ গুলির আবশ্যকতা অস্বীকার করা যাইতে পারেনা, তাই শেষবিচার দিবসে বিচারের উক্ত পন্থাগুলি অবলম্বিত হইবে। এরূপ বিচারের ফল হইবে চতুর্বিধ : প্রথম, সমুদয় সন্দেহ, দ্বিধা, মতভেদ ও দাবী চরমভাবে মীমাংসিত হইবে। দ্বিতীয়,—অপরাধীর দল স্বীয় অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইয়া তীব্রতম অনুশোচনায় লিপ্ত হইবে। তৃতীয়, আল্লাহর রছুলগণ এবং তাঁহাদের পদাংকানুসরণকারীরা জয়যুক্ত ও সফলকাম হইবেন, তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধির পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইবে। চতুর্থ, প্রত্যেককে তাহার কর্মের সমুচিত এবং পরিপূর্ণ—প্রতিফল দানকরা হইবে।

কোরআনের নির্দেশ,

কোরআন মানবের সৃষ্টি সম্পর্কে যে নীতি—জগদ্বাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছে, তদনুসারে মানব-জীবন যেমন পার্থিব জীবনের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, তেমনি উহা উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থকও নয়। মৃত্যুই মানুষের শেষ পরিণতি এবং তাহার কর্মের—চূড়ান্ত ফল নাই, মানুষকে তাহার আচরণের জওয়াবদিহী করিতে হইবেনা, নিরীশ্বরবাদী (Atheist)—বৈজ্ঞানিক ও কাফের (Infidel) সমাজের এ সকল কল্পনার কোরআন কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। যে জীবন অগ্রপশ্চাৎ দায়িত্ব ও জওয়াবদিহীশূন্য, কোরআন সে জীবনকে নিরর্থক এবং বেহুদা খেলা তামাশা বলিয়াছে। যে রব্ব উন্নত ও পতিত উভয় জীবনের পরিণতিকে সমতুল্য করিয়া থাকেন, সে প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা কোরআন অস্বীকার করিয়াছে। যাহাদের জীবন-দর্শনে পারলৌকিক জীবন স্বীকৃত হয় নাই,—কোরআন তাহাদিগকে দুঃস্থ-মনা ও অহংকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমরা অতঃপর কোরআনের বর্ণিত নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

চুক্তি

—মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

বহুদিন পরে চলেছি ফিরিয়া জনম ভূমির টানে।
ট্রেন ধায় বেগে, আবেগ বাড়ায়ে আমার বিরহী প্রাণে।
আঁধার রাতের বিটপীর শাখা হেলিয়া দুলিয়া ডাকে
পথ দেখাইতে জোনাকীর দল নাচে ঐ ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশের কোলে একফালি চাঁদ মেঘ হ'তে উঁকি মারে
তারকার দল মুচ্‌কি হাসিয়া, ইশারায় ডাকে কারে।

ভোরের হাওয়ার কোমল পরশ পরিচিত মনে হয়।
কোথা হ'তে যেন ক্ষীণভাবে আসে আজানের তান-লয়।
বিরহী কোকিল আম্র-শাখায় ধরেছে করুণ তান
পূর্ব্বাকাশ প্রান্তে কে-যেন আড়ালে ফেলিছে কিরণ-বান।
এইবার দেখি সব জানাশোনা ঐযে মোদের মাঠ;
কাজির পুকুর, মিঞার বাগান, মীরজার ভাঙ্গা হাট।

সাতটা সকালে মনসিলে আসি নামিলাম খুশিমনে
কত আশা প্রাণে পাইব সেখানে গেরামের কতজনে।
যেদিকে তাকাই অচেনা লোকের মুখ দেখি চারিধারে
তারাও অবাক আমায় হেরিয়া চেয়ে থাকে একাধারে।
গাঁয়ের পথটী ধরিয়া চলিনু দমিত হৃদয় সহ
আবেগ কমিছে, শঙ্কা বাড়িছে যেন প্রাণে অহরহ।

জীর্ণ ছেলেটি চলিতে পারেনা; গৃহিনী হোঁচট খায়
কোলের শিশুটী ক্ষুধার জ্বালায় কেন্দে কেন্দে ডুকরায়।
আমি বলি "ঐ নারিকেল গাছ, ঐ দেখ কলাগাছ।
দোহা গাই ঘরে, যত পার খেয়ো এসেছি বাড়ীর কাছ"।
সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাইয়ে প্রবেশ করিনু গাঁয়ে,
কাজীদের বাড়ী ডাহিনে রহিল, মস্‌জিদ রাখি বাঁয়ে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পিছন হইতে কেষেন ডাকিল, শুন ওহে মিয়াসা'ব"
ফিরিলে বলিল, "কোথায় চলেছ ? কি তোমার হাবভাব

"গত বছরের অনাচারে মোরা গিয়েছিনু পরদেশ ;
চুক্তি হয়েছে এই কথা শুনি ফিরিতেছি নিজ দেশ।"
আমার কথায় "হো হো" ক'রে সবে তুলিল হাসির রোল
বলিল "ওসব বাজে কথা চাচা ! চুক্তির কথা ভোল।
এই দেখ মোরা কাজীদের বাড়ী করি রোজ থিয়েটার।
মছজিদটারে সবার লাগিয়া করেছি মিলন দ্বার।
গ্রামের ভিতর কদাচ, যেয়ো না এইখান হোতে ঘুরো ;
ফরিদপুরের দুষ্ট-জেলেরা ওদিকে হয়েছে জড়ো।
আমি বলিলাম, "একবার গিয়ে দেখিব বাপের ভিটা
চৌদ্দ পুরুষ যে ভিটায় ছিল সে ভিটা যে অতি মিঠা।"
মানা নাহি মানি, যাইয়া ডাকিনু দ্বারের শিকল নাড়ি
কে আছ, বাবারা ! একবার খোল দেখিতে এসেছি বাড়ী।"
মারমুখো এক যুবক আসিল কুৎসিত কদাকার
রাগে গর্ গর্, চোখে খুন ঝরে, মুখে বলে "মার্ মার্।"

কোনরূপে মোরা উঠিতে পড়িতে সরে পড়ি প্রাণ নিয়ে;
চাঁদ পুকুরের ধারে পুঁহুছিনু হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে।
আমার দাদাজী চাঁদ সদাগর শুনি কোন্ মন্বন্তরে
এ পুকুর কাটি, দান ক'রে গেছে সকল জাতির তরে।
পশ্চিম পাড়ে তাহার কবর, বাপ চাচা তারি পাশে,
মুরছিয়া পড়ি শোকের আবেগে বুকফাটা হাহুতাশে।
অবশেষে সবে ক্ষুধার জ্বালায় সেই সুধা পান করি,
বেলাশেষে পুনঃ অবসন্ন দেহে ষ্টেশন পথ ধরি।
চুক্তি কোথায় ! চুক্তির মান, নদিয়ার সীমানায়,
ধর্ম্ম-উদার (?) রাষ্ট্রে আজিকে ধূলিতলে লুটে যায়।

www.ahlehadeethbd.org

হজরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ)
মানুষরূপে

মোজাম্মেল হক
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ
এড্‌ওয়ার্ড কলেজ—পাবনা।

[রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্মদিবস উপলক্ষে লিখিত, ১২।১২।৫১ তারীখে পাবনা জিলাস্কুল প্রাংগণের সভায় পঠিত ও সভাপতি মাননীয় জিলাজজ মওলানা ছৈয়েদ রশীদুল্লাহ্‌ছান কর্তৃক পুরস্কার প্রদত্ত।]

আজ হতে প্রায় দেড়হাজার বছর পূর্ব্বের কথা, যখন আরবের জাতীয় জীবন ছিল হিংসা, দ্বেষ,—বিবাদ বিসম্বাদ, স্বৈরাচার, ব্যভিচার ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে কলঙ্কিত। যখন দুর্দ্ধষ মরুবাসী আরবেরা—জুয়া খেলা, নারী নির্য্যাতন, পুতুল পূজা ও রক্ততৃষায় প্রকৃত শান্তি ফিরে পেত, যখন এই বেদুইনদের ক্ষুব্ধ ধমনীতে রক্তের প্রবাহ অফুরন্ত ধারায় প্রবাহিত হোত, যখন তাদের নীতি ছিল, "খুন্‌কা বদ্‌লা খুন," যখন তারা মনুষত্বকে পদদলিত করে রুদ্র আরবের আকাশ বাতাস, দিগন্ত বিস্তারি মরু প্রান্তর ও ছায়াময় মরুদ্যানকেও বিভীষিকার মঞ্চ করে তুলেছিল তখন—স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল এক শিশু আরবের এই ধূলি-ধূসর মঞ্চের বুকে। চোখে তাঁর অদ্ভুত জ্যোতি, কণ্ঠে তার সাম্য, মৈত্রী ও আশু বিপ্লবের বজ্রবাণী।

একদিকে যেমন এই শিশু আরবের রুদ্র প্রকৃতির কোলে, শুষ্ক মরুবাতাসের স্পর্শে পলে পলে বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এ শিশুকে সাধারণ ছাত্র জীবনের জাল ছিঁড়ে সীমাহীন প্রান্তরের বুকে মেষ চালক হিসেবে যেতে হোল। সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি সে মাঠে মেষ চরায়, সাঁঝের বেলা ফেরবার পথে—মেষের দল যাতে পথভ্রষ্ঠ হয়ে কারো ক্ষেতে বা খামারে নাঢুকে পড়ে, যাতে পথের ধারের কোন কিছুর ক্ষতি করতে না পারে, সে সব দেখবার ভার পড়ল রাখাল বালক মোহাম্মদের (দঃ) উপর। অপর দিকে তেমনি রুদ্র প্রকৃতির আরববাসিকে বা তথা পৃথিবীর সমস্ত লোককে তিনি এমনি ভাবেই চালিয়ে গিয়েছেন। আরবের মরুপথ দিয়ে যেমন মেষের দলকে চালিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেন, প্রথমে তেমনি জাতির রাখাল হিসেবে তিনি দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতিকে সৎপথে চালিয়ে শান্ত, সুসংযত করে তাদের জীবনের সমস্ত অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর ক'রে ক'রে আলোকের পথে চালিত করেছিলেন। তারপর তিনি সারা জগতের তমসায় জরাজীর্ণ সমস্ত মানুষকে বিচ্ছুরিত আলোর দ্যুতিময় পথে চালিত করলেন। তাই আমরা মেষ চালক—মোহাম্মদের (দঃ) জীবনে দেখতে পাই এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। সরল সহজ পথে অন্যের অন্যায়হীন অবস্থায় যেমন মেষগুলোকে বাড়ী নিয়ে যেতেন তেমনি—ধ্বংস পথ যাত্রী পৃথিবীর লোককেও সৎ পথে চালিয়ে তাদের কলঙ্কময় জীবনের সকল আবিলতা দূর করে কলঙ্কহীন ও অনাবিল পথের সন্ধান দিয়েছেন। যাতে তারা তাদের সেই সঞ্জীবিত স্বপ্ন, জীবনের অঙ্কুরিত আকাঙ্খা, সেই অনাগত কুসুমপল্লবিত বেহেশ্‌তের পথে পা বাড়িয়ে, তথায় শান্তির আবাস গড়ে তুলে পরপারের সুখময় জীবন ফিরে পেতে পারে। তাই শৈশবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই একজন মেষ চালক হিসেবে আর তারপর তাঁকে দেখতে পাই একজন মানুষ চালক হিসেবে।

মানুষ হিসেবে আঁহজরতের বর্ণনা দিতে গেলে আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনা যার প্রতিটী ঘটনাই তাঁর মনুষ্যত্বের ধারাকে পুরোপুরি ভাবে বহন করেছে। তাঁর জীবনের পটভূমিকায় দৃষ্টিপাত করলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় হেরার নিভৃত গুহায় ধ্যান মগ্ন, দেখতে পাওয়া যায় আরবের পথে প্রান্তরে শান্ত-স্নিগ্ধ মনে ঘুরে বেড়াতে, দেখতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাওয়া যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরূপে শানিত তরবারি হস্তে, রাজনীতির অন্তরালে,—দেখতে পাওয়া যায় সম্রাটও ভিখারীর বেশে। চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তাঁর উপর ইসলাম প্রচারের ওহি নাজেল হল তখন নীরবে তিন বৎসর কাল এই প্রচার কার্য্য চল্‌ল। কিন্তু আলো কখনো অন্ধকারে চাপা থাকেনা। আঁধারের বুকই তার বিকাশের ক্ষেত্র। তাই প্রকাশে চল্‌ল এই আলোকের বিকীরণ। যখন প্রকাশ্যে নিঃসহ অবস্থায় সত্য-প্রচার আরম্ভ হল তখন চারদিক হতে শত সহস্র বাধার তরবারি তাঁর বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়ালো। কিন্তু এত বাধা সত্বেও তাঁর চলার রথ অচল হয়ে পড়লো না। শত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করেও অন্ধকারের বুক চিরে প্রভাত সূর্য্যের মত মন্থর গতিতে তাঁর কর্ত্তব্যের ধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখা যেতে লাগলো। সত্য প্রচারের পথে জিঘাংসাপ্রিয় আরবেরা আঁহজরতের উপর নির্ম্মম অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেই ক্ষান্ত হয়-নি। তারা তাঁকে "মজনুন" বা পাগল বলে তাঁর প্রাণবধের চেষ্টা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাই তাঁর চরিত্রের অপূর্ব্ব মহত্ব, যার ফলে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তিনি সেই উৎপীড়নকারী আরবদের উপর কোন অভি-সম্পাত দেননি। বরং শত্রু মিত্র, বিদ্বান মূর্খ, জ্ঞানী অজ্ঞান, শিশু বৃদ্ধ, সাধু অসাধু সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ ক'রে, এক সৌভ্রাত্ত্বের সূত্রে গ্রথিত ক'রে পাপ-পঙ্কিল গোটা দেশকে পুণ্যের পীযূষধারায় স্নাত করিয়েছিলেন। তাই লোক-চক্ষে ধরা পড়ত শুধু তাঁর চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ—তারই উজ্জ্বল অম্লান — জ্যোতিতে নরনারীর চক্ষু ধাঁধিয়ে যেত, তারা মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে দেখতো বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত এক সরলপ্রাণ শিশু, তাঁর অকৃত্রিম ও প্রাণভরা উদ্বেল ভালবাসা দিয়ে সকলকে সরল ও সজীব করে—— তুলেছে। কোন প্রকার উৎপীড়ন বা নির্য্যাতন, শত্রুর ভয় বা ভ্রূকুটী তাঁকে কখনো সংকল্প বা কর্ত্তব্য হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। যার ফলে তিনি মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন।

আবার তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় সেনাপতির বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধ করতে। ওহোদ ও বদরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণ-পণে লড়তে। তাই ওহোদ যুদ্ধে শত্রুদের প্রচণ্ড— আক্রমণে যখন মুসলিম সৈন্য ছত্রভঙ্গ তখন নিরাশায় সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে তিনি বিসর্জ্জন দিচ্ছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা তাঁর উপর চালাচ্ছে আক্রমণের বিপুল ধারা। তাদের অস্ত্রাঘাতে ও লোষ্ট্র নিক্ষেপে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, নিম্নোষ্ঠের একস্থান কেটে রক্তের বন্যা বইছে, সাম্‌নের চারটী দাঁত— ভেঙ্গে গেছে। কেবল এইখানেই এর শেষ নয়, দুরাত্মা ইবনে কামিয়া এসে হজরতের মস্তক লক্ষ্য করে ভীম-বিক্রমে তরবারির আঘাত হানছে। আর সেই আঘাতের চোট সহ্য করতে না পেরে তিনি লুটিয়ে পড়ছেন ভূমিতলে। তখন শত্রুরা উল্লাসে মেতে মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছে। এই যে অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি স্বজাতির উন্নতি কামনায় কাতর কণ্ঠে আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করছেন, "হায়! যারা তাদের কল্যাণকামী পয়গম্বরকে এমন ক'রে আঘাত হানতে পারে, তারা কি করে জগতের উন্নতি করবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা অজ্ঞ, তারা অজ্ঞ, তারা ভ্রান্ত।" মানুষ হিসেবে এখানে দেখতে পাই তাঁর বিরাট মহানুভবতা!— নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য নেই, শত্রুর প্রতি অভি-শাপ নেই, প্রতিহিংসার বাসনা নেই। সকল — আঘাত, সকল বেদনা, সকল গ্লানি ভুলে গিয়ে— মহামানব (দঃ) মানুষের দুষ্কৃতির জন্য চিন্তান্বিত। পাছে, তাদের উপর আল্লার কোন অভিশাপ নেমে আসে সেই চিন্তাই তিনি ব্যাকুল। আর মনে হয় সেই জন্যই তিনি "রহমতুল্লিল আলামিন" উপাধি লাভ করেছিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অপূর্ব্ব দান। মানুষই যে আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাস বা পরাধীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নয়, পৃথিবীতে সবকিছুর উপরই যে তার সমঅধিকার, সে ধনী হোক, নির্ধন হোক, রাজা হোক প্রজা হোক, প্রভু হোক, দাস হোক সবকিছুতেই যে তার সমান অধিকার রাজনীতির অন্তরালে তিনি তা দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার ভৃত্যকে তেমনি খাওয়াও এবং পরাও যেমন তুমি খাও এবং পরো। সে যদি মহা অন্যায়ও করে তবুও তাকে এমন কিছু বলোনা যাতে সে মনে আঘাত পায়। কারণ আমরা সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি. আদমের সন্তান, আর আদম ছিলেন মাটীতে তৈরী; অতএব গর্ব্বিত হবার—কিছুই নেই। কিন্তু আজকের সমাজের প্রতি দৃষ্টি-পাত করলে দেখা যায় আমরা হজরতের সেই অমূল্য বাণীর একটীকেও যথাযথ ভাবে পালন করছিনা। তাঁর বাণীকে ভুলে আমরা আবার অতীতের সেই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছি। এ থেকে মনে হয় তাঁর প্রকৃত আসন হতে অনেক নীচে আমরা তাঁকে নামিয়েছি। আর মনে হয় হজরতের নামে কতকগুলি কুসংস্কারের জাল বুনে কতগুলি ভণ্ড কাঠ-মোল্লার দল এই কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। ফলে বর্ত্তমান সমাজ ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

মানুষ হিসেবে আঁহজরত কিরূপ ছিলেন—তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় মক্কা বিজয় কালে। সত্য প্রচারের প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যারা এত অত্যাচার অনাচার করে এসেছিল, কেমন করে তিনি সেই ক্ষমার অযোগ্য—শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন. মক্কাবিজয়ের দৃশ্য চিন্তা করলেই ছায়া-চিত্রের ন্যায় তাঁর একটীর পর একটী জীবন্ত প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। তাই মক্কাবিজয়ের দিন দেখতে পাওয়া যায় হজরত (দঃ) চলেছেন সবার পেছনে একটী উটে চড়ে আর পার্শ্বে একজন—ক্রীতদাসকে বসায়ে। কী মোহনীয় এই দৃশ্য! বিজয়ী সম্রাটের সমআসনে একজন ক্রীতদাস। অন্য কোন সেনাপতি হলে কি আড়ম্বরেই না এই উৎসব সম্পন্ন হ'ত! চতুর্দ্দোলায় চড়ে তিনি নিশ্চয় বিজয়মত্ত—সেনাদলের পুরোভাগে থাকতেন। কিন্তু হজরত (দঃ) চলেছেন আজ সবার পেছনে, তাও আবার একজন ক্রীতদাসকে পার্শ্বে বসায়ে। ইহা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যিনি মানুষকে অকপটে ভালবাসেন, মানুষের অজ্ঞানকৃত অপরাধকে যিনি ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন। নামাজ-শেষে হজরতের দৃষ্টি পড়লো সমবেত কোরেশ নরনারীর প্রতি। সকলকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "কোরেশগণ, বল তোমরা কি ভাবছ?" "আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছি" তারা উত্তর দিলো। "দীর্ঘদিন ধরে আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করেছি আজ তুমি তার কি প্রতিফল দিবে তাই ভাবছি।" আপন স্বজাতির ও স্বদেশের নিঃসহায়তার কথা চিন্তা ক'রে মহাপুরুষের অন্তর করুণায় গলে গেল। এত যে অবিচার, এত যে আঘাত তবুও হাসিমুখে তিনি বললেন, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাফ করলাম। যাও তোমরা মুক্ত—স্বাধীন।" এত বড় করুণা— এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখেছে? এতবড় ক্ষমা কে কোথায় করেছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কথা নেই, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করবার মতলব নেই। হাতে পেয়েও যিনি দুষমনকে এমনভাবে ক্ষমা করেন, তিনি কত বড়, কত মহান! আরবেরা পাছে তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে আরম্ভ করে এই ভয়ে তিনি বার বার তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, "ভাই সব আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের মতই রক্তমাংসে গঠিত আমার এই শরীর। আল্লাহ আমার উপর ইছ্লাম প্রচারের ভার দিয়েছেন মাত্র"।

হজরত যখন সুদূর পরপারের হাতছানি দেখতে পেলেন তখন তিনি এই আসন্ন বিদায়কে সাধারণ মানুষের মত ভয়-বিহ্বল চিত্তে গ্রহণ করলেননা।—তিনি এটাকে তার অনাগত পরজীবনের আশীর্ব্বাদ মনে করলেন। তাই নদী যখন আপনা আপনি সমুদ্রের দিকে ছুটে চলে হজরত তেমনি পৃথিবীরকাজ সেরে বেহেশ্তের নন্দন কাননে যাবার জন্য আকুল হয়ে মক্কায় ছুটে এলেন। তারপর তিনি আরফাত পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর সকল বন্ধুবান্ধব, —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আত্মীয়স্বজন এবং দেশের সকল ভাই বোনদের সাম্নে দাঁড়িয়ে যে অমর বাণী দিয়েছেলেন, সে বাণী আকাশের বুক চিরে এক এক ফোঁটা শিশির যেমন ঘাসের চাপরা ভিজিয়ে দেয় তেমনি হজরতের সেই বাণীর প্রতিটী ঝংকার জ্বলে-পুড়ে-মরা মানব সমাজকে — চিরদিন নির্ম্মল শিশিরের মত স্নেহ ও ভালবাসায়, সহানুভূতি ও সমবেদনায় সিক্ত করে রাখবে। নিশিথ আঁধারে সীমাহীন সাগরের বুক দিয়ে নাবিক যখন অজানা দেশের দিকে এগিয়ে চলে তখন তার সেই চলার পথে আকাশের ধ্রুব তারা মশালাচী হয়ে— দাঁড়ায়। তেমনি হিংসায় উন্মত্ত, রক্ত তৃষায় তৃষ্ণার্ত্ত সুসুপ্ত জনতাকে আঁধারের পর্দ্দা সরিয়ে সোনালী আলোকের দ্যুতি দেখাবে তাঁর এই অমর বাণী। আজও যেন শোনা যায় তাঁর সেই আকুল আবেদন আরফাতের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সারা আরবের হাট, ঘাট, মাঠ, বন বনানীর প্রতি তন্ত্রে অপূর্ব্ব সুরে ঝংকৃত হচ্ছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়,—

"তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি
দু'টো মহা উপহার —
কোরাণের পূত মঙ্গল বাণী,
মম উপদেশ আর,"

যুগে যুগে মানব সমাজে যে সব সমস্যার উদয় হচ্ছে, তার সমাধানের জন্য হজরতই আমাদের এক মাত্র ভরসার স্থল। সমস্ত সমস্যার সমাধানই তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্ব-মানবতা, আন্তর্জ্জাতীয়তা, নারী-স্বাধীনতা নারী জাতির অধিকার,— অস্পৃশ্যতা, জাতি-ভেদ, ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা, সুদ-সমস্যা, সঙ্গীত সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রন সমস্যা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বলশেভিকবাদ—ইত্যাদি সমস্ত যুগ সমস্যার সমাধানই হজরত করেছেন, এদের কোন কোনটী জগত গ্রহণ করেছে, কোন কোনটী এখনো করেনি বা করলেও পুরাপুরি ভাবে করেনি। আর এই না করার দরুণই হচ্ছে যত অশান্তি আর যত যুদ্ধবিগ্রহ। ইউরোপের পুঁজিবাদকেও হজরত সমর্থন করেননি, আবার বলশেভিকবাদকেও সমর্থন করেননি। সমস্ত অর্থ একজন লোক পুঁজি করে রাখবে আর দরিদ্রেরা তা হতে বঞ্চিত হবে এ কথাও তিনি বলেননি।— পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষের সঞ্চিত অর্থ যে রাজকোষে এনে জড়ো করে মানুষের ব্যক্তিগত আবিষ্কারকে— খর্ব্ব করতে হবে তিনি তারও বিধান করেননি। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলে দিয়েছেন,— অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করেছেন, দাস প্রথার মূলোচ্ছেদ করেছেন, নারী জাতিকে মর্য্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন। জগতে আজ ভাঙ্গা-গড়ার যুগ এসেছে ; এই যুগসন্ধির দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাই মনে জাগে, জগতে যদি নূতন যুগ আসে তবে তা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আদর্শেই রচনা করতে হবে। অন্যথায় এই হানাহানি, এই রক্তারক্তি থাম্বেনা—শান্তিও আসবেনা।

তাই আঁহজরতের (দঃ) সারা জীবনের গোটা ইতিহাসকে আলোচনা করলে আমরা তাঁকে দেখতে পাব বিশ্বজনীনরূপে রূপায়িত। এমন সর্ব্বগুণসমন্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানব বিশ্ব-জগতে আর দ্বিতীয়টী নেই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কেবল মাত্র মানুষের জন্যই পূর্ণ আদর্শ ছিলেন তা নয়, সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। জড়জগত, উদ্ভিদ্ জগত, প্রাণী জগত, মানব জগত ইত্যাদি মিলে যে জগত সেই বিশ্ব জগতেরই তিনি আদর্শ, এই জন্যই তো হজরতের (দঃ) জীবনের পরিসর ছিল এত ব্যাপক। ধূলীর ধরণী হতে আরম্ভ করে আল্লাহর আরশের সর্ব্বত্র ছিল তাঁর কর্ম্মভূমি। একদিকে যেমন দেখতে পাই, রাখাল বেশে তিনি মাঠে মাঠে মেষ চরাচ্ছেন অপরদিকে তেমনি দেখি, সম্রাট বেশে তিনি রাজ্য চালনা করছেন ; একদিকে তিনি কুলি মজুর সেজে মাটি কাটছেন, গৃহ নির্ম্মাণ করছেন, জুতা সেলাই করছেন, পিরহান তৈরী করছেন,— মেথরের কাজ করছেন; অন্যদিকে তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, দেশান্তরে যাচ্ছেন, সেবাসঙ্ঘ গঠন করে আর্ত্ত-পীড়িতের সেবা করছেন। একদিকে তিনি বিবাহ করে সংসার পাতছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য পালন করছেন, দুনিয়ার সবকিছু উপভোগ করছেন, অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসে

www.ahlehadeethbd.org

تاريخ الاسلام
ইছ্‌লামের ইতিবৃত্ত

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব

(৪)

(প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[১৩৬৯ হিজ্‌রীর যুলহিজ্জায় আমরা মোহাম্মদ বিন্‌লকাছেমকে শিশম দুর্গের পথে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, অতঃপর তাঁহার অভিযানের অবশিষ্ট কাহিনী শ্রবণ করা হউক———সম্পাদক।]

বর্তমানে শিশম সিপী নামে অভিহিত এবং পাক-বেলুচিস্তানে অবস্থিত। বোদ্ধার শাসনকর্তা রাণা—কাকার পূর্বপুরুষগণ আওধারের অধিবাসী ছিলেন। অনেককাল হইতে তাঁহারা গংগা নদীর উপকূল পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুতীরে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। সিন্ধু-সম্রাটের অধীনে তাঁহারা উক্ত অঞ্চল শাসন করিতেন। কাকা স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাবর্গের অধিকাংশ উক্ত ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তিনি বুদ্ধিমান, দূরদর্শী এবং—সাময়িক অবস্থার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

ইব্‌নুলকাছেম যে পথ ধরিয়া শিশম অভিযানে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে কুম্ভ নদীর তীরে অবস্থিত বন্ধানের অধিবাসীরা মুছ্‌লিম সৈন্যবাহিনীর আগমনের কথা অবগত হইয়া কাকার নিকট পরামর্শ করিতে যায় এবং মুছ্‌লিম বাহিনীর সহিত গরীলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাকা তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন এবং অভয়সিংহের নেতৃত্বে সহস্র সৈন্যের একটী দলও তাহাদের সংগে পাঠাইয়া দেন। ইহারা কাকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া—চারি অংশে বিভক্ত হয় এবং পৃথক পৃথক পথে অগ্রসর হইতে থাকে। স্থিরীকৃত হয় যে, সমুদয় দল পুনরায় একত্রিত হইলে সমবেত ভাবে মুছ্‌লিম বাহিনীর—উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত রাত্রি চলিয়াও তাহারা সঠিক পথের সন্ধান করিতে অসমর্থ হয় এবং প্রভাতে শিশম দুর্গের নিম্নে নিজেদের দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পায়। কাকা সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া হতাশ হন এবং বুঝিতে পারেন যে, মুছলমানগণের হস্তে বিজিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। *

অতঃপর কাকা তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক—এবং বন্ধুদল সমভিব্যাহারে ইবনুলকাছেমের সাক্ষাৎ-কামনায় যাত্রা করেন। ওদিকে মুছ্‌লিম সৈনাধ্যক্ষ

(৬৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

কঠোর সাধনায় মগ্ন রয়েছেন। একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মত যুদ্ধ করে শত্রু জয় করছেন অপরদিকে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করে কোলে স্থান দিচ্ছেন। বস্তুতঃ রাখাল, ভিখারী, দাসদাসী পিতাপুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামীস্ত্রী, বালকবালিকা, যুবকযুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, স্বধর্মী বিধর্মী, স্বদেশী, বিদেশী, যোদ্ধা, সেনাপতি, শত্রু, মিত্র, রাজাপ্রজা, ধনী নির্ধন ইত্যাদি সকলের জন্যই তিনি ছিলেন আদর্শ।

আর এই সব বিরাট আদর্শের অধিকারী ছিলেন বলেই মানুষ হজরতের (দঃ) আসল পরিচয় মিথ্যা মোহ, হিংস্র কুটিলতা ও কুসংস্কারের জটাজাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আনাচে কানাচে আকাশ ছোয়া প্রাসাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাতে পড়ে থাকা নির্য্যাতিত মানুষের কাছে সোনালী সূর্যের প্রথম বিচ্ছুরণের মত বার বার ঝল্‌সে—উঠবে। তাই আজ এ্যাটমিক সভ্যতার রণ-উন্মাদ যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হজরতের (দঃ) দিকে চেয়ে চেয়ে থাকি আর কবির ভাষায় বলে উঠি,

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণে,
লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে
আলোকে আলোকে।"

---

* চচ্‌নামা, ৫৩ পৃঃ (M. S)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বনানা বিনে হন্যলা নামক জনৈক ব্যক্তিকে তথ্য—সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি শিশম দুর্গের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত কাকার সাক্ষাৎকার ঘটে। কাকা বনানার সংগে ইবনুল-কাছেমের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। ইবনুলকাছেম বৌদ্ধাজাটদের প্রথামত—কাকাকে স্বীয় দরবারে বসিবার জন্য সিংহাসন দেন এবং খিল্অতে ভূষিত করেন। ইবনুলকাছেমের—সৌজন্যে কাকা এবং অন্যান্য লোকেরা মুগ্ধ হইয়াযান এবং ভাবী বিজয়পর্বে কাকার পরামর্শ অনেক উপ-কারে লাগে। ইবনুলকাছেম কাকার সংগে আবদুল-মলিক বিনে কয়েছ দামানীকে রেজিডেন্টরূপে প্রেরণ করেন যাহাতে শাসনব্যবস্থায় ইছ্লামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে কোন ত্রুটী না ঘটে। কাকার আনুগত্যের ফলে মুছ্লিম বাহিনী রসদ ও চারার ঝঞ্ঝাট হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করেন।

কাকার বশ্যতা স্বীকার করার ঘটনা আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কাকা বৌদ্ধ ছিলেন আর দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়-রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার তৎকালে—বৌদ্ধদের উপর চরমে উঠিয়াছিল। সিওয়ান দুর্গ হইতে পলাতক বিজয়রায়কে প্রথমে কাকা সমাদরের সংগেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন,—রাজকুমার অল্প দিনেই স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন, কিন্তু ইহার বিপরীত তিনি শিশমে জাঁকিয়া বসিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধ শাসনকর্তা ও নাগরিকদের সহিত তাঁহার ব্যবহার—অসহনীয় হইয়া উঠিল। কাকার পক্ষে দাহির অথবা ইব-নুলকাছেম এতদুভয়ের মধ্যে যেকোন একজনের অধী-নস্থ থাকা ছাড়া অন্যকোন পথ নাথাকায় তিনি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের পরিবর্তে উদার আরবদের বশ্যতা স্বীকার করাকেই যুক্তিসংগত বিবেচনা করিয়াছিলেন।

বোদ্ধার ব্যবস্থা শেষ করিয়া ইবনুলকাছেম শিশম দুর্গে চড়াও করেন। দুই দিবস পরেই শত্রুসৈন্য পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে এবং বিজয়রায় তাহার সেনানায়কগণ সহ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন। অবশিষ্ট সৈন্যদল সান্নুজ ও গন্ধাবেলের মধ্যবর্তী—ভতীলোর নামক স্থানে পলায়ন করে। তথাহইতে তাহারা ক্ষমাভিক্ষা করিয়া এবং বশ্যতার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইবনুলকাছেমের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করে। ইবনুলকাছেমও তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন, তাহারা বার্ষিক সহস্র দিরহম খিরাজ স্বীকার করিয়া লয়, শিশম অধিকৃত হওয়ার পর সেস্থানেও খিরাজ ধার্যকরা হয়। নাগরিকরা তাহাদের প্রতিভূ শিবস্থানে প্রেরণ করে। ভাবী নিরাপত্তার জন্য চার্টার লিখিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়। হুময়দ বিনে বিদাঅ ও আবদুল করেছ জারুদী তাঁহাদের—শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। †

ইবনুলকাছেমের প্রত্যাবর্তন,

আরব সেনাপতি আরও অগ্রসর হইবার প্রস্তুতি করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে হাজ্জাজের ফর্মান আসিয়া পড়ে। এই ফর্মানে নিরোঁতে প্রত্যাবর্তন করিবার, সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্বক রাজধানী আক্রমণ করার এবং স্বয়ং সম্রাট দাহিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মোহাম্মদ বিনুলকাছেমকে আদেশ করাহয়। উক্ত ফর্মানে হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ ইবনুলকাছে-মকে ইহাও লিখিয়াছিলেন,——

সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখিবে এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া থাকিবে। যে যে নগর ও দুর্গ অধিকার করিবে, সেগুলির পাকা বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রসর হইবে,—যাহাতে শত্রুরা পিছন হইতে কষ্টদিবার সুযোগ—নাপায়।

মুছ্লিম সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ নিরোঁতে—ফিরিয়া আসিলেন এবং ক্ষুদ্র এক পাহাড়ে, যাহার চতুষ্পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ শ্যামলভূমি ছিল আর পানীর কোন অভাব ছিলনা, অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথাহইতে তিনি পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহে দুই একটী করিয়া সেনাদল প্রেরণ করিয়া অধিকার করিয়া—লইবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার কার্যে লাগিয়া গেলেন। এইস্থান হইতে মোহাম্মদ বিনুলকাছেম

† চচ্নামা, ৫৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাজ্জাজ বিনেইউছুফ ছকফীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। হিন্দের—প্রাথমিক মুছলিম বিজেতাগণের রুচি ও দৃষ্টিভংগীর সন্ধান এই পত্রে কতকটা পাওয়া যাইবে,—

বিছ্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

"আল্লাহর দাস মোহাম্মদ বিনুলকাছেমের নিকট হইতে আছ্‌ছালামু আলায়কুম—

"অতঃপর নিবেদন এইযে, আল্লাহর হাম্‌দ! আমরা সমুদয় মুছলমান বড় ও ছোট সকলেই ভাল-আছি, সমস্তকাজ সর্বোৎকৃষ্টভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে, সকলেই পরম সন্তুষ্ট রহিয়াছে।

"জনাবের সমুন্নত অভিজ্ঞতার নিকট সুবিদিত হউক যে, বিশাল প্রান্তর এবং ভয়ংকর অবতরণভূমি-সমূহ অতিক্রম করিয়া এবং সিন্ধুনদ পার হইয়া—বোদ্ধার পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ এবং বগ্‌রোর দুর্গের সম্মুখবর্তী সিন্ধুনদের উপকূলে অবস্থিত সমুদয় স্থান অধিকার করাহইয়াছে!

"রাজা দাহিরের রাজধানী আলোর বা আল্‌ওয়ারের অন্তর্ভুক্ত নিরোঁ দুর্গ সামান্য প্রতিরোধের পর বিজিত হইয়াছে। যেহেতু রাজধানী হইতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ আসিয়াছে, তাই ওদিকে আর অগ্রসর নাহইয়া নিরোঁতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার ভরসা আছে আল্লাহর সাহায্য, আমীরুল-মুমিনীনের অনুগ্রহ এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী জনাবের মনোযোগের ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ-গুলিও অধিকৃত হইবে এবং হিন্দ অভিযানের জন্য আমাদের কোষাগারের উপর যে চাপ পড়িতেছে, অচিরেই তার বিনিময় পাওয়া যাইবে! শিশম ও শিবস্থানের দুর্গগুলিও আমাদের অধিকৃত রহিয়াছে, দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।

"সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মছজিদ নির্মিত হইয়াছে, এইসকল মছ্‌জিদে নিয়মিতভাবে আযান ও খুৎবা বলবৎ রহিয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্বদিকে দ্বীপে একটা দুর্গ আছে, উহার ঠাকুরকে রাহেল বলাহয়, সিন্ধু ও হিন্দের অধিকাংশ রাজা তাহার কথা মান্যকরিয়া থাকে, এই ঠাকুর আমাদের সহিত যে প্রদান করিলে নদী অতিক্রম করার বিশেষ সুবিধা হইবে।" *

ইব্‌নুলকাছেম নিরোঁ হইতে যাত্রাকরিয়া প্রথম মন্‌ছিলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইসময়ে রাজা রাছেল এবং ভট্টজাতির প্রতিনিধিরা আসিয়া উপনীত হন এবং শান্তি প্রার্থনা করেন। সৈনাধ্যক্ষ হাজ্জাজের নির্দেশমত কতকগুলি শর্ত অনুযায়ী—চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া শান্তিস্থাপনার পরামর্শ দেন। তাঁহারা শতসমূহের তালিকা লইয়া স্ব স্ব অঞ্চলে ফিরিয়া যান।

৯৩ হিজ্‌রীর মুহাব্বরম মাসে ইব্‌নুলকাছেম—অসিহর দুর্গে উপস্থিত হন। এইস্থানের অধিবাসীরা তাহাদের দুর্গের দৃঢ়তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া—লড়াই শুরু করিয়া দেয় এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন-করে, তাহারা পশ্চিমদিককার গ্রামগুলিকে দুর্গের অন্তরবর্তী করিয়া লয়। ইব্‌নুলকাছেম সপ্তাহকাল এই দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন, ইতিমধ্যে দুর্গ-বাসীরা আরববাহিনীর শক্তি ও বীরত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণালাভ করিতে সমর্থ হয় এবং শান্তির আবেদন জানায়। আরব সেনাপতি বার্ষিক ট্যাক্স নির্ধারণ-পূর্বক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, দুর্গের চাবি জনৈক বিশ্বস্তব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হয়।

এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া মোহাম্মদ বিনুল কাছেম সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন—এবং হাজ্জাজের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজা রাছেলকে লিখিয়াছিলেন যে, কচ্ছ ও সুরথ প্রদেশদ্বয়ের রাজত্ব তাঁহাকে প্রদান করা হইবে। তাঁহার কোন উত্তর না পাইয়া ইব্‌নুলকাছেম রাছেলের ভ্রাতা মোকার সম্মুখে উপরিউক্ত শর্ত পেশ করেন, মোকা সুরথের শাসনকর্তা ছিলেন। ইত্যব-সরে জাহিন জাকমপিঠের সহিত আরবদের লড়াই চলিতে থাকে। †

সুরথের শাসনকর্তা মোকা ইবনুল কাছেমকে—লিখিয়া পাঠান যে, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে আমার বংশের কলংক ঘটিবে, অথচ ইহা প্রমাণিত

* চচ্‌নামা, ৫৮ পৃঃ।
† চচ্‌নামা, ৫৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে যে, এই দেশ আর আমাদের অধিকারে — থাকিবেনা। অতএব আমি কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সাকড়া যাইতেছি, আপনি সহস্র সেনা প্রেরণ করিয়া আমাকে ধৃত করুন।

মোকার পত্রানুযায়ী ইবনুলকাছেম বনানা বিনে হানযালার সেনাপতিত্বে একটী সৈন্যবাহিনী জনৈক দোভাষী সহ সাকড়ায় প্রেরণ করেন। বনানা আকস্মিক ভাবে সগোষ্ঠি মোকাকে ঘিরিয়া ফেলেন, তাঁহার সংগে কুড়িজন ঠাকুর সর্দারও ধৃত হন।

ইবনুলকাছেমের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তিনি মোকার জন্য সিংহাসন পাতিয়া দিবার আদেশ দেন এবং লক্ষ দিরহম পুরস্কার প্রদান করেন, অতঃপর — তাঁহাকে একটী সবুজ ছত্র যাহার শীর্ষদেশে ময়ূর অংকিত ছিল প্রদান করা হয়, তাঁহার বংশের ঠাকুরগণও অশ্ব ও খিলঅত্ লাভ করেন। বীট অঞ্চলের রাজত্ব মোকার হস্তে সমর্পিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় যে,— তাঁহারাই বংশানুক্রমে উক্ত অঞ্চল শাসন করিতে থাকিবেন।

সিন্ধু দেশে এই সর্বপ্রথম মুছলমানগণ অমুছলমানকে রাজমুকুট দান করেন, ইহার ফলে মোকা অন্তরের সহিত আরব সেনাপতির ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে আনুগত্য স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

ইবনুলকাছেমের গতিবিধি ও কার্যকলাপ দাহিরের অপরিজ্ঞাত ছিলনা। মোকা আরব সেনানীর বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া— তাঁহাদের বিরুদ্ধে পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দাহিরের সৈন্যদল নদী অতিক্রম করিয়া আরব — বাহিনীর সম্মুখভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিল। মুছলমানগণ কালবিলম্ব নাকরিয়া এরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যে, তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। *

সম্রাট দাহির গ্রীষ্মকাল রাওর বা রাদ্রে, বর্ষা— অরুর বা আর্দ্রে এবং শীতকাল ব্রাহ্মণআবাদে অতিবাহিত করিতেন। ইবনুলকাছেম যখন নিরোঁয়— আগমন করিয়াছিলেন, তখন গ্রীষ্মকাল ছিল, তিনি বর্ষাকালে শীবস্থান জয় করেন এবং অসিহর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নিরোঁয় উপস্থিত হইতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং দেখা যাইতেছে—দাহিরের সৈন্যদলকে আরবগণ শীতঋতুতেই পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং সম্রাট দাহির তখন ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন।

দাহিরের সভায় আরব প্রতিনিধি,

এই সময়ে ইবনুলকাছেম দাহিরের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণ করেন। সিরিয়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিন্ধুর নওমুছ্লিম মওলানা ইছলামী সমভিব্যহারে এই উদ্দেশ্যে দাহিরের নিকট প্রেরিত হন। ইঁহারা দরবারে উপস্থিত হইয়া হিন্দু প্রথামত— সম্রাটের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিতও হইলেননা, মস্তকও অবনত করিলেননা। ইহাতে দাহির অতিশয় রুষ্ট হইলেন, বিশেষতঃ তিনি মওলানা ইছলামীকে চিনিতেন, মওলানা ছাহেব দীবলের এক প্রসিদ্ধ হিন্দু বংশের সন্তান ছিলেন। সম্রাট রোষকষায়িত লোচনে মওলানা ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি দরবারের নিয়ম (এটিকেট) পালন করিলেনা কেন?"

মওলানা বলিলেন,— "যত দিন আমি হিন্দু — ছিলাম আর আপনার প্রজা ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত দরবারের নিয়ম পালন করা আমার অবশ্যকর্তব্য ছিল কিন্তু এখন আমি মুছলমান! এক আল্লাহ ব্যতীত কাহারো সম্মুখে মস্তক অবনত করা নিষিদ্ধ!"

দাহির দাঁত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "কি — বলিব? তুমি দূতরূপে আসিয়াছ, নতুবা তোমাকে বধ করা ছাড়া এ স্পর্ধার অন্য কোন শাস্তি নাই!"

মওলানা নিরস্ত না হইয়া পুনরুপি বলিলেন,—

"দেখুন সম্রাট, আমার মত একজন নগন্য ব্যক্তিকে হত্যা করিলে আরবদের কোনই ক্ষতি হইবেনা! কিন্তু মনে রাখিবেন, মুছলমানগণ আমার রক্তের প্রতিশোধ এরূপভাবে গ্রহণ করিবেন যে আপনাকে অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে!"

* ইয়াকুবী (১) ৩৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতঃপর আরব প্রতিনিধিগণ মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেমের পয়গাম শুনাইলেন। দাহির ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন, তোমাদের কোন শর্তই আমরা গ্রাহ্য করি না, তরবারি ইহার মীমাংসা করিবে। নদী পার হও কি না হও, ইহা তোমাদের খুশী। *

এই ঘটনার পরেই রাজা দাহির আরব বাহিনী আক্রমণ করার তোড়জোড় আরম্ভকরিয়া দিলেন এবং স্বয়ং ব্রাহ্মণাবাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সিন্ধু—নদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন ও শিবির স্থাপন করিলেন।

এদিকে হাজ্জাজ বিনে ইউছুফের জওয়াব এবং তাঁহার প্রেরিত দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া পড়িল, তিনি তাঁহার পত্রে ইব্নুলকাছেমকে সিন্ধুনদ অতিক্রম করার আদেশ দিয়াছিলেন।

ইব্নুলকাছেম জনৈক সম্ভ্রান্ত মুছলমানকে সদুসনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া নদী পার হইবার — চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন এবং মোকাকে নৌকা সংগ্রহ করার জন্য আদেশ দিলেন। হাজ্জাজ দ্বাদশ মাইল ব্যাপী সিন্ধু নদের এমন একটী নক্শা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যাহাতে নদীর দৈর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চ ও নিম্ন অবস্থা নির্দেশিত থাকে।

দাহির তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া আরববাহিনীর সম্মুখভাগে নদীর অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব উপকূলে—জয়ুরের ঠিক সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন—এবং হস্তি পৃষ্ঠে উপকূলে আসিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে আরববাহিনীর জনৈক শামদেশীয় তীরন্দায সৈন্য অশ্বারোহণে নদীর তীরে আগমন করেন।—তাঁহার ঘোড়া পানী দেখিয়া ভড়্কাইয়া যায়। এই অবসরের সুযোগ লইয়া দাহির এমন তাক করিয়া এক তীর ছোড়েন যে শামী সিপাহী তৎক্ষণাৎ শহীদ হইয়াযান। দাহিরের অব্যর্থ লক্ষসন্ধানের ইহা একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইলেও তিনি কোন ন্যায়নীতির যে ধার ধারিতেননা, এই ব্যাপার হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়! আরব সৈন্য যাহাতে কোন ক্রমেই সিন্ধু অতিক্রম করিতে নাপারে, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করার জন্য দাহির জহীনের রাজাকে কড়া নির্দেশ দান করেন।

এই সময়ে আরব বাহিনী দুইটী অসুবিধায় পতিত হন। প্রথমটী শিবস্থানের বিদ্রোহ। ভূতপূর্ব শাসনকর্তা চন্দ্ররাম সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আরবশাসনকর্তাকে বহিষ্কৃত করিয়া শিবস্থানের দুর্গ জয় করিয়া লয়। মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম ইহা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ মছ্অব বিনে আবদুররহমানের নেতৃত্বে সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র পদাতিক সৈন্য শিবস্থানে প্রেরণ করেন। মছ্অব প্রচণ্ড বিক্রমে বিদ্রোহীদলের নিধন করিয়া দুর্গ পুনরধিকার করিয়ালন এবং ইব্নুলকাছেমের নির্দেশ মত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া চারি সহস্র—নূতন জাট রিক্রুটসহ ইব্নুলকাছেমের সহিত——মিলিত হন। *

দ্বিতীয় বিপদ ঘটে দুর্ভিক্ষের। দাহিরের পুত্র জয়সিংহ বীট দুর্গকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গুং নদীর পথে উপকূলে উপনীত হন, আরবগণও ঝুম ও কুয়েলের সমান্তরাল ভূমিতে অবতরণ করেন। এই স্থানে আরববাহিনীকে পঞ্চাশ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, ফলে সৈন্য শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, পশুদের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং সৈনিকরা সেই পীড়িত—পশুগুলিকে খাইতে থাকেন।

দাহির দুর্ভিক্ষের সংবাদে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ইবনুলকাছেমকে বলিয়া পাঠান যে, "আমার সহিত যুদ্ধ করার প্রতিফল হাতে হাতেই দেখিতে পাইলে, এখনও যদি মানে মানে সরিয়া পড় তাহা—হইলে তোমাদের জন্য রসদ আর চারা আমি পাঠাইয়া দিব!" মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম জওয়াব দিলেন, "যদি তুমি দুই বৎসরের অগ্রিম রাজস্ব সহ খলীফায়-ইছলামের বশ্যতা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমরা সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি!"

হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ মুছলিম বাহিনীর —

* চচ্নামা, ৬০ পৃঃ।

* বলাযুরী, ফতুহুলবুলদান, ৪৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নারীর অধিকার ও পদমর্যাদা

বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায়

(৫)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি টি।

তিনটি প্রশ্ন ঃ—

নারীর শারীরিক গঠন, মানসিক শক্তি এবং স্বভাব-ধর্মের প্রবণতার আলোচনার পর পুরুষের সহিত তাহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বণ্টনের যে স্বাভাবিক পার্থক্যের ইঙ্গিত পূর্ব-প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে সেই সূত্রানুসারে পুরুষ ও নারীর মানব-সুলভ স্বাভাবিক — অধিকার ও দাবীসমূহের মধ্যেও কি স্থূল ভেদরেখা টানিতে হইবে ?

নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং সাময়িক অক্ষমতার ওজুহাতে মনুষ্যত্বের সুমহান পদ-মর্য্যাদা— হইতে নির্বাসন দিয়া তাহাকে বঞ্চিত, নির্য্যাতিত ও অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্যকরা কি ন্যায়নিষ্ঠার পরিচায়ক হইবে ?

অন্যদিকে নারী-স্বাধীনতার জয়ঢাক পিটিয়া— তাহার স্বভাব-ধর্মকে অস্বীকার করিয়া বাহিরের ধূলি-মলিন ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় পুরুষের পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া এবং তাহাদের প্রবৃত্তির ভোগ সামগ্রী রূপে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া কি কোন শুভ কল্যাণ সূচিত এবং প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে ?

প্রত্যেক বিবেচক ও প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তির নিকট তিনটি প্রশ্নের উত্তরই নাস্তিবাচক না হইয়া পারেনা। যে বিধান বা ব্যবস্থা নারীকে তাহার স্বাভাবিক স্থানে রাখিয়া এবং তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করিয়া মনুষ্যত্বের সমুজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে দুনিয়ার বুকে সেই বিধান বা ব্যবস্থাই টিকিয়া থাকিবার স্বাভাবিক দাবী করিতে পারে। এখন দেখা যাক পৃথিবীর প্রচলিত কোন্ ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা এই স্বাভাবিক পন্থায় উহার গতিপথ রচনা করিয়াছে।

নারীর স্থান ঃ হিন্দু ধর্ম ও সমাজে :

প্রথম ভারতীয় হিন্দু ধর্ম ও সমাজের কথাই ধরা যাউক। প্রাচীন ভারত সভ্যতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া কথিত। সভ্যতার এই লীলাকেন্দ্রে নারী জাতি কি পরিমাণ অধিকার এবং কতটুকু স্বাধীনতা ও ন্যায় — বিচার পাইয়াছিল ? হিন্দু শাস্ত্র এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজের যে চিত্র আমাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান — তাহাতে দেখিতেপাই ভারতীয় নারী পুরুষের দাসী এবং সেবিকারূপে পরিগণিতা, অধিকার, স্বত্ব ও পদমর্য্যাদার স্বাভাবিক দাবী হইতে চির-বঞ্চিতা, ধর্মের বহু ক্রিয়া কর্মেও অধিকার চ্যুতা এবং কুৎসিৎ ও অপবিত্রা রূপেই চিত্রিতা। ইহা আমাদের কথার কথা নয়, হিন্দু

(৬৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

দুর্ভিক্ষের কথা জানিতে পারিয়া অবিলম্বে দুই সহস্র অশ্ব প্রেরণ করিলেন এবং সৈন্য দলের প্রয়োজন — মিটাইবার জন্য তুলায় ছির্কা সিক্ত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে ইবনুলকাছেমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং লিখিলেন যে, যখনইপ্রয়োজন বোধ করিবে, তুলা পানীতে ভিজাইয়া ছির্কা সংগ্রহ করিবে। তিনি আরব সেনাপতিকে অবিলম্বে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দাহিরকে পরাভূত করার জন্যও নির্দেশ দান করেন। নদী অতিক্রম করার জন্য হাজ্জাজ সিন্ধু-নদ যে স্থানে অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিল সেই বীট নামক স্থান মনোনীত করেন। তদনুসারে ইবনুলকাছেম অগ্রবর্তী হইয়া বর্তমান ঠট্টা— যিলার দক্ষিণে সাকরায় (ঝুম যিলায়) আগমন করেন এবং নৌকার পুল নির্মাণ করার আদেশ দেন।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মের বিখ্যাত শাস্ত্রকার ও ব্যাখ্যাতাগণের উক্তি হইতেই আমাদের দাবীর সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। হিন্দু ধর্মের বিখ্যাত শাস্ত্রকার মনু বলেন,

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরীতি ধর্ম্ম ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়ো নঞৃতমিতি স্থিতিঃ॥

৯—১৮

অর্থাৎ "মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী-লোকদিগের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই—এ-কারণ উহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইতে পারেনা।" *

হিন্দুশাস্ত্র মতে নারীকে চিরদিন অপরের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। জীবনের কোন সময়েই নিজের স্বাধীন স্বত্বা প্রকাশের উপায় নাই। মনু বলেন,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মর্হতি॥

৯—৩

"স্ত্রী জাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক, যৌবনে স্বামী কর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। ইহারা কদাপি স্বাধীন অবস্থানের যোগ্যা নহে।" †

অন্যত্র—

তিষ্ঠিৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তু সংপ্রাপ্ত যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধুনাং ন স্বতন্ত্রে ভবেৎ ক্বচিৎ॥

২২ মহানির্ব্বাণ ৮—১১৬

"নারী বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং—বৃদ্ধাবস্থায় পতিবন্ধুদিগের বশে থাকিবে। কখনও স্বতন্ত্রা হইবে না।" ‡

হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকে সর্বদা স্বামীর দাসী ও সেবিকা হইয়াই থাকিতে হইবে। প্রমাণ:

ছায়াবানু গতা-স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মস্ব।
দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্য ভর্ত্তু সদাভবেৎ॥

৫—ব্যাস সংহিতা

"স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবে। হিত-কর্ম্মে তাহার সখীর ন্যায় হইবে এবং **দাসীর** ন্যায় তাহার আদিষ্ট কার্য্যগুলি করিবে।"

এবং

"স্বামী যদি স্ত্রীকে নিষ্ঠুর বাক্য বলেন ও ক্রোধ চক্ষুতে দেখেন তাহাহইলেও যে স্ত্রী সুপ্রসন্ন মুখে থাকেন, সেই স্ত্রী ধর্ম্মভাগিনী" ১৩, অনুশাসন—১৪৬—৬৭৮৬। *

হিন্দু শাস্ত্রকার স্ত্রীজাতিকেই সর্ববিধ দুষ্টপ্রবৃত্তি এবং অনিষ্টের মূল উৎস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন: যথা—

শয্যাসন মলঙ্কারং কামং ক্রোধ মনার্জ্জবম্
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুর কল্পয়ৎ॥

৯—১৭

"মনু বলেন যে, স্ত্রীজাতি হইতেই শয়নাসন ভূষণ-শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং—কুৎসিৎ আচার—এ সমস্তই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে"। †

নারীর স্বভাব সম্বন্ধে মনু অন্যত্র বলেন, স্বভাব এষ নারীনাং নরানামিন দূষণম। "ইহলোকে মনুষ্য-দিগকে দূষিত করাই নারীগণের স্বভাব"। ‡

স্বামী যতই নিষ্ঠুর, দুষ্কৃতকারী এবং অপদার্থ হউক না কেন হিন্দু স্ত্রীকে আজীবন তাহার পদসেবা করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দু নারী একবার এক-স্বামী গ্রহণ করিলে কোন অবস্থাতেই উহা পরি-বর্ত্তনের উপায় নাই। মনু বলেন,

"পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারেনা—এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। ৯—৪৬ ¶

পুনঃ

"সজ্জন কর্ত্তৃক কন্যা একবার পাত্রস্থ হইলে ·· ····· কোন কালেই তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা

* মনুসংহিতা—(মূল সংস্কৃত সহ বঙ্গানুবাদ) নবমোহধ্যায়ঃ—২৫০ পৃষ্ঠা
† ঐ ২৪৭ „
‡ ঈশানচন্দ্র বসু সঙ্কলিত হিন্দুধর্ম্ম নীতি

* ঈশানচন্দ্র বসু সঙ্কলিত—হিন্দুধর্ম্ম নীতি
† মনুসংহিতা—২৫০ পৃঃ
‡ ঐ দ্বিতীয়াধ্যায়, ৪৭ পৃঃ
¶ ঐ ২৫৩ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই।" * ৯-৪৭

এমন কি অত্যাচারী স্বামীর মৃত্যুর পরও মজলুম স্ত্রীর নিষ্কৃতি নাই। চিরদিন সন্ন্যাস জীবনের দুর্বিসহ বেদনা ও বৈধব্য-জ্বালা নির্বিবাদে ও নতমস্তকে বেচারী স্ত্রীকে বহিয়া যাইতে হইবে। মনু বলেন, ন বিবাহ-বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ।

৯—৬৫

"বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হইতে পারে"। +

স্ত্রীর সতিত্বের মূল্য হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার নজির বোধ হয় পৃথিবীর কোন শাস্ত্রবিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। যুবতী কন্যা বা পুরনারীর সতিত্বের বিনিময়ে পুরুষ অতিথির—সম্মান রক্ষা ও তৃপ্তি সাধন, পুরোহিত শ্রেণীর যৌন-লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃতা কন্যাগণকে নর্তকী ও সেবাদাসীরূপে ব্যবহার, সন্তান লাভার্থে, বিলম্ব-গর্ভা কুলস্ত্রীগণের দেব-সেবকদের সহিত সহগমন প্রভৃতি অত্যন্ত সাধারণ কথা।—আপন স্বামীর ঔরসে সন্তানোৎপাদন না হইলে দেবর অথবা সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতির সহিত যৌন-মিলন দ্বারা সন্তান লাভ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যরূপে গণ্য। এ সম্বন্ধে মনুর উক্তি এই :

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥

৯—৫৯

অর্থাৎ "নিজ স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে স্ত্রী সম্যক্ নিযুক্তা হইয়া তাহার দেবর কিম্বা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত তনয় লাভ করিতে পারে"। +

বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু গুরু ইচ্ছা করিলে সন্তান উৎপাদন উদ্দেশ্যে যে কোন সপিণ্ড—পুরুষের সহিত বিধবার যৌন মিলনের অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু এই কাজ রাত্রির আঁধারে সন্তর্পণে ঘৃতসিক্ত পিচ্ছল দেহে সমাধা করিতে পারিলেই বৈধ হইবে। মনু বলেন :

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
এক মুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥

৯—৬০

অর্থাৎ রাত্রিকালে গুরু কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত কলেবরে বিধবা রমণীতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কোন প্রকারে উৎপাদন করিতে পারে না। *

কিন্তু পরবর্তী শ্লোকেই বলা হইয়াছে, "কোন—কোন স্ত্রী-তত্ত্ববিৎ আচার্য্য বলেন, একটি সন্তান দ্বারা নিয়োজকের নিয়োগ-উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, তজ্জন্য ঐ বিধবা স্ত্রী এবং নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বিতীয় সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হইবে।" * এই রূপে মিলনজাত সন্তান শুধু বৈধই নহে, পুত্র হইলে সম্পত্তিরও সে উত্তরাধিকারী হইবে। এসম্পর্কে মনু বলেন,—

হরেৎ তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্ম্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ॥

৯—১৪৫

অর্থাৎ গুরুদ্বারা আদিষ্ট যদি কোন স্ত্রীর যথাবিধানে পুত্র সমুৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায়—পৈত্রিক ধনে অধিকারী হইবে। কারণ ঐ বীজে ক্ষেত্রীই অধিকারী এবং সন্তানও ধর্ম্মতঃ উৎপন্ন। +

হিন্দুশাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বিবাহেতর যৌন-মিলনের ফল। নিম্নে উহার পরিচয় প্রদত্ত হইল : ১। ক্ষেত্রজ সন্তান—দেবরাদি সপিণ্ড দ্বারা জাত। ২। গূঢ়োৎপন্ন সন্তান—অবিজ্ঞাত স্বজাতীয় পুরুষ কর্তৃক আপন স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন। ৩। কালীন সন্তান—পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া গোপনে কন্যার সবর্ণ পুরুষ দ্বারা জাত।—সহোর সন্তান—জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-গর্ভা নারীকে বিবাহের পর পূর্বা-গর্ভোৎপন্ন ৫। শৌদ্র পুত্র—দাসী বা দাস পত্নীতে গর্ভ-জাত।

বিবাহেরও বহু প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। যে বিবাহের পরিণামে নারীদিগকে চরম অসহায় ও নির্য্যাতিত অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে হইত তন্মধ্যে—

* মনুসংহিতা—২৫৩ পৃঃ
+ ঐ ২৫৫ পৃঃ

* মনুসংহিতা—২৫৫ পৃঃ
+ ঐ ২৬৫, ৬৬ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, দৈব বিবাহ, বহুপতি বিবাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কন্যাগণ পুত্রের বর্তমানে—পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিতা। সম্পত্তির উপর নারীর নিজস্ব মালিকানাও স্বীকৃত নয়। তারপর বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিভেদের পাষাণ প্রাচীর জগদ্দল পাথরের মত ইচ্ছা ও অনুরাগের উপর চাপিয়া আছে। পাত্র সৎ এবং মেয়ের পছন্দসই হইলেও ভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর পুরুষকে শাস্ত্র সীমা লঙ্ঘন না—করিয়া স্বামীরূপে বরণ করা হিন্দু রমণীর পক্ষে অসম্ভব।

তারপর পুরুষ ইচ্ছা করিলেই একাধিক বিবাহ করিতে পারে। সমস্ত পত্নীদের সহিত ন্যায় ও নীতিপূর্ণ সমব্যবহারের বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতাও হিন্দু সমাজে দৃষ্ট হয়না। একজনকে পট্টমহিষী করিয়া রাখার নীতি সর্বজনবিদিত। আর সবচেয়ে মজার কথা এই যে, স্ত্রী নির্বাচনে শাস্ত্র কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাই প্রাচীনকালে, মধ্য যুগে এবং আজ পর্যন্ত আমরা রাজা, মহারাজা, প্রভাবসম্পন্ন ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও কুলীনদিগকে স্ত্রীর পাল বৃদ্ধিপূর্বক হতভাগ্য নারীদের জীবন ব্যথাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার বহু নযির দেখিতে পাই। খুব বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বেও কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ (মৃত্যু ৩০শে মে, ১৮৩৮ সন) সহস্রাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে প্রকাশ,—

"এই বিবাহপাগল রাজার এমত বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোককেও বলপূর্বক বিবাহ করিয়া রাণী পালের মধ্যে রাখিতেন ..... লোকশ্রুতি এইরূপ যে তাহার ১২০০ রাণী এইক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন—স্থানে রাণীরা বাস করেন। হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপের এইমাত্র বিশেষত্ব যে ১০ বৎসর বয়ক্রমেও বিবাহ—বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই।" *

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা—৩য় খণ্ড—৩৬১ পৃঃ।

শুধু যে রাজা মহারাজাই হিন্দু শাস্ত্রের এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করিতেন তাহা নহে। অবস্থাপন্ন অনেক কুলীনই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িতেননা। এসম্পর্কে প্রাচীন সংবাদ পত্রে—প্রকাশিত একটী চার্ট উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

নাম	ধাম	বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—	ময়াপাড়া—	৬২
নিমাই মুখোপাধ্যায়—	জয়রামপুর—	৬০
রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—	আড়ুয়া—	৬০
দিগম্বর চট্টো—	মালগ্রাম—	৫৩
খুদিরাম মুখো—	নগর—	৫৪
দর্পনারায়ণ মুখো—	বলুটি—	৫২
নয়কড়ি বন্দো—	ঐ—	১৮
কৃষ্ণদাস বন্দো—	সিঙ্গী—	৪৭
শম্ভু চট্টো—	ফতেজঙ্গপুর	৪০
রামনারায়ণ মুখো—	পচন্দি—	৩৭
রাধাকান্ত বন্দো—	বিল্লগ্রাম—	৩০
কৃষ্ণ চট্টো—	কৃষ্ণনগর	৩৪
গোকুল মুখো—	ঐ—	২৭
রাধাকান্ত চট্টো—	হালদাস মহেশপুর—	২৭
যজ্ঞেশ্বর মুখো—	হাজরাপুর মথুরা—	২৬
গঙ্গানন্দ মুখো—	সিঙ্গী—	২৫
ভগবান মুখো—	কাশীপুর—	২২
শম্ভু মুখো—	ঐ—	১৭
রামজয় চট্টো—	বালী—	২২
রামধন মুখো—	পাণিহাটি	১৮
তারাচাঁদ মুখো—	পারহাট—	১৫
রাধাকান্ত চট্টো—	চন্দ্রহাট—	১৫
জগন্নাথ মুখো—	কইকলা—	১৪
কাশীনাথ বন্দো—	কুরুম্বা—	১৩
রামকানাই চট্টো—	ওআড়ি—	১২
ত্রিলোচন মুখো—	ঘিরগ্রাম—	১০
গিরির বন্দো—	পতসপুর—	৮ *

এইরূপে এই সব স্বেচ্ছাচারী কুলীনের দল শুধু কামলিপ্সা ও ভোগেচ্ছা চরিতার্থতার জন্য গণ্ডার,

* সংবাদ পত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড—১৮৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গণ্ডায়, দশক দশকে হতভাগ্য রমণীদলের পাণি-পীড়নপূর্বক সুখের কণ্টকরূপে তাহাদের জীবন দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। ফলে নারী হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা, নিরুদ্ধ বেদনা বুক ভেদিয়া, চোখ ফাটিয়া তপ্ত অশ্রুর আকারে নিরন্তর ঝরিতে থাকিত। অব-শেষে পাইকারী বৈধব্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন ভাগ্যবান পুরুষ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিতার ঘৃতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইত তখন হতভাগ্য ছিন্নমূল মূক বিধবার দলকে নিঃসহায় ভাবী জীবনের অন্তহীন বেদনার বিরামহীন আগুনে জলিয়া পুড়িয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।

হিন্দু রমণীর প্রতি এই চিরন্তন জুলুম ও নিষ্করুণ ব্যবহার অবশেষে এক দল শিক্ষিত ও প্রগতিশীল হিন্দুর ভাবুক-হৃদয়ে এই সব অচল শাস্ত্র বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া তোলে। মেয়েরাও নারীর যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত বেদনারাশির লাঘব ও স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু সংস্কারের সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া চটকদার আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের স্বাভা-বিক দাবী এবং যুক্তিসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হইয়া তাহারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সহগামী হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্খায় মাতিয়া উঠে—অপর-দিকে মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিকারের নির্মম, একদেশ-দর্শী এবং অস্বাভাবিক বিধানগুলির যে সংস্কার—প্রচেষ্টা হিন্দু কোড বিলের আকারে ভারতীয় পার্লা-মেন্টে উত্থাপিত হয় তাহাও পুনঃ হিন্দু জনগণের অতিরক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির দরুণ সরকারী লাল ফিতার আবরণে সাময়িক সমাধি লাভ করিতে—বাধ্য হয়। তাই দেখি আজ একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম স্রোত অন্যদিকে কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার পঙ্কিল খাদ এই দুই অবাঞ্ছিত ও বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর গোটা হিন্দু সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে কিম্বা ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে।

বৌদ্ধধর্মে, চীনে ও জাপানে :—

বৌদ্ধধর্মেও নারী তাহার স্বাভাবিক স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধদেব সংসারের প্রাত্যহিক জীব-নের সহিত জীবনের চরম সার্থকতা— 'নির্বাণের' সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যান নাই। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষায় স্ত্রীপুত্রপরিবার ও সংসার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবই ফুটিয়া বাহির হয়। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্বেষীগণকে অবিবাহিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রধান দেশগুলিতে নারী জাতিকে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। চীনা দার্শ-নিক কন্‌ফ্যুসিয়স বলেন, "স্ত্রীলোকেরাও মানুষ কিন্তু তাহাদের স্থান হইল পুরুষের নীচে, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকিবেনা, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।' চীনে একটি বহু প্রাচীন প্রবাদ বাক্য আছে যে "অজ্ঞ-তাই নারীর অলঙ্কার।"

বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণ ধার্মিকা নারীদিগকে তাহাদের ধর্মপরায়ণতার এই পুরস্কার ঘোষণা করিতেন যে—তাহারা পুনর্জন্মে পুরুষাত্মায় উন্নীত হইয়া আবির্ভূত হইবে।

যুগ যুগ ধরিয়া চীনের মেয়েরা শুধু মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা হইতেই বঞ্চিত ছিল, তা নয়, তাদের সহিত ব্যবহার করা হইত ঠিক গৃহ-পোষা জানোয়ারের মতই। চীনা মেয়েদের জীবনে দুইটি প্রধান অধ্যায় ছিল, প্রথম জীবনে তারা অবস্থান করিত বাপের সম্পত্তিরূপে আর বিবাহের পর পরি-ণত হইত স্বামীর সম্পত্তিতে। বিবাহের নামে—পিতা পালিত পশুর ন্যায়ই কিছু রৌপ্য-চক্রের বিনি-ময়ে কন্যাকে হস্তান্তরিত করিত। আবার দৈবাৎ স্বামী মারা গেলে শ্বশুরের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। বিবাহের নামে আবার পুত্রবধূকে বিক্রয়—করিয়া শ্বশুর তাহার পূর্ব বিবাহের খরচের লোকসান পোষাইয়া লইত। এই সব ব্যাপারে মেয়েদের—মতামতের কোনই মূল্য ছিলনা।

কন্যাসন্তানের জন্মকে চীনারা সাধারণতঃ—অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়াই মনে করে। পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণে পরিবারে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয় কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কন্যার আবির্ভাবে মাতাপিতার অন্তর দুঃখের কালো মেঘে ছাইয়া যায়। প্রসূতির উপর লাঞ্ছনার বোঝা ও বিদ্রূপের বাণ চতুর্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ফলে মাতা অনেক সময় নবজাত শিশুকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। ইহার সঙ্গে একটি কুসংস্কারও জড়িত রহিয়াছে। চীনাদের ধারণা এই যে, এইরূপ করিলে পরবর্তী গর্ভে পুত্র সন্তান—অবশ্য জন্মলাভ করিবে। এক সময় এই হীন ও নিষ্ঠুর কার্য্য এত ব্যাপক এবং মারাত্মক আকারে প্রকাশ পায় যে সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিগণকে ইহার অসারতা প্রমাণের জন্য পুস্তকাদি লিখিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া—দেওয়ার প্রয়োজন হয়। নদীর ধার, পুকুরের পাড়, প্রভৃতি যেসব স্থানে ঐ সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত বা মৃত দেহ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে তথায় প্রস্তর ফলক ও সাইন বোর্ডে সাবধান বাণী প্রচার করিতে হয়।

আজও জাপানের মেয়েরা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী-রূপেই পরিগণিত, এবং সে বিক্রয়ও হয় জঘন্যক্ষেত্রে। পয়সা উপার্জনের জন্য জাপানী পিতারা অবলীলা-ক্রমে আপন মেয়েদিগকে পতিতালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রি করিয়া আসে। কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে পিতার এই হীন কার্য্যে আত্মসমর্পণ করাকে আজও সভ্যতাভিমানী মেয়েরা পিতৃভক্তির নিদর্শন মনে করিয়া থাকে। চুক্তির অগ্রিম টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত হতভাগ্য মেয়েদের সেই ঘৃণিত পরিবেশ হইতে নিষ্কৃতি নাই। অসুস্থ হইয়া পড়িলেও একদিনের জন্যও রেহাই নাই। নিতান্ত অপারগ হইলে সেবাবদ টাকা কর্তন যাইবে। জাপানে কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার দায়ও আজকাল পিতারা সব সময় গ্রহণ করিতে চায় না, সুতরাং মেয়েদিগকেই এই ব্যাপারে আগাইয়া আসিতে হয়। কিন্তু বিবাহ আবার পণছাড়া হওয়ার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া মেয়েদিগকে যেভাবেই হোক পণের টাকা যোগাড় করিয়া দিতে হয় এবং এজন্য একমাত্র সহজ ও সম্ভব-পর উপায় বেশ্যালয়ে কয়েক বৎসর পতিত জীবন—যাপন করা। মেয়েদের এই পদ্ধতিতে যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করা মোটেই নিন্দনীয় কাজরূপে গণ্য নহে। ভাবী স্বামীর দল অধিক যৌতুকদাত্রী মেয়েদিগকেই লুফিয়া গ্রহণ করে।

আবার যে সব পিতারা আপন কন্যা দিয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে তারা যে শুধু অর্থের অভা-বেই এই পাপকার্যে মেয়েদিগকে নিক্ষেপ করে তা নয়, বাড়ী ও জমি ক্রয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমান, গৃহের আসবাব পত্র ক্রয় এমন কি পাশের বেশ্যালয়ে স্ফূর্তি উড়াইবার জন্যও পিতা মেয়ের দেহকে এইভাবে বন্ধক রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে টাকা গ্রহণ করে। যে সমাজে কন্যার এহেন লাঞ্ছিত অবস্থা, কন্যার দেহ-বিক্রয়ের অর্থদ্বারা পিতা যেখানে পুষ্ট হইতে চায় আর স্ফূর্তি উড়ায়, সতিত্বের বিনিময়ে অর্জিত টাকা যৌতুক-রূপে পাইয়া যেখানে স্বামী পতিত নারীকে স্ত্রীরূপে বরণ করে সে সমাজে নারীর প্রতি কিরূপ সম্মান আশা করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ স্বামীগৃহে আসিয়া বেচারী স্ত্রীকে স্বামীর মন পাওয়ার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম ও সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং কোন কোন সময় নারীত্বের মূল্যও সম্ভ্রম-বোধ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, স্বামী যখন অপর কোন রমণীকে গৃহে আনিয়া স্ফূর্তি উড়াইতে থাকে স্ত্রীকে তখন শুধু আত্মসংযমী হইলেও চলেনা, হাসিমুখে স্বামীর এই ঘৃণিত কাজকে সমর্থনও করিতে হয়। কোন কোন সময় স্বামীর ঋণশোধ বা অপমান এড়াইবার জন্য স্ত্রীর সতিত্বও বিসর্জন দিতে হয়। আশ্চর্য্য যে, এজন্য সমাজে স্ত্রী নিন্দিতা হয় না বরং স্বামী-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রশংসাই অর্জন করিয়া থাকে।

ধর্মক্রিয়াতে 'সুসভ্যা' জাপানী নারীদের অধি-কারের সঙ্কীর্ণতা দর্শনে আশ্চর্য হইতে হয়। জাপানের কোন কোন মন্দিরদ্বারে এইরূপ লিখা দেখিতে—পাওয়া যায়—

"Neither horses, cattle nor woman admitted here"

এখানে গরু, ঘোড়া অথবা নারীজাতির প্রবেশাধিকার নাই! *

* Vide—Woman—In all ages and in all Countries
* Chapter VII—woman of China & Korea
* Chapter VIII—woman of Japan.

www.ahlehadeethbd.org

সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস

শৈশবে খোকার দফ্‌তরে পড়েছিলুম—

জর্জ, রাজেন্দ্র, জয়!
যাঁর রাজ্যে সূর্যাস্ত
কভু নাহিক হয়!
দেশে দেশে যাঁর জয়ের গৌরব,
দিশি দিশি যাঁর যশের সৌরভ,
সপ্তসাগর ক্ষিপ্তলহর বয়!

চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই এহেন পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সিংহের কি অবস্থা ঘটেছে তা একবার ভেবে দেখা উচিত। গত মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষরা জার্মানী,—ইটালি আর জাপানকে একদম খতম করে ফেলেছে বটে, কিন্তু নিজেরাও কম নাজেহাল হয়নি। ইউরোপীয় গণতন্ত্রের জনক ফরাসীকে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তির কোঠায় সরেপড়তে হয়েছে আর লড়াই জিতেও যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে না পেরে রাজেন্দ্র ব্রিটিশ সিংহ প্রথম শ্রেণী থেকে লাফ মেরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে! অপমানের এই খানেই সমাপ্তি ঘটলোনা, যে সাম্রাজ্যে সূর্য কোনো সময় অস্তমিত হতোনা, তাতে শুরু হলো ভাংগন! যে সোনার টিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের পায়ে দু-শ বছর ধরে এত যত্ন করে লৌহশেকল সে বেঁধে রেখেছিল স্বয়ং প্রতিকূল অবস্থার ফাঁদে পড়ে প্রকাশ্যে হাসির ভান করলেও মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে তার পা থেকে সে শেকল তাকে নিজেই খুলে দিতে হলো! এর পর প্যালেস্টাইন বিদায় নিলো, চীনের স্বার্থ আর তার আড্‌ডা গুলো ভেংগে গেলো, মালয় আর ব্রহ্মে বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর সংঘাত বেড়ে চল্‌লো, সবচাইতে বড় চোট পেতে হলো পারস্যে— অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধমনীতে পারস্যের যে তেল রক্ত হ'য়ে চলাচল করছিলো, তাও ফস্‌কে গেল!

ভাংগনের সাথে এলো দুর্গতি, কথায় বলে—Misfortune never comes alone! দুর্ভাগ্য নাকি একা একা আসেনা, তাই বাইরের সাথে ভেতরেও বিপর্যয়ের ঝড় শুরু হয়ে গেছে। অতি-অস্বাভাবিক তুষারপাতের ফলে অর্থসংকট গেছে বেড়ে, বৈদ্যুতিক শক্তি আর পাথুরে কয়লার ক্ষুধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সুযোগ বুঝে জাহাজী হর্তাল গুলো আবার সোনায় সোহাগা করে ফেল্লো, এসবের সাথে হাষির হয়েছেন অন্নসংকট! শ্রমিক প্রভুদের কৃপায় 'জাতীয়করণের' পরীক্ষামূলক শুদ্ধির ডাণ্ডা ব্রিটিশ সিংহের কোমর গুঁড়ো করে দিয়েছে, যতগুলো শিল্পের জাত উদ্ধার করা হয়েছিল, সবগুলোর উৎপাদন শিকি আর অর্ধেকে নেমে গেছে, পক্ষান্তরে দাম চড়েছে দারুণ! ইতিমধ্যেই বড়-মিতে আমেরিমার মার্কেটে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ব্রিটিশ পণ্যের মূল্যে যেমন আগুন ধরে গেল তাতেকরে তাঁর মাল কেনা চল্‌বে কেমন করে? সবদিক দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতির রুদ্ধ প্রতিহিংসা চারিদিক থেকে ব্রিটিশ সিংহকে নেস্তনাবুদ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এসব আফতের মধ্যে নূতন বিপদ মূর্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে সুয়েজের খালে, এই খালেই যে ব্রিটিশ সিংহের সলিলসমাধি রচনা হবেনা, সে কথা কে বল্‌বে?

আমি বল্‌ছিলুম প্রকৃতির রুদ্ধ প্রতিহিংসা শুরু হয়েছে, যে প্রতিহিংসার কোপে পড়ে বাঘ, ভালুক, সাপ মার্কা অনেক জাতি দুনিয়ার পিঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ব্রিটিশ সিংহকেও সে শুধু খোঁড়া বা আধমরা করেদিয়েই ক্ষান্ত হবেনা, একেবারে নিঃশেষ করেই ছাড়্‌বে! কারণ এ হলো ইলাহী বিধান, আর

(৭৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

এই হইল জাপানী নারী-সমাজের মোটামুটি পরিচয়।

হিন্দুসমাজ ও বৌদ্ধ-প্রধান দেশের নারীর অধিকার ও পদমর্যাদার বিষয় আলোচিত হইল। অতঃপর আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।

www.ahlehadeethbd.org

এ বিধানের ধারায় পরিবর্তন ঘটাবার উপায় নেই।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,—এই ভাবেই আমরা অপরাধী জাতিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকি, আর— বিশ্বস্তদলের সাহায্য করে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য —আল্‌কোরআন, ছুরত-আর্‌রুম।

فانتقمنا من الذين اجرموا ! وكان حقا علينا نصرالمؤمنين !

সাম্রাজ্যবাদের পরিচয়,

যে বিচি ব্রিটিশ অতীতে বুনেছিল, বর্তমানের কেয়ারিতে তাই অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছে। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সবচাইতে মারাত্মক আর সকলের চাইতে ব্যাপক মহাব্যাধি— অভিশাপ! এই মহাপাতকের আঘাতে লক্ষ লক্ষ জীবন, হাজার হাজার জনপদ আর শত শত জাতির বিনাশ ঘটেছে! মানুষকে মানুষের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে এই সাম্রাজ্যবাদ! বিভিন্ন জাতিকে এই মহাব্যাধি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে, ক্ষুধা আর নগ্নতার পাপপংকে মানুষকে নিমজ্জিত করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদ শান্তির চির অবসান ঘটিয়ে সন্ত্রাস আর ভয়ের রাজ্য দুনিয়ার বুকে গড়েছে, সংগ্রাম আর বিপ্লবকে ডেকে এনেছে, মানুষের ইতিহাসের পাতাকে জালিয়াতি আর ষড়যন্ত্রের কাহিনী দিয়ে মসীলিপ্ত করেছে! এমন পাপ প্রাকৃতিক বিধানে কোনদিন ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হতে পারেনা!

সাম্রাজ্যবাদের জন্মকথা,

সাম্রাজ্যবাদ জন্ম হ'ল কি ক'রে? সরাসরি আকাশ থেকে নেমে পড়েনি নিশ্চয়, তা হ'লে কেমন করে এর উদ্ভব ঘটলো? এর জনক জননী কারা? এসব প্রশ্ন তুচ্ছ নয়, আর এগুলোর জওয়াব আবশ্যক। অতিসভ্যতার দাবীদাররা যে জীবনদর্শনের পূজো করে থাকে, তারই সাগরতীরে এর জন্ম হয়েছে। যেসব জাতি মনে করে এ বসুন্ধরার কেউ স্রষ্টা নেই, বিপুলা ধরণীর কোন নিয়ন্তাকে যারা মানেনা, যাদের ধারণা—কোন বিধাতার বিধান ছাড়াই যতসব পরিবর্তন অহরহ ঘট্‌ছে, যারা জীবনযাত্রার জন্যে উর্ধ্বতন কোন শক্তির ইংগিত অনুসরণ করে চলা নির্বুদ্ধিতা মনে করে, যারা জড়জীবনের আচরণের কোন জওয়াবদিহী আছে বলে স্বীকার করেনা, যাদের নৈতিকতার মূল্যমান টাকা, পয়সা, তেল আর পাথুরে কয়লার—খনি আর পণ্যদ্রব্যের মার্কেট ছাড়া কিছুই নেই, মানুষে মানুষে লড়াই আর জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে স্থায়ী রাখতে না পারলে যাদের বাঁচার—উপায় নেই, দুর্বলকে পেষণ করে সবলের জন্যে পথ বের করে দেওয়াই হচ্ছে যাদের ধর্ম, যারা জাতীয়তা (Nationalism) কে এমন এক বিগ্রহ মেনে নিয়েছে যার বেদীমূলে মনুষ্যত্বের স্বার্থ আর তার শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকারকে বলী দিয়ে পূজো করাই—তাদের কাছে হচ্ছে সব চাইতে বড় পুণ্য আর মহান কর্তব্য, সে সব জাতির কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিসের প্রত্যাশা করা চলতে পারে? শক্তির তল্‌ওয়ারের সাথে নিরীশ্বরবাদের পাণিপীড়ন হলেই সাম্রাজ্যবাদ জন্মগ্রহণ করবে! আমেরিকাতেই হোক আর রাশিয়াতেই হোক, যে জায়গায় ওরা গৃহবাস করবে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ভূমিষ্ঠ হবেই!

নিরীশ্বরবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে এক হাতে শক্তির তল্‌ওয়ার আর অন্যহাতে ডিপ্লোমেসীর যাদুচক্র উঁচিয়ে ধরে যেদিন আধুনিক জাতিগুলো বেরিয়ে পড়েছিল, সেদিন গোটা দুনিয়াটা তাদের চোখের সুমুখে রঙিন মৃগয়াভূমি বলে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছিল। কতকগুলো বিশেষ অবস্থাগতিকে ব্রিটিশ সিংহ সে দিন হয়ে পড়েছিল শিকারী দলের পুরোহিত,—ফলে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত দুনিয়ার স্থলভাগের শিকি অংশ আর তার অধিবাসীদের পঞ্চমাংশ তার খপ্পরে পড়েগিয়েছিল। তখন হ'তে কিংবদন্তীতে পরিণত হলো যে, ব্রিটিশের রাজ্যে সূর্য ডোবেনা! লণ্ডন—থেকে মালয় ও হংকং তক তার সাম্রাজ্যবাদের জাল ছড়িয়ে পড়লো, এশিয়া আর আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে যাতায়াত করার যত পথ আর ঘাটি রয়েছে, সমস্তই সে অধিকার করে বস্‌লো।

সুয়েজের কাহিনী,

১৮৫৯ সালে লোহিত সাগরকে ভূমধ্য সাগরের সাথে যুক্ত করার জন্যে সুয়েজখাল কাটা হলো। গোটা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খালটা মিছরের মাটিতেই পড়েছে, কাজেই স্বাভাবিক ভাবে খালটা তারই অধিকারভুক্ত থাকা উচিত, অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সুয়েজ হয়ে পড়লো স্নায়ু, সুতরাং যেনতেনপ্রকারেণ ওটা যবর দখল করে ফেলাই দাঁড়ালো ব্রিটিশ সিংহের বড় নৈতিক কর্তব্য, সুযোগও ঘটে গেল! খেদীভের অবিমৃষ্যকারিতায় তিনি আর্থিক টানাটানিতে পড়লেন,—নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তাঁর দূর্মতি হলো সুয়েজের অংশগুলো বেচে ফেলার! বিলেতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুযোগ বুঝে তাড়াতাড়ি অংশ গুলো কিনে ফেল্‌লেন, আর ফরাসী মিতের সাথে যুক্তভাবে মিছরের অর্থবিভাগ তদারক করার তকলীফ স্বীকার করে নিলেন, মিছরের টাকা কন্‌ট্রোল করার কাজ সফল করেতোলার মতলবে মিছরে ব্রিটিশ ফওজের পদার্পণ হলো, স্বয়ং মিছরী সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিত্বের ভারও ব্রিটিশ অনুগ্রহ-পুরঃসর গ্রহণ করলেন। এই পরিস্থিতির ফলে ব্রিটিশের রথ দেখার সাথে কলা বেচারও প্রচুর সুবিধে ঘটেগেল—এশিয়ায় তার স্বার্থ সুরক্ষিত হ'ল। সুডান, সুমালিল্যাণ্ড ও আফ্রিকায় তার পা ছড়িয়ে বসার সুযোগ ঘটে গেল, মধ্যপ্রাচ্যে সিংহের গর্জন শুরু হল, মিছরে তুলোর বাজারে তার দাবী একচেটে হয়ে গেল, ইচ্ছামত দর দিয়ে মিছরীদের কাছ থেকে বলপূর্বক তুলো কেনা চলতে লাগলো, সুয়েজখাল দিয়েযত জাহায যাতায়াত করতো, সবগুলোর শুল্কে সে বখ্‌রা বসালো—সুয়েজকে অবলম্বন করে ব্রিটিশের সবচাইতে বেশী সুবিধে হলো তুর্কীর বিশাল সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে ধূলিসাৎ করে ফেলার!

যে অবস্থা ঘটানো হল, তাতে মিছরীরা আদৌ সন্তুষ্ট থাকতে পারলোনা, গোড়াগুড়ি থেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসার দলের বিরুদ্ধে মিছরে বিক্ষোভ—প্রদর্শিত হতে লাগ্‌লো। ১৮৮২ সালে ছৈয়েদ জামালুদ্দীন আফ্‌গানীর মন্ত্র-শিষ্য আরাবী পাশা "মিছর মিছরীদের" ধ্বনি নিয়ে উঠ্‌লেন, আজ যে তিল্‌লুল কবীরে ব্রিটিশের সংগে মিছরীদের জিহাদ শুরু হয়ে গেছে, সেদিনও এই জায়গার যুদ্ধে আরাবী পাশার আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে সুডানের মহ্‌দী রাষ্ট্রবিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে দিলেন, এর শিকি শতাব্দী আগে হিন্দে ব্রিটিশ প্রভুরা আহলে-হাদীছ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের যেমন করে ধর্মোন্মাদ (Fanatics) বলে কুখ্যাত করতে চেয়েছিলেন, মহ্‌দীর মুজাহিদীন দলকেও ঠিক সেই ভাবে সেই নাকশিটকানো উপাধি বিতরণ করা হয়েছিল, কিন্তু এই নিঃস্ব ও নিরস্ত্র ধর্মোন্মাদের দল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সিংহকে সে দিন যে নাকানি চোবানি দিয়েছিল, তাতে করে কত ধানে কত চা'ল, ব্রিটিশ প্রভুরা তা ভাল করেই বুঝে নিয়েছিল। মহ্‌দীর আন্দোলনে দশ বারো বছর পর্যন্ত সুডানে তাঁরা কদম ধরতে পারেননি, অবশেষে ডিপ্লোমেসীর যাদু-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে কতকগুলো গাদ্দার বিশ্বাসঘাতকতা করে বসায় ১৮৯৮ সালে লর্ড কিচনারের হাতে এ আন্দোলনের সাময়িক অবসান—ঘটলো। সুসভ্য ব্রিটিশ সেনাপতি মহ্‌দীর কবর খুঁড়ে তাঁর লাশ বের করে আগুনে পুড়িয়ে গায়ের ঝাল মেটালেন! ১৯১৪ সাল হতে সরকারী ভাবে মিছর ও সুডানকে নাবালগ সাব্যস্ত করে ব্রিটিশ হেফাযতের অধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করা হল।

মিছরীরা তবুও দমে গেলনা, সংগ্রাম উত্তরোত্তর বরং বেড়েই চল্লো। ১৯২২ সালে তারা স্বাধীনতার এক কিস্তি লাভ করলো, অর্থাৎ মিছরকে স্বাধীনতা বখ্‌শিশ করা হলো বটে কিন্তু বৈদেশিক দফ্‌তর, দেশরক্ষা আর প্রচার বিভাগ সদাশয় ব্রিটিশের কন্‌ট্রোলেই রয়ে গেল, সুডানকে ব্রিটেন ও মিছরের যুগ্ম তত্ত্বাবধানে রাখা হল, ব্রিটিশ সৈন্যও মিছরে বিরাজমান—থাক্‌লো, স্যর লী স্টক মিছরী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হলেন। মিছরীরা এ অপরূপ স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝতে পারলেনা আর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লী-স্টককে হত্যা করে ফেল্‌লো। ব্রিটিশ সেনাপতির রক্তের দাম নির্ধারিত হলো—পঁচিশ লাখ মিছরী সিক্কা আর জরিমানা আদায়ের ভান করে মিছরের শুল্ক দফ্‌তর অধিকার করেফেলা হ'ল। মিছর জাতিসংঘে নালিশ করলো, ব্রিটিশ বল্লে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এটা আমাদের একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার (Domestic—Affair)! এতে লীগ অফ নেশন্‌সের হাত দেবার—কিছুনেই! বহু! সব চুপ চাপ হয়ে গেল!

কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন আরও তীব্র আরও ব্যাপক হতে থাকলো! ১৯৩৫—১৯৩৬ সালে ইটালির সাথে ব্রিটিশের বেধে গেল লড়াই, তখন বে-গতিক দেখে মিছরের সংগে সন্ধি করা হলো। ১৯৩৬ সালের ২৬শে আগস্ট তারীখে যে চুক্তি সম্পাদিত—হয়েছিল, তদনুসারে মিছরের পূর্ণস্বাধীনতা ব্রিটিশ স্বীকার করে নিয়েছিল, আর স্বাধীনতার মূল্য বাবত নিজেরাই স্থির করেছিল যে, আগাম কুড়ি বছর পর্যন্ত সুয়েজে ব্রিটিশের দশ হাজার সৈন্য থেকে যাবে!—সুতরাং আজও সুয়েজে তাদের অধিকার অক্ষুন্ন—রয়েছে।

ঈরানী তেলের কলহে পারস্য ব্রিটিশের জিদকে পরাস্ত করতে পেরেছে দেখে মধ্যপ্রাচ্যে আশার বাতি জ্বলে উঠেছে। ঈরানী তেলের বাঁধ মিছমার হওয়ায় সুয়েজের খালেও স্বাধীনতার বান ডেকে উঠেছে কিন্তু ব্রিটিশ সুয়েজখালকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে রাখতে চায়—এশিয়া, আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যে তার অস্তোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদের সূর্যকে আটক করে রাখার দুরাশায়! ভাবী বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে—লড়াইয়ের আড্‌ডায় পরিণত করার জন্যেও সুয়েজে তার অধিকার অপ্রতিহত থাকা সে আবশ্যক মনে করছে! এসব কারণে সুয়েজের প্রশ্ন শুধু মিছরের প্রশ্নই নয়, এটা সমস্ত এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য আর সমস্ত জাতির প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কি সুয়েজ স্বয়ং পাকিস্তানের নিজস্ব সমস্যাতে পরিণত হয়েপড়েছে!

ব্রিটিশের স্বার্থ যাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে— তার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে কোন রাষ্ট্র তার ন্যায্য অধিকার উৎসর্গ করতে যাবে কেন? কি জন্য? ব্রিটিশের কথা—তার স্বার্থের খাতিরে সুয়েজে তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে হবে! মিছরের বক্তব্য— সুয়েজ আমার, ব্রিটিশের দখল যবরদস্তির—সুতরাং আমার জিনিষ আমার—অধিকারেই থাকবে। ব্রিটিশ আর মিছরের মধ্যে কার দাবী ন্যায়সংগত? আপোষের মোড়লী করে যাঁরা ছরফরায খাঁ সাজতে ব্যস্ত, তাদের সেটা ভেবে দেখা উচিত!

ব্রিটিশের অন্যায় আব্দারের পশ্চাতে কোন যুক্তিই নেই! অথচ সে তার আব্দারের নৈতিকতা সাব্যস্ত করার মতলবে বলে বেড়াচ্ছে— ১৯৩৬ সালের চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করা মিছরের নৈতিক কর্তব্য!

কিন্তু চুক্তির মান বাঁচানো কি একলা মিছরেরই নৈতিক দায়? সত্যবাদিতা ও প্রতিশ্রুতি পালনের কোন বালাই ব্রিটিশও কি স্বীকার করেছে? সাম্রাজ্যবাদের আমলনামায় প্রতিশ্রুতিপালনের জন্যে জায়গা কৈ? এই ১৯৩৬ সালের চুক্তিটাই ধরা হোক,—সুডানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হবে ব্রিটিশ আর মিছরের সম্মিলিত সম্মতি অনুসারে, আজ মিছর যার সম্বন্ধে নিজের সম্মতি ফিরিয়ে নিয়েছে, ব্রিটিশ তাকে সুডানের গভর্ণর জেনারেল পদে বহাল রাখছে কেমন করে? শুধু চুক্তি নয়, এতে করে কি নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারও অন্যথাচরণ করা হয়নি? তারপর সুয়েজে ব্রিটিশের ১০ হাজার সৈন্য থাকার কথা! গত মহাযুদ্ধে এ প্রতিশ্রুতি উল্‌টিয়ে দিয়ে দশ হাজারের বহু বেশী সৈন্য সুয়েজে আমদানী করা হয়নি কি? আর আজও কি করা হচ্ছেনা? গ্ল্যাডস্টোনের সময় হতে শুরু করে এটলী পর্যন্ত সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত করার সর্বসাকুল্যে মাত্র ষাটবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, অথচ প্রত্যেকবারেই ওয়াদা খিলাফ করা হয়েছে আর তার জন্যে একটা-না-একটা বাহানা বের করা হয়েছে! এমন সত্যবাদী নীতিপরায়ণ ব্রিটিশের পক্ষে মিছরকে চুক্তির মর্যাদা পালন করার উপদেশ বিতরণ করা বাস্তবিক কৌতুকাবহ! ঝুটা ও চুক্তিভংগকারীর সাথে চিরকাল চুক্তিরক্ষা করেই যেতে হবে, দুনিয়ায় এমন কোন নীতি নেই—অবশ্য ছরফরায খাঁর নীতি ছাড়া! এসম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধান কোরআনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে,—যদি কোন জাতির বিশ্বাসঘাতকতার তুমি আশংকা অনুভব কর, তাহলে চুক্তি তাদের মুখের—

واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب

Contents

ওপর সমানে সমানে الخائنين ! ফেলে মার, আল্লাহ নিশ্চয় বিশ্বাসহন্তাদের ভালবাসেননা—আল্‌আন্‌ফাল।

তারপর চুক্তি বলা হয় কাকে? ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ মিছরের সাথে যে চুক্তি করেছিল. সেটা বাঘ আর বক্‌রীর চুক্তি, অজগর আর পাখীর চুক্তি,—শিকারী আর শিকারের চুক্তি, ডাকাত আর সর্বস্বান্ত গৃহস্থের চুক্তি, কশাই আর ভূপাতিত গরুর চুক্তি ! একে চুক্তি বলার মানে মনুষ্যত্বের অপমান ছাড়া আর—কিচ্ছু হ'তে পারেনা।

মিছর বিলেত থেকে তার প্রতিনিধিকে ফেরৎ ডেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করায় ১৯৩৬ সালের চুক্তি সম্বন্ধে ব্রিটিশ পুনর্বিবেচনা করতে সম্মতি দেখিয়েছে—কিন্তু এসম্মতির পিছনে যে শয়তানী রয়েছে,—মিছরকে সেটা আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেবে।—বলা হয়েছে যে, আমেরিকা, ফরাসী, ব্রিটিশ ও মিছরী এই চার শক্তির তত্ত্বাবধানে পুনর্বিবেচনার আলোচনা চল্‌বে আর মিছর এ শর্তে রাযী হলেই ব্রিটিশ সুয়েজ থেকে তার সৈন্যবাহিনী হটিয়ে নেবে। মিছর মধ্যপ্রাচ্যের ডিফেন্সে শামিল হতে পারবে আর মিছর ও সুডানের রাজার উপাধি মিছর রাজ্যের জন্য ব্রিটিশ এই শর্তে মেনে নেবে যে, পরে স্বাধীন গণভোটের সাহায্যে সুডানের অধিবাসীদের নিজেদের অদৃষ্টের মীমাংসা করতে দিতে হবে। মিছরের বাহিনী—আমেরিক্যান বিশেষজ্ঞদের অধীনে সুয়েজ রক্ষা করতে থাকবে।

ছুব্‌হানাল্লাহ! চালাকি আর নষ্টামির একটা সীমা থাকা উচিত! বর্তমানে সুয়েজের ব্যাপারে আমেরিকা ব্রিটিশকে খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে দেখছে আর মিছরকে একা ব্রিটিশের সাথেই বুঝাপড়া করতে হচ্ছে। ব্রিটিশের মতলব—মিছর ব্রিটীশের সংগে আমেরিকা আর ফরাসীকেও তার বিরুদ্ধে আহ্বান করুক, ব্রিটিশ আর আমেরিকার মিতেলী দৃঢ়তর হোক আর সুয়েজের দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক—লড়াইতে রূপান্তরিক হোক, সেথায় ত্রিশক্তির প্রভুত্ব কায়েম করে মধ্য প্রাচ্যকে যুদ্ধের আড্‌ডার পরিবর্তে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রেই পরিণত করে ফেলা যাক।

মিছর স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে সুয়েজের পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলোয় বিশেষকরে তিল্লুলকবীর আর আবুহাম্মাদ গ্রামাঞ্চলে ব্রিটিশ তার জিদ বহাল রাখার জন্যে ট্যাংক আর তোপকামান নিয়ে মিছরের সংগে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। মিছরীরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে প্রাণপন করেছে। ১৬ই জানুয়ারীর এ পি-পির সংবাদে প্রকাশ আমেরিকাও ব্রিটিশের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছে। এতে আশ্চর্য বোধ করার কিছু নেই, ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসীর যাদুমন্ত্র তার ভেল্কী দেখাবেই, মিছর আমেরিকার ওপর যে ভরসা করছিলো. ডিপ্লোমেসী-চক্রের আঘাতে তা খান খান হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদের পুরোহিত আমেরিকার কাছে মিছর হোক, ঈরান হোক, কাশ্‌মীর হোক, কেউ কোন আশাই করতে পারেনা। কিন্তু যতই যাহোক পাকিস্তান সরকার এখনো তাঁর সন্দিগ্ধভাব ছাড়্‌তে পারছেন না, বর্মায় ব্রিটিশ স্বার্থের সহায়তায় টাকা পয়সার সংগে রাইফেল ভেট দিতেও আমাদের হুকুমত কছুর করেননি, কাশ্‌মীরের মেঘ কালো হয়ে না উঠলে কোরিয়াতেও তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করতে তুর্কীর মত পিছ্‌পা হতেননা কিন্তু ইছলামী ব্লকের জন্য অজস্র গলাবাজী করতে থাকলেও মিছর সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার কোন কথাই স্পষ্ট করে বলতে হিম্‌মত পাচ্ছেননা। পাকিস্তানের জনমণ্ডলী মিছরের জন্য রেজোলিউশন পাশ করতে পারে, হয়তো বা গরমাগরম দু একটা বক্তৃতাও শুনে—ফেলবে আর মিছরীদের জয়লাভের জন্যে তারা প্রাণের সাথে দোয়া সব সময়েই করে যাচ্ছে আর করে যাবেও, কিন্তু এর অতিরিক্ত তাদের কিছুই করার নেই, তারা করতে পারেনা, হাঁ্যা, সত্যিই—তাদের কিছু করার শক্তি নেই! কারণ আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি আর মিছরের তুলনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্ব কামনা করাই আমাদের সরকারের বৈদেশিক নীতির ধর্মীয় অংগ!

www.ahlehadeethbd.org

প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে ভূমিষ্ঠ জনৈক মুগল জনাব মীর্যা গোলাম আহমদ ছাহেব যাঁহার নামও ঈছা নয়, যাঁহার মায়ের নামও মরয়ম নয়, যিনি স্বপ্নেও কোনদিন সিরিয়া পরিভ্রমণ করেননাই, তিনি যুগপৎভাবে মরয়মের পুত্র ঈছা আর মহ্‌দী হইবার শওক করিয়া বসিলেন আর আমরণ ঢোল পিটিয়া গেলেন যে, তাঁহার অলীক নবুওত আর ভুঁইফোড় মহ্‌দীয়ত স্বীকার না করা পর্যন্ত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) প্রতি ঈমাম কায়েম করার কাণাকড়িও দাম নাই। মুছ্‌লিম জাতি এবং তাঁহাদের নেতার সাহায্য ও সাহচর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তিনি দজ্জালী ব্রিটিশশাসনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব-কল্পে আল্‌মারী বোঝাই করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিলেন। আলমে ইছ্‌লামকে কাফের, জহন্নমী এবং তাহাদের নেতাদিগকে হারামযাদা প্রতিপন্ন করার পবিত্র সাধনায় তাঁহার জীবন নিঃশেষিত হইল!

** ** **

ঈছা বিনে মরয়মের অবতরণ বা মৃত্যুর সহিত কাদিয়ানী মীর্যা ছাহেবের নবুওতের প্রামাণিকতা আমরা অস্বীকার করি। ইহা প্রতারণামূলক অপ-সিদ্ধান্ত। ঈছার জীবন ও মরণের তর্ক তুলিয়া কাদি-য়ানী ছাহেবান আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারি-বেননা।

মীর্যা ছাহেব তাঁহার নবুওতের দাবীর প্রস্তাবনা স্বরূপ তাঁর 'ইযালাতুল আওহাম' পুস্তকে বলিয়া-ছেন, (ক) হয্‌রত ঈছা মরিয়া গিয়াছেন, (খ) মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেনা—৫৬৫ পৃঃ।

আমরা বলি, মীর্যা ছাহেবের প্রস্তাবনা দুইটী মানিয়া লইতে আমরা কি বাধ্য? তর্কশাস্ত্রের কোন্ ধারাসূত্রে দাবীর প্রস্তাবনা প্রতিপক্ষের জন্য অবশ্য-স্বীকার্য? আমরা কাদিয়ানী ছাহেবানকে জিজ্ঞাসা করি— মরয়মের পুত্র হয্‌রত ঈছার মৃত্যুকে যেসকল ছাহাবা, তাবেয়ীন এবং বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করেন নাই অথবা আজও ঈছা আলমে বর্যখে জীবিত আ-ছেন, একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকলেই কাফের, ইহার প্রমাণ কি? মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন-লাভ এবং কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ কোন মৃত—ব্যক্তির ধরাতলে পুনরাগমন শরঅ্ আর যুক্তির দিক দিয়া কি অসম্ভব? যে বা যাহারা ইহাকে সম্ভব মনে করে তাহাদের পাগল বা কাফের হইবারই বা প্রমাণ কি?

তারপর কিছুক্ষণের জন্য যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, হযরত ঈছার সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে আর মরা মানুষের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর নয়, তথাপি এই প্রস্তাবনা দুইটীর সাহায্যে মীর্যা ছাহেবের ঈছা বিনে মরয়ম হওয়া কেমন করিয়া সাব্যস্ত হইবে? ইহা কি 'মারে ঘুটনা, ফুটে আঁখ' নয়? মীর্যাজীও স্বয়ং বুঝিয়াছিলেন উল্লিখিত প্রস্তাবনা (Preambles] দুইটীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার নবুওত প্রমাণিত—করার উপায় নাই, কাজেই তিনি তাঁহার দাবীর শেষ প্রস্তাবনা দাঁড় করিয়াছেন তাঁহার ইল্‌হামকে। তিনি বলিয়াছেন,— আল্লাহ্ إنا جعلناك المسيح ابن مريم – আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, আমরা তোমাকে মছীহ বিনে মরয়ম বানাইয়াছি, —ইযালা—৬৭৩ পৃঃ।

বছ্! সব আফত চুকিয়া গেল। এখন বুঝা গেল মীর্যাছাহেবের নবুওতের দলীল তাঁহার ইল্‌হাম। ঈছার জীবন মরণের প্রশ্ন আলোচনা করিয়া তাঁহার নবুওত সাব্যস্ত হইবার উপায় নাই। সুতরাং ঈছা বিনে মরয়মের জীবন ও মৃত্যুর বিতর্ক কুতর্ক Fallacious—urgument মাত্র। কিন্তু তাঁহার এই ইল্‌হাম যেসঠিক আমরা সে কথাই বা কেন স্বীকার করিতে যাইব? যাহাদের কাছে ইল্‌হাম হইয়াছে যে, মীর্যা ছাহেবের উপরিউক্ত ইল্‌হাম সত্য নয়, কোন্ ন্যায়শাস্ত্র বলে তাহাদিগকে আমরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিব?

... ...

আমরা বলিতেছি যে, মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাহেবের ঈছাবিনে মরয়ম হইবার ইল্‌হাম বাস্তবিক সঠিক নয়। উক্ত ইল্‌হামের ভ্রান্তি স্বয়ং রছূলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পুনরাগমনকারী ঈছা বিনে মরয়মের যেসকল নিদর্শন

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশিত করিয়াছেন, সেগুলির— একটীও মীর্যা ছাহেবের উপর সুসমঞ্জস হয় নাই। সব কথা স্থগিত রাখিয়া এস্থলে মাত্র তিনটী স্পষ্ট নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিব—

বুখারী, মুছলিম প্রভৃতি আবু হোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)— বলিয়াছেন— যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ— আছে, তাঁহার শপথ! অচিরেই তোমাদের মধ্যে মরয়মের পুত্র ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা-রূপে অবতরণ করিবেন, তিনি ক্রুস বিধ্বস্ত ও শূকর হত্যা করিবেন, জিয্য়া রহিত করিয়া দিবেন, প্রচুর সম্পদ বিতরণ করিবেন— এমন কি আর কেহ উহা গ্রহণ করিবেনা, মুছলিম তাঁহার অন্যতম রেওয়ায়তে ইহার উপর বর্ধিত করিয়াছেন যে, উষ্ট্রের— ছওয়ারী পরিত্যক্ত হইবে, উহার পৃষ্ঠে তখন কেহ — আরোহণ করিবেনা। *

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وعند مسلم عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد — و زاد مسلم وليتركن القلاص فلا يسعى عليها —

মুছলিম প্রভৃতি উক্ত আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন,—— যাঁহার হস্তে — মোহাম্মদের (দঃ)— প্রাণ আছে, তাঁর— শপথ! মরয়মের পুত্র ফজ্জুর রওহা (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) — হইতে হজ্জ বা উমরা অথবা উভয়ের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধিবেন। ‡

ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما —

হাফিয ইব্নে জওযী তাঁহার 'কিতাবুল ওফা'— গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনে আম্র বিনুল আছের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মরয়মের পুত্র পৃথিবীতে অবতরণ— করিয়া বিবাহ করিবেন এবং তিনি— সন্তানের পিতা — হইবেন। ৪৫ বৎসর জীবিত থাকার পর তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে এবং তাঁহাকে আমার সংগে একই মক্বরায় দফন করা হইবে। আমি ও ঈছা বিনে মরয়ম একই মক্বরা হইতে আবুবকর ও উমরের মাঝখানে উত্থান করিব,— মিশ্কাতুল-মছাবীহ, ৪৮০ পৃঃ।

ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى بن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر و عمر —

শেষোক্ত হাদীছের ছনদ আমার অজ্ঞাত হইলেও কাদিয়ানীদের নবী মীর্যা গোলাম আহমদ ছাহেব স্বয়ং তাঁহার বিভিন্ন দাবীর পোষকতায় উল্লিখিত হাদীছের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। * অতএব— কাদিয়ানী ছাহেবানের কাছে এ-হাদীছের প্রামাণিকতা সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

মোটের উপর উল্লিখিত হাদীছত্রয়ের সাহায্যে ইব্নে মরয়মের অন্ততঃ তিনটী নিদর্শন দ্ব্যর্থহীন — ভাষায় প্রমাণিত হইতেছে, যথা (ক) তাঁহার পুনরাগমন কালে প্রথম আবির্ভাবের বিপরীত তিনি রাজশক্তির অধিকারী হইবেন। (খ) তিনি মক্কা — মুআয্যমার হজ্জ করিবেন। (গ) তিনি মদীনায়-তৈয়েবায় রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রওযায় সমাধিস্থ হইবেন। এক্ষণে আমরা জানিতে চাই—

১। মীর্যা গোলাম আহ্মদ ছাহেব ভূমণ্ডলের কোন প্রান্তে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কি?

২। মীর্যা ছাহেব কোন দিন হজ্জ করিতে — গিয়াছিলেন কি?

৩। মীর্যা ছাহেব রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র— রাওযায় সমাধিস্থ হইয়াছেন কি?

রছুলুল্লাহ (দঃ) কথিত ঈছা বিনে মরয়মের

---

* বুখারী, ছহীহ (২) ১৮ পৃঃ ; মুছলিম, ছহীহ— (১) ৮৭ পৃঃ।

‡ মুছলিম, ছহীহ (১) ৪০৮ পৃঃ।

* দেখ মীর্যাছাহেব প্রণীত আন্জামে আথম, যমীমা, ৫৩ পৃঃ ও তৎ সংকলিত হমামতুল বুশ্রা, ২৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উল্লিখিত ত্রিবিধ নিদর্শনের একটীও যদি কাদিয়ানী ছাহেবান মীর্যা ছাহেবের সহিত সুসমঞ্জস করিয়া—দেখাইতে নাপারেন তাহা হইলে মুছলমানরা — রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহীকে সত্য বিশ্বাস করিবে, না মীর্যা ছাহেবের ইল্হাম কে? কাদিয়ানীরা হয় তো তাঁহাদের নবীর প্রত্যাদেশের অসত্যতা স্বীকার — করিতে চাহিবেননা, ইহা তাঁহাদের খুশী, কিন্তু — তাঁহাদের খুশখিয়ালীকে পরিতৃপ্ত করার জন্য মুছলমানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহীকে যে মিথ্যা মানিতে প্রস্তুত হইবেননা, একথা কাদিয়ানী ছাহেবান যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ততই মংগল!—রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লওয়ার পর মীর্যা ছাহেবকে ইছা বিনে মরয়ম রূপে বাজারে চালাইয়া দিবার অসাধু প্রচেষ্টা অতিশয় লজ্জাকর! আমরা পুরাতন কবির ভাষায় কাদিয়ানী — ছাহেবানের খিদমতে আরয করিব,—

دو رنگی چھوڑ' یک رنگ ہوجا
سراسر موم یا سنگ ہوجا!

দু রঙা ভাব ছাড়িয়া দিয়া এক রঙা হও,
হয় সম্পূর্ণ মোম হও, নয় পাথর হয়ে যাও!

صبغة الله ومن احسن من الله صبغة!

আল্লাহর রঙ অপেক্ষা সুন্দর আর পাকা রঙ আর নাই! এই ইলাহীবর্ণের পরিচয় হইতেছে তাঁহার রছুল হয্রত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) কে সকল অনুরাগ ও মূল্যের বিনিময়ে সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী বলিয়া মানিয়া লওয়া, কারণ তিনিই সত্য-সহকারে আগমন— الذی جاء بالصدق وصدق به — করিয়াছেন এবং মুছলমানরাই তাঁহার সত্যতা মানিয়া লইয়াছেন—আয্যুমর, ৩৩ আয়ত।

... ...

মীর্যা কাদিয়ানী ছাহেবের কোন উম্মত যদি বলিয়া বসেন, হাদীছে উল্লিখিত ইব্নে মরয়ম এবং তাঁহার লক্ষণাদি সমস্তই রূপকভাবে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহার উত্তরে বলিব, ইহা সর্বৈব মিথ্যা! কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন উক্তিকে রূপক ভাবে গ্রহণ করা বিদ্আতীদের তরীকা! কোন বাক্যকে কেবল সেই অবস্থায় রূপক স্বীকার করা চলে, যখন প্রকাশ্য অর্থে উহা গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, অলংকার শাস্ত্রের যেকোন ছাত্রের কাছে একথা অবিদিত নাই! এক্ষণে রাজশক্তির অধিকার বা হজ্জ—করিতে যাওয়া কিংবা রছুলুল্লাহর (দঃ) রওযা শরীফে দফন হওয়া এগুলির মধ্যে একটীও অসম্ভব নয়, দৈহিক ভাবেও নয়, যুক্তির দিক দিয়াও নয়। সাহিত্য,—বিজ্ঞান ও ধর্ম শাস্ত্রে ব্যাখ্যার এরূপ অরাজকতা বরদাশ্ত করিলে পৃথিবীতে বাস্তব ও প্রকাশ্য বলিয়া কিছুই থাকিবেনা, স্বয়ং আল্লাহর মহিমান্বিত সত্বাও নয়!

কাদিয়ানীদের নবী মীর্যা গোলাম আহ্মদ ছাহেবও হয্রত ঈছার প্রকাশ্য হাদীছ অনুসারে পুনরাগমনের সম্ভবপরতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, কোন সময়ে এরূপ মছীহের আগমনও সম্পূর্ণ — সম্ভবপর, যাঁহার উপর হাদীছসমূহের কতক প্রকাশ্য শব্দ সুসমঞ্জস হইতে পারিবে, কারণ এই অক্ষম পার্থিব রাজত্ব ও শাসনাধিকার সহকারে আগমন করে নাই, দরবেশী আর গরীবির পোষাকে আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আলেমদের অসুবিধার কারণ কি? তাঁহাদের মনোবাঞ্ছাও কোন সময়ে পূর্ণ—হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়—ইযালাতুল আওহাম, প্রথম সংস্করণ, ২০০ পৃঃ।

بالکل ممکن ہے کہ کسی
زمانہ میں کوئی ایسا
مسیح بھی آجائے' جس
پر حدیثوں کے بعض
ظاہری الفاظ صادق
آسکیں' کیونکہ یہ عاجز
اس دنیا کی حکومت
اور بادشاہت کے ساتھ
نہیں آیا' درویشی
اور غربت کے لباس
میں آیا ہے' اور جبکہ
یہ حال ہے تو پھر علما
کیلئے اشکال ہی کیا
ہے - ممکن ہے کسی
وقت ان کی مراد بھی
پوری ہو جائے!

উলামায়-ইছ্লামের অসুবিধার কারণ হইতেছে দ্বিবিধ। প্রথম, যাহা সম্ভাবনীয় এবং যাহা স্পষ্ট — আকারে ঘটিতে পারে, যাহা ন্যায়শাস্ত্রে 'হকীকতে মুম্কিনা' নামে অভিহিত, তাহাকে শুধু নিজের মতলব

www.ahlehadeethbd.org

সিদ্ধির জন্য রূপক ধরিয়া লইয়া তাহার পরোক্ষ ব্যাখ্যা করা ঈমানদারীর কাজও নয়, বিদ্বানেরও আচরণ নয় আর কাদিয়ানী ছাহেবান উভয় গুণের অধিকারী হইবার দাবী করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের এই দাবী মানিয়া লওয়া আলেমমণ্ডলীর অসুবিধার অন্যতম কারণ। মীর্যা ছাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিতেছেন আসল ঈছা, যাঁহার নিদর্শন হাদীছে উল্লিখিত আছে, তাঁহার আগমন অসম্ভব নয়, তখন আমরা— নকল বা রূপক ঈছার সত্যতা স্বীকার করিতে যাইব কি জন্য? আলেমমণ্ডলীর অসুবিধার দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীছে মাত্র দুই মছীহের আগমন সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, দজ্জাল মছীহ আর ইব্নে-মরয়ম মছীহ, পরবর্তী মছীহ রাজশক্তির অধিকারী হইবেন। এক্ষণে মীর্যাছাহেব স্বয়ং বলিতেছেন— তিনি সে মছীহ নন, প্রতিশ্রুত মছীহের আগমন সম্ভাব্য ও অপেক্ষিত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাহা— হইলে কোন মছীহ? হাদীছের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে তৃতীয় কোন মছীহের কোন সন্ধান কাদিয়ানী ছাহেবান অনুগ্রহপূর্বক আমাকে প্রদান করিবেন কি?

ফলকথা, সংশয়াতীতভাবে ইহা প্রমাণিত হইল যে, মীর্যাগোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাহেব কিছুতেই প্রতিশ্রুত মছীহ (মছীহে মওউদ) নহেন, হইতে— পারেননা!

কাদিয়ানী নবীর উম্মতের আব্দার মত যদি— কিছুক্ষণের জন্য আমরা হযরত ঈছার পুনরাগমনকে রূপক স্বীকার করিয়াও লই তাহা হইলে এ সম্পর্কে আমার শেষ কথা এই যে, রূপক আয়ত বা হাদীছের সাহায্যে কোন মতবাদ (আকীদা) সাব্যস্ত হইতে পারেনা। আকীদার জন্য অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল আবশ্যক। আল্লাহর আদেশ, فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله — যেসকল ব্যক্তির মনে বক্রতা আছে, শুধু— তাহারাই ফেত্না— সৃষ্টি করার এবং অপব্যাখ্যার মতলবে রূপকের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়,— আলে ইম্রান ৭৭।

ومن ادعى خلافه فعليه البيان —

*　　*　　*　　*

কাদিয়ানীরা নবুওতের পরিসমাপ্তির বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার একটী উক্তি দলীলস্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন! তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, মা আয়েশা নাকি বলিয়াছেন,— তোমরা— قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده — খাতিমুন নবীঈন বল, কিন্তু একথা বলিওনা যে তাঁহার পর আর নবী নাই।

হযরত আয়েশার বর্ণিত উক্তির ছনদ কি?— হাদীছ ও আছারের কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে? কাদিয়ানী ছাহেবান এগুলির সন্ধান রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেননাই। তাঁহারা মজ্মাউল বিহার নামক একখানা অভিধানগ্রন্থের বরাতে উক্ত উক্তি উধৃত করিয়াদিয়াই খালাছ হইয়াছেন অথচ ছনদ বিহীন হাদীছকে حدیث بے سند مثل گوز شتر است শাস্ত্র বিশারদগণ— উষ্ট্রের মলদ্বার হইতে নিস্থত বায়ুর ন্যায় বিবেচনা করেন—দেখ উজালায় নাফিআ। কাদিয়ানী ছাহেবানের দুঃসাহস দেখিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব? তাঁহারা মুছলমান সমাজকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন যে, হযরত আয়েশার নামে একটী ছনদহীন— কথা তাহাদিগকে শুনাইয়া দিলেই তাহারা ভড়্কাইয়া যাইবে? আমি ইহা অবগত আছি যে, হযরত— আয়েশার নামে বর্ণিত উপরিউক্ত আছর কোন কোন তফছীরেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই ইহার ছনদ প্রদান করা হয় নাই।

তারপর যদি হযরত আয়েশা একথা বলিয়াই— থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? তিনি কি এইউক্তির সাহায্যে মুছলমানদিগকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও হামেশা নূতন নূতন নবীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকিবে? না "আমার পর নবী নাই" রছুলুল্লাহর (দঃ) এই বহুল ভাবে প্রমাণিত ও মহাবলিষ্ঠ হাদীছকে তিনি কাদিয়ানীদের মত উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন? আল্লাহর শপথ! এতদুভয়ের একটীও হযরত আয়েশার উদ্দেশ্য নয়, হইতে

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم -

نحمد الله العظيم ونصلى نسلم على رسوله الكريم -

২৭। বন্দুকের শিকার

মওলানা আবদুল খালেক— লড়িয়াল, রাজশাহী।

তজ্‌মামুলহাদীছ দ্বিতীয় খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় বন্দুকের শিকার যবহের পূর্বে নিহত হইলে উহার— গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হালাল হইবে বলিয়া যে ফত্‌ওয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনি তাহার প্রতিবাদকল্পে উক্ত সিদ্ধান্তকে কিয়াছ সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু উহার হুরমতের কোন নছ, আপনিও উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যে সকল বিদ্বানের তক্‌লীদ করিয়া আপনি আমার ইজ্‌তিহাদকে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্ধঅনুসরণ আমার জন্ত হালাল নয়, আপনিও আমার ইজ্‌তিহাদকে কিতাব ও ছুন্নাহর সহিত অসমঞ্জস মনে করিলে উহা স্বচ্ছন্দে বর্জন করিতে পারেন। কারণ উলামার প্রতিপাদিত কোন সিদ্ধান্ত ইজ্‌মার পর্যায়ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য প্রতিপালনীয় হয়না। ইহা স্মরণরাখা উচিত যে, কোন ইজ্‌তিহাদের দলীল সম্যকরূপে অবগত নাহইয়া উহাকে কিয়াছ-মা-আল্‌ফারিক বলিয়া ঘোষণা করা প্রশংসনীয় নয়। “যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন” والله أعلم بالصواب বাক্য লিপিবদ্ধ করা— ফত্‌ওয়া-লিখন রীতির — آداب الفتيا — অন্তরভুক্ত, ইহাকে মুফতীর সিদ্ধান্তে তাহার সন্দিগ্ধতার কারণ অনুমান করা হাস্যকর। আমার ইজ্‌তিহাদ ভ্রান্তিমূলক হওয়া অসম্ভব নাহইলেও উহা— ফত্‌ওয়া লেখার সময়ে যেরূপ সঠিক মনে করিয়াছি, তেমনি আপনার সমস্ত বক্তব্য পাঠ করার পরেও— আমার পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করার কোন কারণ

(৮৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তাৎপর্যকে বেমালুম হযম করার অসাধু প্রচেষ্টা কেবল কাদিয়ানী ধর্মেরই অপূর্ব মহিমা! “কিত্‌মানে হক” বা সত্য গোপন করার যে রীতি ইয়াহুদ ও নাছারাদের মধ্যে আছে, কোরআনে জলন্ত ভাষায় তাহা নিন্দিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, যে সকল — ব্যক্তি আমাদের অবতীর্ণ দলীল ও হিদায়তের কতকাংশ, — আমরা গ্রন্থে মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও গোপন করিয়া থাকে, তাহাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়া থাকেন।

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون -

আল্লাহ আমাদিগকে এবং সমুদয় মুছলমানকে এই অভিসম্পাতের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার তওফীক দান করুন। কাদিয়ানী ছাহেবান আল্লাহর সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিবেননা, ইহাই তাঁহাদের খিদ্‌মতে আমার —ঐকান্তিক অনুরোধ।

وما علينا الا البلاغ -

এইস্থলে বিচার ও বিতর্ক শেষ করিয়া আগামী সংখ্যা হইতে আমরা মূলপ্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، انت عضدى ونصيرى، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খুঁজিয়া পাইতেছিনা।

আপনি বলিতে চাহিয়াছেন, বন্দুকের গুলীতে ধার থাকেনা, উহার প্রচণ্ড ধমক শিকারের দেহ ভেদ করে, সুতরাং ধারবিহীন অস্ত্রের আঘাতে নিহত—শিকার হালাল হইবেনা। আপনি অনুমান করিয়াছেন যে, বুখারীর হাদীছে কথিত তীর বা তীক্ষ্ম ফলকের [কাষ্ঠের বা কাষ্ঠদণ্ডের সহিত সংযুক্ত লৌহ ফলকের] আঘাতের কথা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে, তাই হাদীছে কথিত শুধু দেহভেদ করার নির্দেশ অবলম্বন করিয়া আমি ফতওয়া দিয়াছি। আপনার কোন অনুমানই যথার্থ নয়। যাহা হউক, যেসকল দলীল অবলম্বন করিয়া আমি বন্দুকের শিকারকে হালাল বলিতেছি নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা—করিব। আপনি বা যে কোন ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্ত যদি কোর্‌আন ও ছুন্নতে-ছহীহার প্রতিকূল বুঝিতে পারেন এবং আমাকে উহা বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন, আমি ইন্‌শাআল্লাহ আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে দ্বিধাবোধ করিবনা, কিন্তু মনে রাখিবেন— আমি আল্লাহর ফযলে আহলেহাদীছ এবং কোরআন ও—ছুন্নাহর দলীল স্বয়ং উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সুতরাং কোন আলিমের--তা তিনি যত বড়ই হউননা কেন, তাঁহার ইজ্‌তিহাদ আমাকে প্রভাবান্বিত করিতে—পারিবেনা।

শরয়ী যবহ (ذكاة) সম্পর্কিত নির্দেশগুলিকে—মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—

(ক) যেসকল প্রাণী আমাদের আয়ত্তে রহিয়াছে, সেগুলির যবহের শর্ত।

(খ) যেসকল প্রাণী আমাদের আয়ত্তে নাই, যেমন বন্য পশুপক্ষী, পালিত পলাতক পশু, গর্ত বা অপ্রশস্ত স্থানে এরূপ ভাবে পতিত পশু প্রাণী, যাহাকে সহজ রীতিতে যবহ করার উপায় নাই, অথবা মৃতকল্প পশু, যাহাকে যবহ করার জন্য ছোরা সংগ্রহ করার মুহলত নাই—এই সকল ধরণের প্রাণীর যবহের শর্ত।

প্রথম শ্রেণীর যবহের শর্ত সকলেই অবগত—আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণীর যবহের জন্য আমি উহাদের দেহ এতটুকু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া যথেষ্ট মনে—করি, যাহার ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়। কোন ভারী অস্ত্রের আঘাতে কিংবা তীক্ষ্ম অস্ত্রের আঘাতে যদি প্রাণীদেহ কর্তিত নাহয় এবং রক্তস্রাব নাঘটে, উভয় অবস্থাতেই আমি সে প্রাণীকে হালাল মনে করিনা।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রমাণ পর্যায়ক্রমে নিম্নে—উল্লেখ করা হইতেছে—

১। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, শিকার সম্বন্ধে, যেগুলি জীবন্ত অবস্থায় তোমাদের হস্তগত হয় এবং যেগুলিকে তোমাদের বল্লম বা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতে তোমরা আহরণ কর, সেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদিগকে অবশ্যই কিছু পরীক্ষা করিবেন, আল্‌মায়েদাহ, ৯৪ আয়ত।

يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم!

সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র রিমাহের অন্তরভুক্ত।—আয়তে বর্ণিত উভয় শ্রেণীর যবহ পদ্ধতি বিভিন্ন। হস্তগত প্রাণীকে পশুর মত গলায় ছুরি ইত্যাদির—সাহায্যে যবহ করিতে হইবে আর দূর হইতেনিক্ষিপ্ত অস্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণীর শরীরের যে কোন স্থানে বিদ্ধ হইয়া যখম করিলেই যথেষ্ট হইবে।

২। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য সমুদয়—পবিত্র জিনিষ হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেসকল শিকারী প্রাণী তোমরা পুষিয়াছ, যেগুলিকে—তোমরা আল্লাহর—প্রদত্ত জ্ঞান অনুসারে শিকার ধরার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া থাক, উহারা যে প্রাণী তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে, তাহা ভক্ষন কর এবং শিকার ধরার জন্য ছাড়িবার প্রাক্কালে—আল্লাহর নাম গ্রহণ কর—ঐ: ৪ আয়ত।

احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه-

এই আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, শিকারী কুকুর ইত্যাদি, যেগুলি মানুষের ইংগিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিকার ধরে, যদি বিছ্‌মিল্লাহ বলিয়া শিকার ধরার জন্য ছাড়া যায় আর উহাদের দাঁত ও নখের আঘাতে শিকারের দেহ হইতে রক্তপাত হয় আর মালিকের কাছে শিকারী প্রাণীর পৌঁছিতে পৌঁছিতে শিকারের মৃত্যু ঘটে এবং উহার দেহের কতকাংশ শিকারী প্রাণী খাইয়া না ফেলে তাহা হইলে উক্ত শিকার হালাল হইবে।

৩। আদী বিনে হাতিম রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা মি'রায নিক্ষেপ করিয়া শিকার করি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উহা শিকারের দেহ কর্তন করিলে খাও আর চওড়া দিক দিয়া চোট লাগিলে খাইওনা,— বুখারী (৩) ১৯৭ পৃঃ।

انا نرمى بالمعراض' قال كل ما خزق' وما اصاب بعرضه فلا تاكل —

ভারী কাষ্ঠখণ্ড যাহার অগ্রভাব তীক্ষ্ণ, বা লাঠি যাহার মাথায় লৌহফলক যুক্ত রহিয়াছে অথবা এমন তীর যাহার মধ্যস্থল পুরু এবং উভয় পার্শ্ব তীক্ষ্ণ, তাহাকে মি'রায বলে— নববী ও ইব্‌নুতৃতীন (ফত্‌হুলবারী) ২৩শ খণ্ড, ২৮৫ পৃঃ।

পূর্ববর্তী হাদীছে কথিত হইয়াছে, ধারাল অংশ দ্বারা শিকার নিহত হইলে খাও আর চওড়া অংশ দ্বারা নিহত— হইলে উহা মওকুষা অর্থাৎ চোটপ্রাপ্ত মরা। কোরআনে মওকুষার হুরমত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ما اصاب بحده فكله' وما اصاب بعرضه فهو وقيذ —

প্রথমোক্ত হাদীছ দ্বিতীয় হাদীছের ব্যাখ্যা।— ধারাল অংশ দ্বারা নিহত হওয়ার তাৎপর্য শিকারের দেহ ভেদ করা। ধারাল অংশের স্পর্শে যদি শিকার ক্ষত না হয় এবং উহার ভারে মরিয়া যায় তাহা হইলেও উহা হালাল হইবেনা। সুতরাং মুখ্য উদ্দেশ্য তীক্ষ্ণ বা পার্শ্বভাগের আঘাত নয়, শিকারের দেহ বিদ্ধ হওয়া অর্থাৎ রক্তপাত হওয়াই হিল্লতের শর্ত। ইমাম মুওয়াফ্‌ফিক ইব্‌নে কুদামা একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিকার মি'রাযের চওড়া ভাগ দ্বারা নিহত হইলে এবং যখ্‌মী না হইলে উহা খাওয়া মুবাহ হইবেনা, সেইরূপ ধারাল ভাগ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে এবং যখ্‌মী না হইয়া উহার ভারে নিহত হইলে উহাও মুবাহ হইবেনা, রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অনুসারে— "যাহা শিকারের দেহ কর্তন করিয়াছে তাহা খাও"— মুগনী (১১) ২৬ পৃঃ।

اذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد' وهكذا ان اصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله لم يبح لقول النبى صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل —

৪। রাফে'বিনে খেদীজ বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) আগামী কল্য আমরা শত্রু— দলের সম্মুখীন হইব বলিয়া আশংকা— করিতেছি, আমাদের সংগে ছুরি নাই, আমরা কি বাঁশের বা- তা দিয়া পশু যব্‌হ করিতে পারি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া যে কোন বস্তু দ্বারা যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করা হয়, তাহা খাও, অবশ্য দাঁত আর নখের দ্বারা একাজ লওয়া চলিবেনা— বুখারী, ফত্‌হ সহ (২৩) ২৯৯ পৃঃ।

انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى' افنذبح بالقصب ? قال : ما انهرالدم و ذكراسم الله عليه' فكل' ليس السن والظفر —

৫। ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, নাছায়ী ও ইব্‌নে মাজা বলেন যে, আদী বিনে হাতিম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আমরা কোন কোন সময়ে শিকার ধরি কিন্তু পাথরের ধার অথবা লাঠির অগ্রভাগ ছাড়া আমাদের কাছে ছুরি— থাকেনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে কোন বস্তু দ্বারা রক্ত প্রবাহিত কর এবং বিছ্‌মিল্লাহ বল— মুন্‌তকাল্ আখ্‌বার, ৩১৫ পৃঃ।

انا نصيد' الصيد' فلا نجد سكين الا الضرار وشقة العصا' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرالدم بما شئت واذكر اسم الله عليه —

৬। ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, নাছায়ী, তিরমিযী ও ইব্‌নেমাজা আবুল উশ্‌রার পিতার বাচনিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, গলা আর স্কন্ধের অগ্রভাগ ছাড়াও কি অন্যস্থানে—যবহ চলে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি উহার উরু বিদ্ধ করিলেই উহা তোমার জন্য হালাল হইবে—ঐ, ৩১৬ পৃঃ।

اما تكرن الذكاة الا فى الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فى فخذها لاجزاك -

প্রকাশ থাকে যে, যেসকল প্রাণী আয়ত্তের বাহিরে, কেবল তাহাদের জন্য এই আদেশ সীমাবদ্ধ——আবু দাউদ ও তিরমিযী।

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে জানা যাইতেছে যে, আয়ত্তের বহির্ভূত পশুপাখীর দেহের সমস্ত স্থানেই যবহ করা চলে এবং ইহাও জানা যাইতেছে যে, প্রধানতম দ্রষ্টব্য অস্ত্র নয়, রক্ত প্রবাহিত করাই হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য।

৬। কআব বিনে মালিক বলেন, আমাদের—ছাগল ছলঅ্ নামক স্থানে চরিত, আমাদের জনৈকা ক্রীতদাসী হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, একটী ছাগল মরিতে বসিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড প্রস্তর ভাংগিয়া লইয়া ছাগলটীকে — যবহ করিয়া ফেলিল। এ বিষয়ে রছুলুল্লাহ — (দঃ) কে জিজ্ঞাসা— করা হইলে তিনি উহা খাইবার অনুমতি প্রদান — করিলেন,—বুখারী, ফতহ সহ (২৩) ৩০১ পৃঃ।

انه سئال النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل اليه فامره باكلها -

৭। আতা বিনে ইয়াছার বলেন যে, আন্‌ছার-গণের বনি হারিছা'—গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁহার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী উহুদে চরাইতেন।—উষ্ট্রীটী মরিবার উপক্রম করিলে তিনি কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা উহাকে যবহ করেন। আবু-দাউদের রেওয়ায়তে আছে—উষ্ট্রীটী মরার উপক্রম করিলে তিনি তাঁবু বাঁধার একটী—কাঠের খুঁটি গ্রহণ করেন এবং উহা তাহার স্কন্ধ পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়াদেন, এই ভাবে তাহার রক্ত প্রবাহিত হয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে একথা জানাইলে—তিনি উহা ভক্ষণ করার আদেশ দেন— আবুদাউদ, আওনসহ (৩) ৬২ পৃঃ; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক—(১) ৩২৩ পৃঃ। ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড আর তাঁবু বাঁধার খুঁটির ধার কিরূপ, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে।

ان رجلا من الانصار من بنى حارثة كان يرعى لقحة له باحد، فاصابها الموت، فذكاها بشظاظ وفى رواية لابى داود فاخذ وتدا فوجأبه فى لبتها حتى اهريق دمها، ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فامره باكلها -

উল্লিখিত দলীল সমূহের সাহায্যে ইহা প্রতীয়মাণ হয় যে, আয়ত্ত-বহির্ভূত পশুপক্ষীর দেহ কর্তিত ও—রক্ত প্রবাহিত হইলেই উহার শরয়ী যবহ বা যাকাতের শর্ত প্রতিপালিত হইবে। মি'রাযের (معراض) প্রস্থ অর্থাৎ চওড়া দিকের আঘাত শিকারের দেহকে কর্তিত এবং রক্ত প্রবাহিত করিতে পারেনা বলিয়া উহার মরাকে 'মওকুযা' বলা হইয়াছে এবং উহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হাদীছে যে বন্দুকের শিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে — সে বন্দুককে বর্তমান ছর্‌রা বারুদের লৌহাস্ত্র মনে করা ভুল। প্রাথমিক যুগে গুলতি বাঁটুলকে আরাবী ভাষায় বুন্দকা ও বুন্দক বলা হইত—(মজ্‌মাউল বিহার, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ, নয়লুলআওতার ৮ম খণ্ড ১৩৩ পৃঃ, ফতহুলবারী ২৩শ খণ্ড, ২৮৯; Lane's Lexicon, P. P. 259.)—। গোলেলের আঘাতে দেহ কর্তিত ও রক্ত প্রবাহিত হয়না, — উহার গুলী ঠাণ্ডা— এবং নিক্ষেপকারীর শক্তি দ্বারা প্রাণী নিহত হয়,—ধার দ্বারা কর্তিত হইয়া নিহত হয়না,—— ফতহুলবারী, ঐ।

لانه يقتل الصيد بقوة رامية -

ছর্‌রা বারুদের বন্দুক (gun) ছাহাবা ও—তাবেয়ীগণের এমন কি মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, উহার নির্মাণকৌশলের— সর্বাপেক্ষা আধুনিক পরিবর্তন মাত্র উনবিংশ শতকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘটিয়াছে। সুতরাং উনবিংশ শতকের পূর্ববর্তী উলামার অভিমত এ মছ্আলার সমাধানের পক্ষে সহায়ক নয়। আধুনিক বন্দুকের গুলী নিক্ষেপকারীর গায়ের জোরে নির্গত হয়না, উহা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫শত গজের দূরত্ব অতিক্রম করে এবং নিশানাকে যখন—বিদ্ধ করে তখন নরম বক্রাকার ধারের মত হইয়া দেহ কর্তিত করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ভাংগা প্রস্তর খণ্ড, কাষ্ঠ ফলক, শিকারী কুকুরের দাঁত ও নখ এবং মি'রায অথবা কাঠের খুঁটির অগ্রভাগ অপেক্ষা—বন্দুকের গুলী রক্ত প্রবাহিত করার পক্ষে অধিকতর কার্যকরী ও অব্যর্থ। উপরিউক্ত কারণ পরম্পরায় উনবিংশ শতের মুহাক্কিক বিদ্বানগণের মধ্যে তিউনিসের শয়খ মোহাম্মদ বৈরম, য়েমেনের কাযী শওকানী এবং হিন্দ উপমহাদেশের নওয়াব ছৈয়েদ ছিদ্দীক—হাছান খান প্রভৃতি বন্দুকের শিকারকে হালাল বলিয়াছেন। নওয়াব ছাহেব তাঁহার গ্রন্থ "রওযাতুন্নদীয়া"তে লিখিয়াছেন, আয়ত্ত-বহির্ভূত প্রাণীর যবহের জন্য মুখ্যতম দ্রষ্টব্য ঢুকিয়া যাওয়া ও রক্তপাত হওয়া, যদি অস্ত্র ভারীও হয়। সুতরাং আধুনিক বন্দুক যাহা গুলী বারূদ ও ছর্রার সাহায্যে ছোড়া হইয়া থাকে তাহার শিকার হালাল হইবে, কারণ ছর্রা অস্ত্র—অপেক্ষা বেশী কর্তন করিয়া থাকে, তীর, বল্লম এবং তরবারি অপেক্ষা উহার ধার বেশী। ইহার প্রমাণ যে, সূক্ষ্ম ছাই বা মাটির উপর পালক বিছাইয়া উহার কিছুটা ঐ মাটিতে ঢুকাইয়া তল্ওয়ার দিয়া আঘাত করিলেও পালক কর্তিত হইবেনা কিন্তু বন্দুক ছুড়িলে উহা কাটিয়া যাইবেই। সুতরাং বন্দুকের শিকার—সম্বন্ধে একথা বলা যে, উহা শিকারীর জোর আঘাতের ফলে মারা যায়, যুক্তি ও প্রমাণের দিক দিয়া ঠিক নয়। যে বন্দুকের শিকারকে যবহ না করিলে হালাল হয় না হারাম বলা হইয়াছে উহা শুষ্ক মাটির গোলার বন্দুক। এই জন্য ইব্নেউমর বন্দুকের মরাকে 'মওকুযা' অর্থাৎ ভারের চাপে মরা বলিয়াছেন—৩০১ পৃঃ।

সর্বশেষ কথা এইযে, আধুনিক বন্দুকের শিকার হালাল হওয়া সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত ইজ্তিহাদী, কারণ কিতাব ও ছুন্নাহতে উহার হিল্লত ও হুরমতের কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। যে সকল দলীলকে ভিত্তি করিয়া এই ইজ্তিহাদ করা হইয়াছে, সেগুলির মোটামুটি সন্ধান দেওয়া হইল। ইহা যে অভ্রান্ত এবং সকলকেই যে ইহা অবশ্য মান্য করিতে হইবে, এরূপ দাবী আমার নাই। যদি কোন ব্যক্তি বন্দুকের শিকার হারাম হওয়া সম্বন্ধে নিজের ইজ্তিহাদে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তাঁহার উপর আমার কোন যোর নাই কিন্তু আমি আমার ইল্ম ও গবেষণাকে অস্বীকার বা লুক্কায়িত করিতে পারিনা এবং যাহা প্রকৃতপক্ষে সঠিক তাহা আল্লাহ্ অবগত আছেন।

وصلى الله على سيدنا محمد امام المتقين
وعلى آله واصحابه نجوم الهتدين وفرق كل
ذى علم عليم وآخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمين -

www.ahlehadeethbd.org

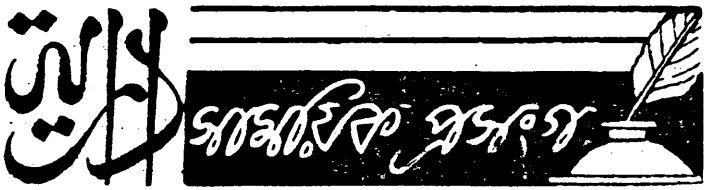

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচন,

সরকারীভাবে প্রচারিত হইয়াছে— আগামী ১৯৫৩ সালের প্রথমভাগে পূর্ব পাকিস্তান আইন-পরিষদের সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হইবে। প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ যাহাতে ১৯৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য সিলা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগ প্রার্থনা করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এবারকার ভোট যোগ্যতার অভিনবত্ব এইযে, প্রত্যেক একুশ বৎসর ও তদূর্ধ বয়সের নরনারী ভোটাধিকার লাভ করিয়াছেন। নির্ভুল ও পূর্ণ ভোটার তালিকা সঠিক নির্বাচনের অপরিহার্য অংগ, সুতরাং ইহার জন্য সকলেরই সচেষ্ট ও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত।

আলমে-ইছ্‌লামে সুযোগের সংকেত,

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে চার্চিল-ট্রুম্যান সাক্ষৎকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের উই পিপীলিকা গুলির ডানা গজাইয়া উঠিয়াছে। নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং পাশবিক অত্যাচারের সমুদয় মন্ত্রে যন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উহারা প্রাচীর মধ্য ও সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের অসহায় এবং দুর্বল জাতি সমূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। মিছরে ব্রিটীশরা তোপ কামান ও বন্দুকের মুখ খুলিয়া দিয়াছে. উত্তর আফ্রিকায় ফরাসীরা তাহাদের— সভ্যতা ও গণতান্ত্রিকতার মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া হিংস্রতা ও বর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিয়া— গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ঝুনা দালাল চার্চিল আমেরিকার হুকুম হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর ইংগ-মিছর কলহের আপোষ সমাধানের সমুদয় তোড়জোড় কর্পূর হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন— মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ব্রিটিশের পরিগৃহীত নীতির অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহার ফলে — বিলাতে ঘির বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিছরে ব্রিটিশের অনধিকার চর্চা শুধু সুয়েজেই আর সীমাবদ্ধ নাই, তাহারা ইছ্‌মাইলীয়ার সমস্ত ইলাকা দখল করিয়া লইয়াছে, লিভারপুল নামক যুদ্ধজাহায হইতে পোর্টছঈদ বন্দরে অবিরাম গতিতে বেপরওয়া ভাবে গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে। মিছরের দেশপ্রেমিক ছাত্র-নেতাগণকে ডালকুত্তা ছাড়িয়া দিয়া— খাওয়ান হইয়াছে। ইছ্‌মাইলীয়ার প্রত্যেক মুছলমানের গৃহে আর্তনাদের করুণ ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। এ সমস্তের উপর সোনায় সোহাগা হইতেছে ব্রিটীশের আব্দার যে, আমেরিকা, ফরাসী ও তুর্কীকেও সুয়েজ তথা মিছর অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে অর্থাৎ যে চতুর্শক্তি রুষীয় প্রতাপের অগ্রগতি দমন এবং আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রতিরোধ সাধনের — প্রতিশ্রুতিতে গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে সর্বাগ্রে মিছরের স্বাধীনতা অপহরণের কার্যে নিয়োজিত হইতে হইবে, সুয়েজ ও মিছরের প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক সমস্যার পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রসংঘে রুষ প্রতি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিধি আক্রমণাত্মক নীতির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং মিছর প্রতিনিধি ডক্টর মুছাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— সুয়েজে ব্রিটিশ আক্রমণাত্মক নীতির অনুসরণ করিয়াছে কিনা? ব্রিটিশ ষাঁড় এবং তাহার চাচা শাম্ একযোগে জওয়াব দিয়াছে, আক্রমণাত্মক আচরণটা নাকি আপেক্ষিক (Relative) বস্তু! ফরাসীও মাথা দোলাইয়া চাচা ভাইপোর কথায় সায় দিয়াছে। মোটের উপর রাষ্ট্রসংঘের সাম্রাজ্যবাদী কর্ণধারদের মতলব যে কি, অতিবড় গর্দভেরও সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

ভিয়েটনাম ও চীনে ফরাসী যে পরাজয় লাভ করিয়াছিল, মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। দহ্তুর পার্টির ছয়জন বিশিষ্ট নেতাকে গেরেফতার করার পর সমস্ত দেশে যুলুম ও উপদ্রবের তাণ্ডবলীলা শুরু করা হইয়াছে। তিউনিসের দুইটী বৃহৎ নগরে মার্শাল ল জারী হইয়াছে, উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃমণ্ডলীকে বাছিয়া বাছিয়া গুলী করা!

ঈরানে আপাত দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আশংকার মেঘ কাটিয়া যায় নাই। আমেরিকার পর বিশ্ব ব্যাংকের দরবার হইতে ডক্টর মুছাদ্দিক খালি হাতে ফিরিয়া আসায় ঈরানের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ সংগীন হইয়া উঠিতেছে। ঈরানীদের বিশ্বাস আমেরিকার চক্করের ব্যর্থতা আর বিশ্ব ব্যাংকের অপ্রতিপালনীয় শর্তগুলির পিছনে— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারছাযী কার্যকরী হইয়াছে। ঈরাণকে গিলিবার জন্য ব্রিটিশ দাঁতে ও হাতে চেষ্টা করিতেছে, সে এক দিকে দাঁও পাতিয়া অপেক্ষা— করিতেছে কখন্ ঈরানের অর্থনৈতিক দেউলিয়া বিঘোষিত হইবে আর সেই সুবর্ণ সুযোগে আবার সে বিজয়ী বেশে আবাদানের তৈল খনিগুলিতে বুক— ফুলাইয়া প্রবেশ করিবে। ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসীর ষড়যন্ত্র জাল কেবল অর্থনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই, আসন্ন নির্বাচনে যাহাতে ডক্টর মুছাদ্দিকের দল— পরাজিত হন, তার জন্যও তোড়জোড় চলিতেছে। তাঁহার দলভুক্ত পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে— ঈরানের ব্রিটিশভক্ত গদ্দারের দল জনমণ্ডলীকে ডক্টর মুছাদ্দিকের ব্যর্থ নীতির উপাখ্যান শুনাইয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। ঈরানের "তোদা পার্টি"— রাষ্ট্রকে ইংগ আমেরিকী ব্লকের নাগপাশ হইতে ছিন্ন করার জন্য দৃঢ়সংকল্প, তাঁহারা ডক্টর মুছদ্দিকের — নীতির ঘোর বিরোধী, তাঁহাদের বক্তব্য ঈরানের জন্য মধ্য ইউরোপ ও পূর্বের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে বাড়ি বদ্লাইয়া যদি রুষে স্থানান্তরিত হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, রুষের নিষ্ঠুর জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের হস্তে ক্রীড়নক সাজিয়া ঈরানে দুর্গতি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে।' ডক্টর — মুছাদ্দিক ঈরানকে ইংগ-মার্কিন বা রুষীয় ব্লকের— নাগপাশে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি নন, ইহার জন্য বাহিরের সংগে সংগে ঘরেও তাঁহাকে দুইটী বিপরীতমুখী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। — আলমে-ইছলামের দৃষ্টি ঈরানের আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলের উপর লাগিয়া রহিয়াছে, কারণ ঈরানের ভবিষ্যৎ ডক্টর মুছাদ্দিকের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন।

মিছর, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিস ও — ঈরানে সাম্রাজ্যবাদীদের মরণ-কামড়ের বিবরণ আর ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবার পর, কাশ্মীরের অবস্থাও এগুলির সহিত মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। রুষ দীর্ঘ চারি বৎসরকাল পর কাশ্মীর সম্বন্ধে তার মৌনব্রত ভংগ করিয়াছে। ডক্টর গ্রাহাম স্বস্তি পরিষদের— প্যারিস অধিবেশনে যে রিপোর্ট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণের জন্য স্বস্তি পরিষদকে এমন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিবার ছুফারিশ করিয়াছেন, যাহা ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে যেন অবশ্য প্রতিপালনীয় হয়। এ— ছুফারিশ গৃহীত হইলে হয়তো কাশমীর সমস্যার সমাধান নিকটতর করা সম্ভবপর হইত, কিন্তু গ্রাহামের প্রস্তাব বানচাল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে রুষ প্রতিনিধি জ্যাকব মলিক তাল ঠুঁকিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়া-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন। তিনি ব্রিটিশ ও আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংগ-মার্কিন ব্লক কাশ্‌মীরকে সামরিক ঘাটিতে পরিণত করার মতলবে রহিয়াছেন, সংগে সংগে মলিক সাহেব পণ্ডিত আবদুল্লাহর গণ-পরিষদকে তাঁহার রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রুষ পাক ভারত কলহ ব্যাপারে প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ভারতেরই পৃষ্ঠপোষক একথা জ্যাকব মলিক খোলাখুলি ভাবে বলিয়া ফেলিয়া ভালই — করিয়াছেন। ইহার ফলে পাকিস্তানী কম্যুনিস্টদের রুষ বন্দনার সুর অতঃপর কেমন হইবে তাহা যেমন জানিতে পারা যাইবে, তেমনি কথায় কথায় রুষীয় ব্লকের তাবেদারীর সৎপরামর্শ যাঁহারা বিতরণ করিয়া বেড়ান আশা করি তাঁহাদেরও চৈতন্যোদয় হইবে। কিন্তু মুশকিল এইযে, প্রশ্ন এই খানেই শেষ হইতেছে না, রুষের খোলা কথা শুনিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গোড়াগুড়ি হইতেই বিভিন্ন কারণে ভারতকে অত্যন্ত সমীহ করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খিদ্‌মত আন্‌জাম দিবার মতলবেই এক দিকে — হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সহিত কাশ্‌মীরের সংযোগ মন্‌সুর করিয়া লইয়া অপর দিকে কাশ্‌মীর প্রশ্নের সমাধানকল্পে উহা স্বস্তি পরিষদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চোরকে চুরি করিতে বলিয়া গৃহস্থকে হুশিয়ার থাকার এমন উৎকৃষ্ট পরামর্শের নযীর ইতিহাসের — পৃষ্ঠায় বিরল! কিন্তু ব্যাটন সাহেবের কারছাযী এই খানেই সমাপ্ত হয় নাই, তিনিই স্বয়ং গণ-ভোটের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া আবার উহার পথে এমন অপরিসীম প্রতিবন্ধকতার জাল রচনা করিয়াগিয়াছেন যে, তাঁহারই বিরচিত চক্রব্যূহে পড়িয়া আজ — কাশ্‌মীরের প্রশ্ন হিন্দুস্থানের কাছে প্রেস্টিজ ও স্বার্থের আর পাকিস্তানের কাছে নীতির প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলেই ব্রিটিশ আর তার দোসর আমেরিকা ইচ্ছা করিয়াই কাশমীরে গণভোটের ব্যবস্থা বিলম্বিত করিয়া আসিতেছিলেন, কারণ উহার ফলে পাকিস্তানের সহিত কাশমীরের সংযোগ সাধনের নৈতিকতা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে এবং পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার সম্ভাবিত— হইবে। সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাইতেছে বানরের পিঠা ভাগের উদ্দেশ্য ফাঁসিয়া যাওয়ার আশংকা করিয়াই কাশমীরে গণভোট ব্যাপারে ত্বরান্বিত হইবার কোন চাহিদা ইংগ-মার্কিন ব্লকের মধ্যে জাগ্রত হইতে পারে নাই। তাঁহারা তাঁহাদের মতলব হিন্দুস্থান — রাষ্ট্রকে না চটাইয়াই হাছিল করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যাকব মলিকের আচরণে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহার ফলে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রকে রুষের কোলে প্রকাশ্য ভাবে বসিয়া পড়ার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কাশ্‌মীরের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করা ইংগমার্কিন ব্লকের পক্ষে আর সম্ভবপর হইতেছেনা।

এখন পাকিস্তান হুকুমত এবং উহার নাগরিকদের যুগপৎ ভাবে দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা — আবশ্যক। প্রথমতঃ ইছ্‌লাম জগতের আকাশে ভয়াবহ দুর্যোগের যে সংকেত পরিদৃষ্ট হইতেছে ইহার উদ্ভব কেন্দ্র কোথায়? দ্বিতীয়তঃ হিন্দুস্থানের পৃষ্ঠপোষকতায় রুষ যে স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছে, পাকিস্তান এরূপ দ্বৈর্থহীন কোন প্রতিশ্রুতি তাহার মুরুব্বীদের নিকট হইতে কোন ব্যাপারে এযাবৎ লাভ করিয়াছে কি? রুষীয় জীবনদর্শন ও রাজ্যশাসন বিধির পক্ষপাতি নাহইলেও স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদী ইংগ মার্কিন — ব্লকের শঠতা, নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতাই এশিয়া ও আফ্রিকাকে সমূহবাদের কবলে ধাক্কা মারিয়া নিক্ষেপ করিতেছে। আলমে-ইছ্‌লামকে এই উভয় সংকট হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আজ স্বয়ং ইছ্‌লামের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় যে একেবারেই নাই, একথা ধীরে ধীরে মধ্য প্রাচ্য ও সুদূর পশ্চিমের মুছ্‌লিম রাষ্ট্রগুলি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পাকিস্তানের কর্তব্য কি?

পাকিস্তানকে বাঁচাইতে হইলে সর্বপ্রথম নেতা ও শাসকগোষ্ঠির অন্ধভক্তি ও জয়গানের পরিবর্তে স্বয়ং পাকিস্তানের প্রতি মমত্ববোধ ও স্নেহাকর্ষণ পাকিস্তানের জনগণ মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসকদলের অদূরদর্শিতার ফলে আল্লাহ্ না করুন যদি পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন হইতে হয়, তাহার ভয়াবহ ফল কেবল শাসকগোষ্ঠিই ভোগ—করিবেননা সমগ্র জাতি ও অখণ্ড রিয়াছতকেই সে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির অবিলম্বে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক, ব্রিটিশ তোষণের নিষ্ফল নীতি পরিবর্তিত না হইলে পাকিস্তানকে অচিরে আলমে ইছ্লামের—সম্ভাবনীয় নেতৃত্ব এমন কি সহানুভূতিও হারাইতে হইবে। অথচ মুছ্লিম রাজ্যগুলির বলিষ্ঠ অংগাংগি সহযোগ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের মরণকামড় হইতে—রেহাই লাভকরা মধ্যপ্রাচ্য তথা আলমে ইছ্লামের পক্ষে সুদূর পরাহত। ইংগমার্কিণ অথবা রুষ যেকোন সাম্রাজ্যবাদী ব্লক হউক না কেন, যদি কোনক্রমে ইছ্লামজগতের উদ্ভিন্ন মিলনাগ্রহ ও স্বাধীনতার বিপুল উদ্যমকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অনাগত যুগযুগান্তর পর্যন্ত মুছ্লিম জাতির ভাগ্যবিপর্যয়ের কোন প্রতিকার করাই আর সম্ভবপর হইয়া উঠিবেনা। তুর্কীর পাকিস্তানী দূত মির্যা বশীর আহ্মদ লাহোরের এক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পারস্য ও মিছর সম্বন্ধে তুর্কীর নীতিও পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! তুর্কীর বর্তমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল কামাল আতাতুর্কের ইউরোপিয়ানিজ্মের পরিবর্তে আবার ইছ্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তুরস্কে ইছ্লামকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! মির্যা ছাহেবের মুখে মধু বর্ষণ হউক! এ শুভ সংবাদ বাস্তবিক আশাপ্রদ! কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল তাঁহাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য ইছ্লামের দিকে সত্যকার ভাবে প্রত্যাবর্তন করার কোন প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন কি?

পাঞ্জাবের গভর্ণর জনাব চুন্দ্রীগড় জানুয়ারীর মধ্যভাগে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া লাহোরে এক ভাষণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইছ্লামের গাযীরা তল্ওয়ারের ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা তরবারি ও বল্লমের পরিবর্তে ছেতার ও বেহালার আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত হইয়াপড়েন, ইহার ফলে তাঁহারা অধঃপতিত ও—লাঞ্ছিত হইয়াছেন। চুন্দ্রীগড় ছাহেব স্বেচ্ছাসেবক দলকে ভোগবিলাস এবং নাচগান পরিহার করিয়া শরীর চর্চা ও রাইফেল চালনার অভ্যাস করার উপদেশ দেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা পাঞ্জাবীদের মত যোদ্ধা জাতির যুবক সন্তানদিগকে যে কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা পূর্বপাকিস্তানের পক্ষেও—আবশ্যক কিনা, আমাদের প্রদেশ পাল ও যিলা কর্তৃপক্ষগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন কি?

দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলি এমন লোক যাঁহারা ইছ্লামী তমদ্দুন ও তহযীবের আদর্শের সহিত—জীবনে কোন দিন পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেননাই এবং পাশ্চাত্যের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগীর সাথেও গভীর ভাবে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার সুযোগ পাননাই, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শাসনকর্তৃত্বের গদীতে বিরাজমান হইবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহারা তুর্কীর পরিত্যক্ত বেহায়াপনা, ইউরোপীয়বাদ, নাচগান, বাউল ও ন্যাড়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এবং ইছলামী আখ্লাক ও জীবনপদ্ধতির উৎসাদন কল্পে তাঁহাদের সমুদয় শক্তি ও এনার্জি ব্যয় করার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছেন।—আলমে-ইছ্লামের ভয়াবহ দুর্যোগ, কাশ্মীরের সংগীন পরিস্থিতি, পাকিস্তানের চতুষ্পার্শ্বে শত্রু সৈন্যের মহড়া, দেশব্যাপী মূর্খতা, দারিদ্র, শাসন কার্যের অব্যবস্থা ও ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাকার—অতিগুরুত্বপূর্ণ সংকটসমূহের সমাধানের জন্য যে—নৈতিক বল ও ইছলামী আখ্লাকের দৃঢ়তা আবশ্যক ও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা অর্জন করার উপায় স্বরূপ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও—তত্ত্বাবধানে উলংগ নটনটীর সার্কাস, বুলবুল চৌধুরীর নাচ, জারীগান, কবিগান, যাত্রাগান, থিয়েটার—সখের থিয়েটার ইত্যাদির প্রাত্যহিক ভাবে—সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। একটু উপরের স্তরে মুছলিম মহিলাদের মধ্যে বেহিজাবী ব্যাপক এবং—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যভিচার ও মদ্যপান পর্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। যেসকল অপরাধ ও পাপ ইছলাম জগতের সর্বত্র—বিদ্যমান থাকিলেও অতিগোপনে ও আড়ালের ভিতর সাধিত হইয়া থাকে, আজ পাকিস্তানে প্রকাশ্য ভাবে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে খোলাখুলি অবজ্ঞা করিয়া—সেগুলি আচরিত হইতেছে। ইছলামী আদর্শের এই সর্বনাশকে প্রগতি নামে অভিহিত করিয়া শাসন-শৃংখলার ভিতর দিয়া মুছলমানদের ঘাড়ে চাপাইবার দুষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

আজ আলমে ইছলামের স্বাতন্ত্র্য ও অচ্ছেদ্য—একত্বই শুধু কাম্য নয়, একত্বকে কোরআনের ভিত্তি-মূলে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে ইছলামী ব্লকের পরিকল্পনা আকাশ কুসুম এবং উহার উদ্দেশ্য—সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

ইছলামী আন্দোলন সংঘ,

যৌবন জলতরংগের উদ্ধত ও দুর্দমনীয় প্রকৃতি সৃষ্টির অপূর্ব সম্পদ! ভাংগাগড়ার যুগসন্ধিক্ষণে যুব-শক্তির কীর্তিকলাপ পৃথিবীর সকল জাতি ও সমুদয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে সমুজ্জল করিয়া—রাখিয়াছে। কবির ভাষায়—

چوں باد صبا درگلستاں وزد
چمیدن درخت جواں راسزد!

প্রভাত সমীর গুলবাগিচায় যখন প্রবাহিত হয়,
তরুণ বৃক্ষগুলির পক্ষেই তখন হিল্লোলিত হওয়া
শোভা পায়!

সুখেরবিষয় ঢাকার তরুণ সমাজের মনে ইছলামী আদর্শ ও সমাজজীবনের মলয়মারুত দোলা দিতে শুরু করিয়াছে, তাঁহাদেরই এক দল সম্প্রতি ঢাকায় "ইছলামী আন্দোলন সংঘ" নামে একটী প্রতিষ্ঠান—গঠন করিয়াছেন এবং সংঘের আদর্শ ও গঠন তন্ত্র—সম্বন্ধে তাঁহাদের "পয়গাম" আমাদের কাছে পাঠাই-য়াছেন। কালের অসীম প্রতাপে যুবক দলের রেজি-স্টারি বহি হইতে আজ আমাদের নাম কাটা পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা দূর হইতে আমাদের কনিষ্ঠ-দের কর্মতৎপরতাকে আনন্দ ও কৌতুকের সমর্থন দান করিলেও তাঁহাদের সারিতে গিয়া দাঁড়াইতে পারি-তেছিনা। বৃদ্ধ আর জ্যেষ্ঠদের উপেক্ষা করা এবং তাহাদিগকে বেওকুফ সাব্যস্ত করাই যুবধর্মের নবযুগীয় সংস্করণ হইলেও ইছলামী আদর্শ উল্লিখিত সংঘের জীবনদর্শন রূপে স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া সংক্ষেপে দু একটা মাত্র কথা তাঁহাদের কাছে আমরা পেশ করিতেছি।

نصیحت گوش کن جاناں کہ ازجاں دوست تردارند
جواناں سعادت مند پند پیر دانا را!

হে প্রিয়তম. উপদেশে কর্ণপাত কর,
সৌভাগ্যবান যুবকরা বুদ্ধিমান বৃদ্ধের উপদেশ
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বিবেচনা করেন।

—হাফেয।

সংঘের নামকরণ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ করা উচিত, প্রথমতঃ কোন আন্দোলন সংঘ নয়, উহা—সংঘের উদ্দেশ্য আর আন্দোলনের সংগে সংগে সংঘও ইছলামী বিশেষণে আখ্যাত হইতে পারে। অতএব সংঘের নাম হওয়া উচিত "ইছলামী সংঘ" আর উহার উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক ইছলামী আন্দোলন। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর সমুদয় মুছলমান ইছলামী সংঘের অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা ঢাকার সংঘের কার্যক্রমের সহিত একমত নহেন বা হইবেননা, তাঁহারাও! তাঁহাদিগকে ইছলামী সংঘের বহির্ভূত বিবেচনা করার দাম্ভিকতা ও হঠকারিতা ছাড়া অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই আর একথা মানিয়া লইলে কোন প্রতিষ্ঠানকে—"ইছলামী সংঘ" রূপে অভিহিত করার কোন সার্থ-কতা থাকেনা। উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় ইছলামের ইতিহাসের কোন স্তরেই কোন সংঘ বা আন্দোলন "ইছলামী" হইবার দম্ভ প্রকাশ করে নাই। শিয়া ও ছুন্নী, আহ্‌লেহাদীছ ও আহ্‌লে-রায়, নাছেবী ও—মু'তাযিলী ইছলাম, কোর্‌আন ও কিবলার দিক দিয়া সম্পূর্ণ অভিন্ন বিশিষ্ট আদর্শ এবং দর্শনকে অবলম্বন করিয়াই কোন দলের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে আর সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে উক্ত দল বা সংঘের নামকরণ হয়, কিন্তু যে সম্পদ অংগু মিল্লতের, তাহাকে কাহারো পেটেন্ট বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয়, ইহাতে গোল-যোগ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া শান্তি ও আপোষের সম্ভাবনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অল্প! পশ্চিম পাকিস্তানের মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ছাহেবের 'জামাআতে ইছলামী' এই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে ঔদ্ধত্য আর অপরদের মধ্যে তাঁহাদের সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। প্রাথমিক যুগে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ বিদ্আতী ফির্কাগুলি—হইতে যখন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আহ্লেইছ্লাম, আহ্লে কোরআন বা আহ্লেকিব্লা ইত্যাকার নামে অভিহিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আহ্লেহাদীছ রূপে নিজেদের পরিচয় দান করিয়াছিলেন কেন? এই জন্যই যে, ইছলামের দাবী তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষদের মধ্যে কাহারো জন্য অস্বীকার করার উপায় ছিলনা আর তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষদের মধ্যে হাদীছের প্রামাণিকতাকে ভিত্তি করিয়াই ভেদরেখা রচিত হইয়াছিল।

দেখিতেছি— চিন্তার স্বাধীনতাকেও "ইছলামী আন্দোলনে"র অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে! অবশ্য আমাদের ধারণা, স্বাধীনচিন্তার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়াই একথার উদ্দেশ্য। কিন্তু একটা মুশকিল এই যে, কোরআন মানুষের জীবনপদ্ধতির ন্যায় চিন্তাশক্তিকেও তাহার নীতির মূলে নিয়ন্ত্রিত করার দাবী উপস্থিত করিয়াছে। অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়ের—কোনটাকেই বল্গাহীন করিয়া রাখার অনুমতি সে দেয়নাই। কোরআন ও নবীর অনুসরণকে সে চিন্তার পরাধীনতার বিপরীত জ্যোতির অনুসরণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং উহার পরিপন্থি চিন্তার স্বাধীনতাকে 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তি নামে অভিহিত করিয়াছে।

ইছলাম পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে উপার্জন ও ব্যয়ের জন্য কতকগুলি নীতি বাঁধিয়া দিলেও সৎভাবে উপার্জিত সম্পদের—উপর মানুষের মিল্ক বা অধিকার কখনই অস্বীকার করেনাই। যোগ্যতা ও শক্তির বৈচিত্র এবং যে—ব্যক্তিগত দাবী ন্যায়সংগত, ইছলামে কদাচ তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। ব্যক্তিত্বের বিলোপ সমূহবাদের মৌখিক গলাবাজি মাত্র।

ইছলাম পুঁজিবাদকেও অস্বীকার করিয়াছে, কারণ ধনের উৎপাদককে তাহার ধনের যদৃচ্ছ ব্যবহারের—অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সম্পদসৃষ্টির ব্যাপারে যাহাদের হাত ছিলনা, উপার্জিত সম্পদের উপর —তাহাদের বিভিন্ন রূপী অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের দৈহিক শক্তি তাহার নিজস্ব হইলেও উহার নিয়ন্ত্রণাধিকার ইছলামে যেরূপ আল্লাহকে সমর্পণ করা হইয়াছে, তেমনি অর্থের উপার্জন ও বণ্টনের —নিয়ন্ত্রণাধিকারও আল্লাহর জন্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ যদি ধনের মালিকানা স্বত্বের বিলুপ্তি হয়, তাহাহইলে দেহ, মন এবং ইচ্ছার উপরও মানুষের মালিকানা স্বত্ব ইছ্লাম অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বিপ্লব নওজোয়ানদের কাছে চিরদিনই অতি আদরের সামগ্রী, কিন্তু যে আন্দোলনের নীতি, আদর্শ ও দর্শন চিহ্নিত রেখার উপর স্থাপিত, তাহার জন্য বিপ্লব অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা ও গঠনের সাধনা অধিকতর বাঞ্ছনীয়! প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মননশীলতা ও দৃষ্টিভংগীর দৃঢ়তা অপরিহার্য, এই জন্য ইছলামে যুগেযুগে সংস্কারক বা মুছ্লিহিন ও মুজাদ্দেদীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিপ্লব শব্দের আগ্রহাতিশয্যে ইদানীং হযরত উমরকেও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রূপে অভিহিত করা—হইয়া থাকে কিন্তু তিনি ইছলামে কি বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিলেন আর সে অধিকারই বা তাঁর কতটুকু ছিল, ইহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক নয় কি?

ফলকথা, "ইছ্লামী-আন্দোলনসংঘে"র প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে আনন্দদায়ক এবং উহার পরিগৃহীত দর্শন ও কার্যক্রম আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছে। নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিকে যেটুকু বলিতে—হইল, তাহার সারৎসার এইযে, ইছলামী আদর্শের জয়যাত্রার জন্য ইছলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অপরিহার্য। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অমৃতসাগর বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহা মায়ামরিচীকাও হইতে পারে।

আল্লাহ আমাদের যুবক ভ্রাতাদিগকে মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) প্রচারিত ইছলামের নিশান বর্দার করুন!

www.ahlehadeethbd.org